الكسب الحرام

(باللغة البنغالية)

جمع وترتيب : عبد الحميد الفيضي

প্রণয়নেঃ

আব্দুল হামীদ ফাইযী

প্রারম্ভিক কথা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

ইসলামে আকীদার পর আহকামের বড় গুরুত্ব রয়েছে। আহকামে রয়েছে করণীয় ফরয ও ওয়াজেব কর্মাবলী এবং তারই সমপর্যায়ে রয়েছে বর্জনীয় হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মাবলী। হারাম জিনিস ও নিষিদ্ধ কর্ম হতে দূরে থাকার চাইতে ফরয ও ওয়াজেব পালনের গুরুত্ব কম নয়। তবুও তুলনামূলকভাবে হারাম বর্জনের গুরুত্ব অধিক যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত (কিছু না বলা পর্যন্ত) তোমরা আমাকে (কিছু প্রশ্ন না করে) ছেড়ে দাও। যেহেতু তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি বেশী বেশী প্রশ্ন করার জন্য এবং তাদের আম্বিয়াদের সাথে মতবিরোধ করার জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করলে তা যথাসাধ্য পালন কর। আর কোন কিছু হতে নিষেধ করলে তা বর্জন কর।" *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৫০৫নং)*

বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষা, আমল ও দাওয়াতের কাজে পর্যায়ক্রমে যা শুরু করা প্রয়োজন, তা হল আকীদার পর আহকামে হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু ও কর্মাবলী। আকীদা বিশুদ্ধ করার পরপর যেমন হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে, তেমনিই ফরয ও ওয়াজেব পালন করতে হবে। অতঃপর ফাযায়েল ও অতিরিক্ত সৌন্দর্যের কর্মাবলীর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিপরীত দিক থেকে শিক্ষা, আমল

ও দাওয়াত শুরু করেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন এবং মহানবী ﷺ-এর পদ্ধতির খিলাফ করবেন।

তাছাড়া কেউ যদি হারাম না চিনে তা খেতে, পরতে ও ব্যবহার করতে থাকেন, তাহলে এ দুনিয়ায় থাকতে তাঁর দুআ কবুল হবে না আল্লাহর কাছে। আর পরকালে নির্ধারিত শাস্তি তো আল্লাহর এখতিয়ারে আছেই।

সমাজে যে সব হারামখোর সচরাচর নজরে পড়ে, তাদের সংখ্যা কম নয়। সুতরাং তাদেরকে সতর্ক করার দায়িত্ব পড়ে আলেম সমাজের উপর। আর সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই পুস্তিকার অবতারণা।

এই পুস্তিকায় বিবৃত অনেক বস্তু হয়তো বা অনেকের নিকট হারাম নয়, বরং মকরূহ অথবা সন্দিগ্ধ। তাহলেও যা বর্জনীয়, তা বর্জন করাই উচিত। আর তাতেই আছে পরিত্রাণের পথ।

আল্লাহ আমাকে আপনাকে ও সকলকে তওফীক দিন, যাতে হারাম থেকে বিরত থাকতে পারি এবং হারামখোরদের দলভুক্ত না থাকি। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত -

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

২৭/৪/২৬হিঃ

৪/৬/২০০৫ইং

হারাম উপার্জন করা ও খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। অবশ্য পৃথিবীর এই খাদ্য সম্ভারে নানা জিনিস সৃষ্টির পর তিনি আদেশ করেছেন কেবল পবিত্র ও হালাল বস্তু আহার করতে। নিষেধ করেছেন অপবিত্র ও হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে। আর এই আদেশ ও নিষেধ যে অমান্য করবে তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন শাস্তি। প্রথমতঃ তিনি দুনিয়াতে তার দুআ কবুল করবেন না এবং দ্বিতীয়তঃ আখেরাতে তাকে দোযখে দগ্ধ করবেন।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ ﴾

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!' কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

হারাম খাওয়া হারাম। আর হারাম খেয়ে যে রক্ত-মাংস তৈরী হয় তা অপবিত্র। পক্ষান্তরে বেহেশ্তে কোন প্রকার অপবিত্রতা নেই এবং অপবিত্র কেউ বেহেশ্ত যেতে পারে না। বরং যাবতীয় অপবিত্রতার স্থান হল দোযখ। হারামখোরদেরও স্থান হবে দোযখে।

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম

খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।” *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

“--- হে কা’ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।” *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে দেওয়া এক অসিয়তে বলেন, (মরণের পর) মানুষের যে অংশটি সবার আগে পঁচে দুর্গন্ধময় হবে তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে কেবল হালাল ছাড়া অন্য কিছু (হারাম) ভক্ষণ করবে না, সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে আঁজলা পরিমাণ খুন বহিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করবে না, সেও যেন তাই করে। *(বুখারী)*

বলাই বাহুল্য যে, হারাম মাল ও অবৈধ উপার্জন থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﵁-এর একটি গোলাম ছিল। তিনি তার উপার্জন করা অর্থ তাকে জিজ্ঞাসা করে (হালাল হলে) খেতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়ে তার উপার্জিত কিছু খেয়ে ফেললেন। গোলাম বলল, ‘আপনি কি জানেন, আপনি আজ কি খেলেন?’ তিনি বললেন, ‘না তো। কিসের উপার্জন খাওয়ালে তুমি আজ?’ গোলাম বলল, জাহেলী যুগে আমি গণকের কাজ করতাম। এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম। আমি ভাগ্য গণনার কিছুই জানতাম না। আসলে আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে সেই পারিশ্রমিক আমাকে দান করল। আর তাই আপনি ভক্ষণ করলেন।’ এ কথা শোনামাত্র তিনি নিজ মুখে আঙ্গুল ভরে সমস্ত খাবারটাই বমি করে দিলেন! *(বুখারী, ফাতহুল বারী ৭/১৫৪)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রুযীর সন্ধান ও অর্থলোভ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। ফলে অর্থের নাগাল পেতে সে যে কোন অসীলা অবলম্বন করে বসে। একটু ভেবেও দেখে না যে, সে অসীলা তার জন্য বৈধ, না অবৈধ।

আল্লাহর নবী ﷺ সত্যই বলেছেন, “মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসছে, যে যুগে সে যা উপার্জন করবে, তাতে সে পরোয়া করবে না যে, তা হালাল, না হারাম।” *(বুখারী)*

অথচ তকদীরের উপর ঈমান যে রাখে তার কাছে এ কথা বিদিত যে, প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে রুযী বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। সেই বন্টন করা রুযী থেকে বেশী একটা পয়সাও সে উপার্জন করতে সক্ষম নয় এবং তার থেকে একটি পয়সা কম অর্জন করে সে মৃত্যুবরণ করবে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “রুজী সন্ধানের ব্যাপারে জলদিবাজি করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুযী অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও

স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। হালাল উপায় গ্রহণ কর এবং হারাম উপায় বর্জন কর।” *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৭৩২৩নং)*

তিনি আরো বলেন, “--পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ু ও রুযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুজী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। রুযী আসতে দেরী দেখে তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ না হয়। যেহেতু (রুযী আল্লাহর হাতে আর) তা তাঁর বাধ্য না হয়ে অর্জন করা যায় না।” *(সহীহুল জামে’ ২০৮৫নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়াবান। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

অন্যান্য পাপাচরণের সাথে সাথে ইয়াহুদীরা নাহক ও বাতিল পন্থায় অন্যায়ভাবে লোকেদের মাল গ্রাস করতো। মহান আল্লাহ তাদের সত্বর শাস্তি স্বরূপ দুনিয়াতে অনেক হালাল জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিলেন। কুরআন মাজীদে তিনি বলেন,

((فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) (١٦١) سورة النساء

অর্থাৎ, আমি ইয়াহুদীদের অন্যায়াচরণ হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত পবিত্র বস্তু বৈধ ছিল তাও আমি অবৈধ করলাম। যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথে বাধা দিত, তারা সূদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করত এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করত। আর আমি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। *(সূরা নিসা ১৬০-১৬১ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার খিয়ানত করবে না, তাকে মিথ্যুক ভাববে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের উপর মুসলিমের সম্ভ্রম, সম্পদ ও খুন হারাম। তাকওয়া এখানে (হৃদয়ে)। মন্দের জন্য মানুষের এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৬৫৮২)*

বিদায়ী হজ্জের বছরে আরাফায় অথবা কুরবানীর দিন রসূল ﷺ তাঁর ভাষণে বর্তমান স্থান ও কালের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "তোমাদের খুন, সম্পদ, সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের উপর সেইরূপই হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ; যেমন তোমাদের এই আজকের দিন, এই মাসে এবং এই শহরে তা হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সৃষ্টিকর্তার পৃথিবীর এ খাদ্যসম্ভারে মানুষ সৎ-অসৎ উপায়ে যা উপার্জন করবে, হালাল-হারাম যাই ভক্ষণ করবে করুক না কেন, তাকে কিন্তু উপেক্ষা করা হবে না। একদিন তার কাছে কৈফিয়ত নেওয়া হবে, তার মাল সম্পর্কে। প্রত্যেক মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে কিয়ামত কোর্টে আল্লাহর নিকটে।

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার আয়ু প্রসঙ্গে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে আয়ু কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম প্রসঙ্গে কৈফিয়ত তলব করা হবে যে, সে তাতে কতটুকু আমল করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কোন্ উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে? আর তার দেহ বিষয়ে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে?" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২ ১নং)*

মানুষ যে অর্থ উপার্জন করে, তা সাধারণতঃ ৪ প্রকার ঃ-

(১) যা আল্লাহর অনুগত থেকে উপার্জন করা হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা হয়। আর এটা হল পবিত্রতম ও সর্বোত্তম অর্থ।

(২) যা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কামানো হয় এবং পাপের পথে ব্যয় করা হয়। আর এ হল অপবিত্রম ও নিকৃষ্টতম অর্থ।

(৩) যা কোন মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে কামানো হয় এবং কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার পথে ব্যয় করা হয়। আর তাও নিকৃষ্ট অর্থ।

(৪) যা বৈধ পথে অর্জন করা হয় এবং বৈধ প্রবৃত্তির পথে ব্যয় করা হয়। যাতে আসলে কোন উপকার বা অপকার নেই।

প্রথম প্রকার অর্থ হয় মুমিনের। এই অর্থে সে উপকৃত হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে। অবশ্য চতুর্থ প্রকার অর্থ থাকা দূষণীয় নয়।

অর্থলালসা

অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষের চলার মত বেশ অর্থ আছে, রুযী-রোযগারের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। তবুও সে অতিরিক্ত অর্থের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করে যাচ্ছে। হালাল পথ না পেয়ে, অথবা হালাল পথে ধনাগম কম দেখে হারাম পথকেই উৎকৃষ্ট পথ বলে গ্রহণ করে নিচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষ হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ হয় কেন?

বিলাসিতা যখন মনে-প্রাণে অনুপ্রবেশ করে, তখন মানুষ অর্থলোলুপতার শিকার হয়। আর তখনই অর্থোপার্জনের জন্য উপায় ও কৌশল অবলম্বন করে। বিলাসবহুল পরিবেশের বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় মানুষ নিজেকে পশ্চাদ্বর্তী করতে চায় না। বিলাসিনী অর্ধাঙ্গিনীর বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহ করতে তাকে ধন অর্জনের পথ অবলম্বন করতেই হয়। আর সেই সময় হালাল পথ না পেলে অথবা হালাল পথে উপার্জন কম দেখলে হারাম পথকেই বেছে নেয়।

মন চায় না যে, কেউ গরীব হোক, অথচ সীমালংঘনকারী ধনবত্তা থেকে গরীবী অনেক ভাল। আসলে মন ধনী হলে সেটাই যথেষ্ট, তা না হলে পৃথিবীর সম্পদ তার জন্য যথেষ্ট নয়। এ দুনিয়ায় যার মন ধনী, সেই প্রকৃত ধনী। নচেৎ সারা পৃথিবী পেয়েও তার ধন-পিপাসা মিটবে না। ধনী হয়েও নিজেকে সে দরিদ্র মনে করবে। আসলে ধন-পিপাসা পানি-পিপাসা থেকেও কঠিনতর।

মহানবী ﷺ আবূ যার ؓকে বললেন, "তুমি কি মনে কর যে, বেশী ধন হলে, তার নামই ধনবত্তা? (না,) বরং প্রকৃত ধনবত্তা হল হৃদয়ের ধনবত্তা এবং প্রকৃত দরিদ্রতা হল হৃদয়ের দরিদ্রতা। যার হৃদয়ে ধনবত্তা থাকে, দুনিয়ার কোন বঞ্চনা তার ক্ষতি করতে পারে না। আর যার হৃদয়ে দরিদ্রতা থাকে, দুনিয়ার ধনাধিক্য তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে না। আসলে হৃদয়ের কার্পণ্যই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।" *(নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮১৬নং)* আর আমাদের বাংলা প্রবাদে বলে, 'বিত্ত হতে চিত্ত বড়।'

অনেক মানুষের কাছে বাস্তব এই যে, দুনিয়াটা কার? দুনিয়া টাকার। যার আছে টাকা, তার সব পাপ ঢাকা! যার নাই টাকা, তার সব কথাই ঢাকা! টাকা যখন কথা বলে সত্য ও ন্যায় তখন চুপ থাকে। সব কথা ফাঁকা, আসল কথা টাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, অর্থই হল জীবনের সব কিছু, সে ব্যক্তি তা অর্জনের পথে সব কিছুই করতে পারে। আর সেই সময় সে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে, তার চাইতেও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর

খ্যাতিলোভ মানুষের অধিক বিনাশ সাধন করে।” *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০নং)*

তিনি আরো বলেন, “আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়; তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।” *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯নং)*

তিনি আরো বলেন, “দুইজন লোভী তৃপ্ত হয় না; জ্ঞানলোভী ও ধনলোভী।” *(সহীহুল জামে' ৬৬২৪নং)*

মানুষ যে ধন ভালোবাসে, সে কথা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাও বলে দিয়েছেন তাঁর কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে। এক স্থানে তিনি বলেন,

((وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)) (٢٠) سورة الفجر

অর্থাৎ, আর তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাস। *(সূরা ফাজ্র ২০ আয়াত)*

((وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)) (٨) سورة العاديات

অর্থাৎ, আর সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অতি কঠিন। *(সূরা আদিয়াত ৮ আয়াত)*

ধনলোভের কি কোন সীমা আছে। যত হয়, তত বেশী পেতে আকাঙ্ক্ষী হয় মন। যার যত আছে, সে তত আরো চায়। সদুপায়ে না পেলে অসুদপায়েও পেতে চায়।

‘এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।’

কিন্তু ধনলোভ অবশ্যই ভালো নয়। ধনলোভ মানব-মনে অশান্তি আনে। ধনলোভে কোন প্রকার মঙ্গল নেই। কথিত আছে যে, হযরত ঈসা (ﷺ)কে ধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মাল-ধনে কোন মঙ্গল নেই। বলা হল, তা কেন হে আল্লাহর নবী? বললেন, কারণ, হারাম ছাড়া ধন হয় না। বলা হল, যদি হালাল হয়? বললেন, তার হক (যাকাত) আদায় হয় না। বলা হল, যদি তার হক আদায় করা হয়? বললেন, মালদার অহংকার থেকে বাঁচতে পারে না। বলা হল, যদি বাঁচতে পারে? বললেন, আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত রাখে। বলা হল, যদি তা না রাখে? বললেন, কিছু না হলেও কিয়ামতে মালদারের হিসাব লম্বা হবে।

রাজার রাজকোষ থাকে। কিন্তু রাজ-মুকুট রাজাকে তার মাথাব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

আসলে ধন-মালই বড় কথা নয়। তার থেকে বড় কথা হল, মনের সুখ ও সুস্বাস্থ্য। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। এই জন্যই জ্ঞানীরা অর্থ ব্যয় করে স্বাস্থ্য আনয়ন করেন, আর আহাম্মকরা স্বাস্থ্য ক্ষয় করে অর্থ উপার্জন করে।

ডঃ মুস্তফা সিবাঈ বলেন, যার জীবন অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন আহাম্মক। যার মান-সম্মান অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন নিকৃষ্ট। যার জাতি ও দেশ অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন সমাজ-বিরোধী। আর যার ধর্ম অপেক্ষা তার মালধন অধিক প্রাধান্যযোগ্য সে একজন এমন লোক যার হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া যাবে।

কোন মানুষের জন্য দুটি হাতে এক সাথে তিনটি ফুটবল রাখা সম্ভব নয়। তদনুরূপ একটি মানুষের ভিতরে সুস্বাস্থ্য, ধন ও মানসিক শান্তি একই সঙ্গে থাকতে পারে না।

ধনলোভী ধনী লোকের ধন তার স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় শত্রু। অথচ ভালো স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদ বেশী মূল্যবান নয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কোন মানুষের মঙ্গল আনতে পারে না। অর্থ হল উত্তম ভৃত্য, কিন্তু অর্থ হল নষ্টকারী প্রভু। অনেক সময় অর্থই অনর্থের মূল হয়ে বসে। আবার ঐ অর্থই অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। অনেক সময় অতি লোভে তাঁতি ডোবে। ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণ মনে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। আর এ জন্যই একজন দরিদ্র লোক যত বেশী নিশ্চিন্ত, একজন রাজা তত বেশী উদ্বিগ্ন। অতএব ধনী হয়ে ভয়ে ভয়ে বাস করার চেয়ে গরীব হয়ে নিরাপত্তায় বাস করা উত্তম।

মন্দ সঞ্চার ও সঞ্চয়কারী লোভ ৬টি; বিষয়াসক্তি, নেতৃত্বলোভ, যশলোভ, উদরপরায়ণতা, নিদ্রাবিলাসিতা ও আরাম-প্রিয়তা। অতিরিক্ত ধন-সম্পদ মানুষের জন্য মন্দ বৈ কিছু নয়। ধনে আনে অহংকার। আর অহংকার আনে পতন। কারূন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ধন-মাল মানুষের জন্য ফিতনা। ধন-মাল মানুষের মাঝে ফিতনা ও যুদ্ধ সৃষ্টি করে। এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির, এক গোষ্ঠীর সাথে অপর গোষ্ঠীর, এক দেশের সাথে অপর দেশের লড়াই যে সব কারণে সংঘটিত হয়, তার মধ্যে প্রধান কারণ হল ধন। নেপোলিয়ন বলেছেন, যুদ্ধ হয় তিনটি কারণে; অর্থ, অর্থ ও অর্থ।

আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় এই টাকা। টাকা তুমি দেখতে গোল, তোমার মাঝেই গন্ডগোল। টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।

'কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে কি গেলি রে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে,
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।'

টাকার লোভ যারই মাঝে আছে, তারই মনের মাঝে অশান্তি আছে। টাকার লালসা তাকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, ফলে হারাম ও হালালের তমীয সে করতে সক্ষম হয়

না। আর তার জন্যই সে হারামখোরে পরিণত হয়ে বসে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

হালাল কামাই

ধনলোভ মন্দ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ধনোপার্জন বৈধ নয় অথবা ধনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না অথবা ধন পাওয়ার আশা মনে মোটেই রাখা চলবে না। বরং প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ খেয়াল রেখে হালাল উপায়ে তা অনুসন্ধান ও অর্জন করতে হবে।

বলাই বাহুল্য যে, নবীদের মধ্যে কেউ কেউ রাজা ছিলেন। সাহাবাদের কারো মধ্যেই ধনলোভ ছিল না; কিন্তু তাঁদের অনেকেই ধনী ছিলেন এবং সেই ধন দ্বারা ইসলামের যথেষ্ট খিদমতও করেছেন।

একদা আইয়ুব নবী ﷺ গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সম্মুখে একদল সোনার পঙ্গপাল পড়লে তিনি তা নিজের কাপড়ে ভরতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এ সব থেকে অমুখাপেক্ষী (ধনী) করিনি?' আইয়ুব বললেন, 'অবশ্যই হে আমার প্রতিপালক, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু তোমার বর্কত থেকে আমার এতটুকু অমুখাপেক্ষিতা নেই।' (বুখারী)

সুতরাং সৎ উপায়ে ধনী হওয়া কোন ত্রুটির কথা নয়। পবিত্র মাল পবিত্র পথে উপার্জন করে তা যদি পবিত্র পথে ব্যয় করা হয় এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই এক মহান ইবাদত। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "সৎ মানুষের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম!" *(আহমাদ, মিশকাত ৩৭৫৬নং)*

তাছাড়া হালাল রুযী-রুটির জন্য মানুষকে উপার্জনের পথ অবলম্বন করতেই হয়। নচেৎ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আর আলস্য বা পরিশ্রম-বিমুখতা হল মা, তার ছেলের নাম ক্ষুধা এবং মেয়ের নাম চুরি।

মহান আল্লাহ বান্দাকে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)) (١٦٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে

তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাকারাহ ১৬৮ আয়াত)*

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ))

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ)) (٨٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তা হতে বৈধ ও উৎকৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী।

মানুষের জীবন-হেতু ঃ জীবন ধারণের উপায় ১০ প্রকার ঃ বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, পশুপালন, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা, কুশীদ।

মানুষ যে সব উপায়ে বৈধ উপার্জন করে থাকে তা সাধারণতঃ ৪ প্রকারের ঃ-

১। হস্তশিল্প বা নিজ হাত দ্বারা কারিগরীর কোন কাজ করে, কোন জিনিস প্রস্তুত করে তা বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন।

২। চাকুরি বা মজদুরী ঃ নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে অপরের কাজ করে উপার্জন।

৩। ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ পণ্য ক্রয় করে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে বিক্রয় করে লাভ করার মাধ্যমে উপার্জন।

৪। চাষ বা কৃষিকাজের মাধ্যমে জমিতে ফসল ফলিয়ে খাদ্য ও অর্থ উপার্জন।

উপরোক্ত ৪টি পেশাই মানব-সমাজের জন্য সমানভাবে জরুরী। মানুষের জীবন পথে জীবিকা নির্বাহের জন্য ৪টির মধ্যে একটি পেশা অবলম্বন করতেই হয়। সমষ্টিগতভাবে সকল বৈধ পেশাই জরুরী দ্বীন ও দুনিয়া চলার জন্য। তবে অনেকে বলেছেন, তুলনামূলকভাবে চাষই উত্তম। কারণ, তাতে সন্দিগ্ধ মাল থাকে না এবং আল্লাহর উপর ভরসা থাকে অধিক।

অবশ্য অধিক অর্থ সমাগমের জন্য ব্যবসাই উত্তম পন্থা। কথায় বলে, 'চলে যদি মনোহারি, কি করিবে জমিদারি?' 'জেলের পাছায় টেনা, আর নিকারির (মৎস্য-ব্যবসায়ীর) কানে সোনা।'

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকলকে রুযী দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি কোন কারণের মাধ্যমেই সেই রুযী বন্টন করে থাকেন। আর সেই কারণ ও উপকরণ অবলম্বন করতে হয় মানুষকে।

শিল্পের কাজ ও মজদূরী

কাজ করে খাওয়া কোন ত্রুটি নয়। লজ্জার কিছু নয়। তাওয়াক্কুলের খেলাপও নয়। উপার্জন দ্বারা মানুষের ইজ্জত রক্ষা পায়। এক ব্যক্তিকে মহানবী ﷺ কাঠ কাটতে আদেশ দিয়ে তা বিক্রয় করে খেতে বললেন; তাওয়াক্কুল করতে বললেন না। আসলে উঁট বেঁধে তাওয়াক্কুল করাই হল শরয়ী তাওয়াক্কুল।

আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর উপর যেরূপ তাওয়াক্কুল করতেন, সেরূপ তাওয়াক্কুল কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। তবুও তাঁরা রুযী-রোযগারের পথ হিসাবে এক একটি পেশা অবলম্বন করেছেন।

বলা বাহুল্য, আদম عليه السلام চাষ করেছেন।

নূহ عليه السلام কাঠমিস্ত্রী বা ছুতোর ছিলেন।

ইবরাহীম عليه السلام চাষের কাজ করতেন এবং তিনি কাপড়ের ব্যবসাও করতেন।

দাঊদ عليه السلام কামার ছিলেন, তিনি লৌহবর্ম বানাতেন।

সুলাইমান عليه السلام খেজুর পাতা ইত্যাদির ডালি বুনতেন।

লুক্বমান عليه السلام দর্জী অথবা কাঠমিস্ত্রী বা ছুতোর ছিলেন।

যাকারিয়া عليه السلام কাঠমিস্ত্রী বা ছুতোর ছিলেন।

সালেহ عليه السلام ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইদরীস عليه السلام দর্জী ছিলেন।

শুআইব عليه السلام বকরী বা উঁট চড়িয়েছেন।

ত্বালূত عليه السلام চামড়া পবিত্রকরণের কাজ করতেন।

মূসা عليه السلام আট অথবা দশ বছর ধরে মজদূরী করেছেন ও ছাগল চড়িয়েছেন।

ঈসা عليه السلام-এর মাতা মারয়্যাম সুতা কাটার কাজ করতেন।

মুহাম্মাদ ﷺ বকরী চড়িয়েছেন এবং ব্যবসাও করেছেন। *(কোন কোন নবীর পেশার কথা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দেখুনঃ মুস্তাদরাকুল হাকেম ২/৬৫২, ফাতহুল বারী ৪/৩০৬)*

এ ছাড়া এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর জীবনে রাখালের কাজ করেননি। *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত ২৯৮৩, ৪১৮৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায় তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাঊদ عليه السلام স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।" *(বুখারী ২০৭২ নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।" *(বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ নং)*

আবূ হুরাইরা বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একজন (সুস্বাস্থ্যবান) যুবক বের হয়ে এল। আমরা যখন তাকে দেখলাম এবং তার প্রতি দৃষ্টি ফেলে রাখলাম, তখন বললাম, যদি এই যুবক তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যয় করত! (তাহলে কতই না উত্তম হতো।) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের এ কথা শুনে বললেন, "(যুদ্ধে) খুন হওয়া ছাড়া কি আর আল্লাহর পথ নেই? যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর পথে, যে ব্যক্তি নিজ ছেলেমেয়ের জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর পথে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে সৎ রাখার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজও আল্লাহর পথে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধনবৃদ্ধিতে গর্ব করার জন্য কর্ম করে, তার কাজ তাগূত অথবা শয়তানের পথে।" *(বায্যার, বাইহাকী, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩২নং)*

ব্যবসা-বাণিজ্য

পুঁজি থাকলে সদুপায়ে ব্যবসার পথও হালাল রুযী সন্ধান করার একটি বৈধ পথ।

মহানবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হল, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়।" *(আহমাদ প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "আমানতদার, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।" *(সহীহ তারগীব ১৭৮৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৫৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "(বিক্রয়-স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে) উভয়ের এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং যদি উভয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) প্রকাশ করে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত লাভ হয়। অন্যথা যদি তারা মিথ্যা বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" *(বুখারী ২০৭৯ নং, মুসলিম ১৫৩২ নং)*

চাষ বা কৃষিকাজ

চাষ মানুষের জীবনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। চাষ মানব-জীবনে একটি জরুরী কর্ম, রুযীর প্রধান উৎস। শিল্পের কাজ, চাকুরি, মজদূরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা যায়, কিন্তু ফসল উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং চাষ ও চাষী না হলে যে রুযীর পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

কৃষিকাজ করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন আমাদের নবী ﷺ। তিনি বলেন,

"কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে

এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ১৪২৪নং)*

“যে ব্যক্তি কোন মৃত ভূমিকে জীবিত করে, সে ব্যক্তির তাতে সওয়াব রয়েছে। --” *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৫৯৭৪নং)*

“যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।” *(বুখারী ২৩২০ নং, মুসলিম ১৫৫৩ নং)*

“যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অতঃপর তা হতে যা (পাখী, মানুষ অথবা পশু দ্বারা তার ফল ইত্যাদি) খাওয়া হয়, তা তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়। যা চুরি হয়ে যায়, তাও তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয় এবং যে কেউ তা (ব্যবহার) দ্বারা উপকৃত হয়, তাও তার জন্য কিয়ামত অবধি সদকাহ স্বরূপ হয়।” *(গায়াতুল মারাম ১৫৮নং)*

আর এ কথা বিদিত যে, দীর্ঘস্থায়ী গাছ লাগানো সাদকা□য়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। *(সহীহুল জামে’ ৩৬০২নং)*

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কোন একটি উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে হারাম বর্জন করে হালাল পথে অর্থ উপার্জন করা। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখার সাথে সাথে নিজের পেটের জন্য, স্ত্রী-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার জন্য, ছেলেমেয়েদেরকে যথার্থরূপে মানুষ করার জন্য একটা হালাল পথ বেছে নেওয়া দরকার। উচিত নয়, আল্লাহর উপর ভরসার নাম নিয়ে পরের মুখাপেক্ষী হওয়া অথবা পরের দ্বারস্থ হওয়া।

মামূন বলেন, মানুষ তার জীবনে চার শ্রেণীর একটি হয়ে থাকে। তা না হলে সে পরের মুখাপেক্ষী হয়। আর তা হল, নেতৃত্ব, ব্যবসা, চাষ এবং কারিগরি।

মানুষ যে উপার্জন করে থাকে, সে উপার্জিত অর্থের মধ্যে ২ প্রকার অর্থ হল নিকৃষ্ট ঃ (১) যা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কামানো হয় এবং পাপের পথে ব্যয় করা হয়। আর এ হল নিকৃষ্টতম অর্থ। (২) যা কোন মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে কামানো হয় এবং কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার পথে ব্যয় করা হয়। আর তাও নিকৃষ্ট অর্থ।

অসৎ-পথে টাকা-পয়সা উপার্জন করে বিরাট অট্টালিকার মালিক হলেও, মানুষ নিজ বিবেকের কাছে চির অপরাধী থাকে। আর এ জন্যই জ্ঞানীরা বলেন, ‘পাপ করে পয়সা উপার্জন করার চেয়ে একজন স্ত্রীলোকের দাস হওয়া অনেক ভাল।’

তাছাড়া যদি কেউ পরের প্রত্যাশী হয় এবং তাতে লাভও করে বহু অর্থ। তবুও অন্যের দেওয়া অর্থ দ্বারা বড় একটা কিছু করলেও যাতে মানুষের নিজের কোন কৃতিত্ব নেই, তার মূল্য আর কতটুক? আসলে নিজের কামানো অর্থে সামান্য কিছু করাই হল মানুষের বড় কৃতিত্ব।

বলাই বাহুল্য যে, এ দুনিয়ার আকাশে-বাতাসে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। তা ধরার মত জাল ও কৌশল চাই। ওড়ার সঠিক স্থান জানা চাই, পয়সা অনায়াসে ধরা পড়বে।

মুদ্রা চাকার মত গোল। সে চলতে থাকে। এক ব্যক্তির হাতে স্থির থাকে না। যে মানুষ চেষ্টা করে, আল্লাহর ইচ্ছায় তার দিকে সে মুদ্রা গড়িয়ে এসে পড়ে।

সেই সম্পদ কতই না উৎকৃষ্ট; যার দ্বারা ইজ্জত রক্ষা হয় এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। কিন্তু সৎ লোকের মাঝেও কুঁড়েমি পরিদৃষ্ট হয়। অথচ অর্থের জন্য বেইজ্জতও হয়। সে মানুষ কি ভালো বলছেন?

সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেন, সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য এবং আমানত রক্ষা করার জন্য অর্থ উপার্জন করে না।

একদা হযরত উমার ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তিকে ই'তিকাফে বসে থাকতে দেখে বললেন, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কোত্থেকে হয়? বলল, আমার ভাই তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং আমার জন্য রোযগার করে। উমার বললেন, তাহলে তোমার ভাইই তোমার চেয়ে বড় আবেদ।

হযরত উমার ﷺ আরো বলেন, কোন কোন লোক দেখে আমি মুগ্ধ হই। কিন্তু যখনই শুনি যে, ওর কোন ব্যবসায় নেই, তখনই সে আমার চোখ থেকে পড়ে যায়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ করেন, "হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন আযান হলে, তোমরা আল্লাহর যিক্র (নামায)এর জন্য (মসজিদে) দ্রুত উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। অতঃপর নামায সম্পন্ন হলে তোমরা যমীনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। আর আল্লাহকে অধিকভাবে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরা জুমআহ ৯- ১০ আয়াত)*

এখন ইসলামের হালাল-হারামের এই সুন্দর বিধান জানার পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, হারাম মেনে নিলে খাব কি? ঐ চাকরি যদি হারাম হয়, তাহলে তা ছেড়ে দিলে ছেলে-মেয়ে না খেয়ে মরবে না কি? এটা হারাম, ওটা হারাম বলে যদি বহু অর্থকরী ব্যবসায় ও কর্ম যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি হবে?

প্রত্যেক মুসলিমকেই এ কথায় একীন রাখতে হবে যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রুযী দেন। উন্নতির মালিক তিনিই। তাঁর হাতেই রুযী ও উন্নতির চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) (٦٠)

অর্থাৎ, এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের রুযীর ভার বহন করে না। আল্লাহই

তাদেরকে রুযী দান করে থাকেন এবং তোমাদেরকেও। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা আনকাবূত ৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)) (هود : ٦)

অর্থাৎ, পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই। তিনি তাদের স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থান-ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত। সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

রুযীর ভার যে কোন মানুষের হাতে নেই; বরং তা কেবল তাঁর হাতেই আছে সে কথার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

((أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)) (الزخرف : ٣٢)

অর্থাৎ, ওরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! পার্থিব জীবনে আমিই ওদের জীবিকা ওদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। *(সূরা যুখরুফ ৩২ আয়াত)*

তাছাড়া হারাম বর্জন করে হালাল পথে রুযী অর্জন করার চেষ্টা করলে আল্লাহ সহায় হন। সে কথার বয়ানে তিনি বলেন,

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে ব্যক্তির জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। *(সূরা ত্বালাক ২-৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে

আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।” *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

অতএব হারাম পথ বর্জন করে হালাল পথ অনুসন্ধান করুন। হালাল পথে রুযী অন্বেষণের চেষ্টা তো করুন। আল্লাহ অবশ্যই আপনার পথ বের করে দেবেন। আর কষ্ট এলে ধৈর্য ধারণ করার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে হারাম থেকে বাঁচার তওফীক কামনা করুন। দুআ করুন এই বলে,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৮০)*

আর খবরদার! হারাম উপার্জনের মাধ্যমে যারা এ দুনিয়ায় উন্নত, তাদের প্রতি যেন আপনার দৃষ্টি না যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

মহান আল্লাহ বলেন, “আমি অবিশ্বাসীদের কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়ে রেখেছি, তার প্রতি তুমি কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো না। তোমার প্রতিপালকের উপজীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।*(সূরা ত্বাহা ১৩১)*

হারাম করার অধিকার কেবল সৃষ্টিকর্তার

কোন কিছুকে হারাম জানা, মানা ও বলার পূর্বে এ কথা জানতে হবে যে, হালাল অথবা হারাম করার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। কোন মানুষ নিজের তরফ থেকে কোন কিছুকে হারাম ঘোষণা করতে পারে না। যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তিনিই মানুষকে আহার দান করে থাকেন। অতএব তাঁরই অধিকারে থাকবে হারাম-হালালের বিধান। তাছাড়া কোন সৃষ্টি সঠিকরূপে জানে না যে, কোন্ খাদ্যের ভিতর কোন্ শ্রেণীর অনিষ্টকারিতা বর্তমান আছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তা জানেন। আর এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, যে জিনিস ইসলামে হারাম, অপবিত্র বা নিষিদ্ধ সে জিনিসের ভিতরে কোন না কোন অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতি আছে বান্দার জন্য। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগীর উদ্দেশ্যে। হারাম-হালালের বিধান দিয়ে তিনি তাঁর অনুগত ও অবাধ্য বান্দাকে পরীক্ষা ও পার্থক্য করে নিতে

পারেন। ইসলাম এসেছে মানুষের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধন এই ৫টি জিনিসের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং যাতে উক্ত ৫টি বিষয়ে মুসলিম কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার বিশেষ বিধান নিয়ে। সুতরাং মহান আল্লাহই জানেন, মানুষের অমঙ্গল ও ক্ষতি কিসে। একমাত্র তিনিই আনুগত্য ও ইবাদতের যোগ্য। তিনিই মানুষকে পথ দেখান এবং অপূর্ণ জ্ঞানের মানুষ সে পথ চলতে বাধ্য। তাঁর সে পথে না চললে মানুষ অংশীবাদী বলে বিবেচিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

((قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ)) (٥٩) سورة يونس

অর্থাৎ, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রুযী অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে হারাম-হালাল নির্ধারিত করে নিয়েছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে তা করার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ? *(সূরা ইউনুস ৫৯ আয়াত)*

তিনি কিছু জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার পর বলেন,

((وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ)) (١١٦) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের জিহবা থেকে মিথ্যা বের হয়ে আসে বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল হবে না। *(সূরা নাহল ১১৬ আয়াত)*

কোন মানুষ - সে যত বড়ই মর্যাদাবান হোক - হালাল-হারাম করার অধিকার তার নেই। এমনকি আল্লাহর হাবীব মহানবী ﷺ-এরও সে ক্ষমতা ও অধিকার ছিল না। তাইতো একদা তিনি নিজের জন্য মধু খাওয়া হারাম করলে মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছো কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা তাহরীম ১)*

পক্ষান্তরে কেউ তা করলেও কোন মানুষের জন্য তা মেনে নেওয়া বৈধ নয়। আর তা মানলে যে আসলে তার ইবাদত করা হয়, সে কথা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ

إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে ওদের পন্ডিত (পাদরী) ও সংসার বিরাগীদেরকে এবং মারয়্যাম-পুত্র মাসীহকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল কেবল একমাত্র মা'বূদের ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। ওরা যে অংশী সাব্যস্ত করে, তা হতে তিনি পবিত্র। *(সূরা তাওবাহ ৩১ আয়াত)*

ওরা ওদের এক প্রকার উপাসনা করত। যে উপাসনার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ওদের কথামত হালাল মেনে নিয়ে এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা ওদের কথামত হারাম মেনে নিয়ে পাপ কাজে ওদের আনুগত্য করা।

অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

সাহাবী আদী বিন হাতেম বলেন, আল্লাহর নবী যখন ঐ আয়াত পাঠ করলেন, তখন আমি বললাম, (আল্লাহ তো ইবাদতের কথা বলেছেন। কিন্তু) আমরা তো পাদরীদের ইবাদত করতাম না। তিনি বললেন, "তারা যা হালাল বলত, তোমরা তাই হালাল এবং যা হারাম বলত, তাই হারাম বলে মেনে নিতে না কি?" আদী বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, "এটাই হল তাদের ইবাদত করা।" *(তিরমিযী ৩০৯৫নং)*

সুতরাং মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ))

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ সব পবিত্র বস্তু হারাম করো না, যেগুলিকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সকল বস্তু রুযী স্বরূপ দান করেছেন তার মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর এবং তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। *(সূরা মাইদাহ ৮৭-৮৮ আয়াত)*

হারামকৃত বস্তু আল্লাহর সীমারেখা

মহান আল্লাহ চলার পথে আমাদের জন্য সীমারেখা নির্ধারিত করেছেন, আমরা তা উল্লংঘন করতে পারি না। বিভিন্ন বিধান দিয়ে তিনি বলেন,

((تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ))

অর্থাৎ, এ হল আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যাবে না। *(সূরা বাক্বারাহ*

১৮৭ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

((تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))

অর্থাৎ, এ হল আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। আর যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, বস্তুতঃ তারাই হল অত্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, এ হল আল্লাহর সীমা। অতএব যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর এটাই হল বড় সফলতা। পক্ষান্তরে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে এবং তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। *(সূরা নিসা ১৩- ১৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ কিছু আমলকে ফরয বলে বিধান দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা তা (পালন না করে) বিনষ্ট করো না, কিছু সীমারেখা নির্ধারিত করেছেন; সুতরাং তোমরা তা লংঘন করো না, তিনি অনেক কিছুকে হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন; সুতরাং তোমরা তা লংঘন (ও অমান্য) করো না এবং তিনি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ও না ভুলে গিয়ে অনেক কিছুর ব্যাপারে নীরব আছেন; সুতরাং তোমরা সে সব নিয়ে প্রশ্ন (বা খোঁজাখুঁজি) করো না।” *(ত্বাবারানী, দারাক[illegible]ুত্বনী, আক্বী[illegible]াত্বাহাবিয়াহ ৩৩৮-পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারাই আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকে। আর হারাম থেকে দূরে থাকলে অবশ্য তাতে তাদের জন্য কল্যাণ আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)) (٣٠) سورة الحـــج

অর্থাৎ, এটিই বিধান, আর কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য সেটিই উত্তম। তোমাদের নিকট উল্লেখিত

ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথন হতে দূরে থাক। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

অখাদ্য বা হারাম খাদ্য

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন ধারণের জন্য এ পৃথিবীকে খাদ্য সম্ভার দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২৯ আয়াত)* অতএব যে কোন খাদ্যের আসল হল তা হালাল। কিন্তু মহান আল্লাহ বান্দার নিরাপত্তা ও ঈমান পরীক্ষার জন্য কোন কোন খাদ্যকে হারাম বা অপবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং সেই সাথে হালাল বা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ এবং হারাম বা অপবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)) (٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, ওরা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, ওদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বল, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে। *(সূরা মাইদাহ ৪ আয়াত)*

সুতরাং আল্লাহর অনুগত প্রত্যেক সেই বান্দার জন্য (প্রাণী ও মাটি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের মধ্য হতে সকল পবিত্র ও ক্ষতিকর নয় এমন) খাদ্যকে বৈধ করা হয়েছে; যে বান্দা তাঁর দেওয়া সেই খাদ্য খেয়ে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করবে এবং কোন প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচরণ করবে না। পরন্তু তাঁর দেওয়া এই নেয়ামত সম্পর্কে কাল কিয়ামতে বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে। *(সূরা তাকাষুর ৮ আয়াত)*

অতএব বান্দার উচিত হল, মহান আল্লাহর খাদ্য প্রয়োজন মত ব্যবহার করা, তাতে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তা খেয়ে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর ঘোষিত কোন নিষিদ্ধ বা অবৈধ খাদ্য ভক্ষণ না করা।

বলা বাহুল্য, তাকে জানতে হবে যে, কোন্ কোন্ খাদ্যকে তিনি অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অতঃপর যখন সে অবৈধ খাদ্য চিনে নেবে, তখন বাকী সমস্ত খাদ্যকে

বৈধরূপে ব্যবহার করতে পারবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

((وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) (١١٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করে দিয়েছেন। *(সূরা আনআম ১১৯ আয়াত)*

কোন্ কোন্ খাদ্য হারাম

১। অপরের মালিকানাভুক্ত খাদ্য, যা বাতিল পন্থায় অর্জন করা হয়, তা হারাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়াবান। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

২। শরীয়তের ঘোষণা মতে প্রত্যেক পবিত্র, উপাদেয় ও (স্বাস্থ্য ও জ্ঞান ব্যাপারে) উপকারী খাদ্য আমাদের জন্য ভক্ষণ করা হালাল এবং প্রত্যেক অপবিত্র, অনুপাদেয় ও অপকারী খাদ্য আমাদের জন্য ভক্ষণ করা হারাম।

অপবিত্র, অনুপাদেয় ও অপকারী খাদ্য নিম্নরূপ ঃ-

(ক) প্রবাহিত রক্ত; পশু যবেহর পরে যে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই রক্ত যে কোনভাবে খাওয়া হারাম। কিন্তু যে রক্ত গোশ্তের সাথে লেগে থাকে, তা উত্তমরূপে পরিষ্কার করা জরুরী নয়। বরং ঐ সামান্য লেগে থাকা রক্ত গোশ্তের সাথে রান্না করে খাওয়া বৈধ।

রক্ত নিষিদ্ধ হওয়ার আওতা থেকে আরো দুটি জিনিস বহির্ভূত; কলিজা ও তিল্লী। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১৮-নং)*

(খ) বিষ খাওয়া হারাম। যেহেতু তাতে প্রাণহানি ঘটে। আর মহান আল্লাহ আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন; তিনি বলেন,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

অর্থাৎ, আর আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ

শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।” *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

(গ) মাটি, পাথর, কয়লা প্রভৃতি জড়পদার্থ খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তা ভক্ষণে শরীরের কোন উপকার নেই।

(ঘ) প্রত্যেক (সুস্থ রুচিকর মানুষের কাছে) অরুচিকর জিনিস অবৈধ; যেমন আরশোলা প্রভৃতি পোকামাকড়, কেঁচো ইত্যাদি।

(ঙ) প্রত্যেক অপবিত্র জিনিস; যেমন পায়খানা প্রভৃতি খাওয়া হারাম।

(চ) প্রত্যেক সেই উপাদেয় খাদ্য, যার সাথে কোন অপবিত্র বা হারাম খাদ্য মিশ্রিত হয়ে গেছে, তা ভক্ষণ করা হারাম।

হারাম পানীয়

১। এমন পানীয় পান করা হারাম, যা পান করার ফলে মানুষের জ্ঞানশূন্যতা ও মাদকতা আসে। যেমন মদ ও যাবতীয় মাদকদ্রব্য সেবন হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিত) উপকারও রয়েছে, তবে ওগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক বড়।” *(সূরা বাক্বারাহ ২ ১৯ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! মদ জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর তো ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী কাজ। সুতরাং সে সব হতে তোমরা দূরে থাক; যাতে তোমরা

সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(সূরা মা-ইদা ৯০-৯১ আয়াত)*

মদ পান করা কোন মুসলিমের কাজ নয়। কারণ, মাতাল যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন থাকে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭নং, আসহাবে সুনান)*

কেবল মদপানই নয়, বরং যে কোন কাবীরা গোনাহ করা অবস্থায় মুমিনের ঈমান বুক থেকে উড়ে যায়। পুনরায় পাপ থেকে বিরত হলে ঈমান ফিরে আসে। অন্যথা কাবীরা গোনাহের গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়।

মদ্যপায়ী এবং তার সর্বপ্রকার সাহায্যকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

মদ্যপায়ী ব্যক্তি তওবা করে না মরলে বেহেশ্তে যেতে পারবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক প্রমত্ততা (জ্ঞানশূন্যতা) আনয়নকারী বস্তুই হল মদ এবং প্রত্যেক প্রমত্ততা আনয়নকারী বস্তুই হল হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে করতে তাতে অভ্যাসী হয়ে মারা যায়, সে ব্যক্তি আখেরাতে (জান্নাতে পবিত্র) মদ পান করতে পাবে না।" (বেহেশ্তে যেতে পারবে না।) *(বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩নং প্রমুখ)*

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম। এ্যালকুহল মিশ্রিত যাবতীয় পানীয়, হিরোইন, মদ, ভাং, আফিং, তাড়ি ছাড়াও গুল, তামাক, গাঁজা, হুঁকা প্রভৃতি (বেশী পরিমাণ সেবন করলে) মাদকতা আনে। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত যে, "যে বস্তুর বেশী পরিমাণ মাদকতা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।" *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ, সহীহুল জামে' ৫৫৩০নং)*

বিড়ি-সিগারেট অধিকমাত্রায় কোন অনভ্যস্ত ব্যক্তি পান করলে যদি তাতে তার মধ্যে মাদকতা আসে তবে তাও উক্ত বিধান অনুসারে হারাম। তাছাড়া এসব বস্তুতে রয়েছে নিশ্চিতভাবে অর্থ ও স্বাস্থ্যগত নানান ক্ষতি। আর ক্ষতিকর বস্তু সেবন করাও ইসলামে

নিষিদ্ধ।

এ ছাড়া মদ হল প্রত্যেক মন্দের চাবিকাঠি। যে কাজ হয়তো বা সুস্থ মস্তিষ্কে করতো না, সে কাজ মানুষ মাদকতার ফলে বিকৃত মস্তিষ্কে করে ফেলে। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, মদের নেশায় ব্যভিচার করে, খুন করে, গালাগালি করে ইত্যাদি।

আবূ দারদা ﷺ বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না -যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।" *(ইবনে মাজাহ ৩০৪৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

বানী ইসরাঈলের এক বাদশাহ এক ব্যক্তিকে ধরে এখতিয়ার দিল যে, তুমি মদ পান কর অথবা একটি শিশু হত্যা কর অথবা ব্যভিচার কর অথবা শূকরের মাংস খাও; এ সবের একটি করতে যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব! সুতরাং সে (ছোট পাপ ভেবে) মদ পান করাকে এখতিয়ার করল। কিন্তু সে যখন তা পান করল, তখন বাকী অন্য কাজগুলি তাদের ইচ্ছামত করতে বিরত থাকল না। এ সময় আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে কেউ তা পান করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং যে কেউ ঐ ৪০ দিনের ভিতরে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৯৫নং)*

মদ যেহেতু নিকৃষ্ট পানীয়, তাই তার বিনিময়ে মদ্যপায়ীকে কাল কিয়ামতে তার থেকে নিকৃষ্ট পানীয় পান করতে দেওয়া হবে।

সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামানের এক শহর জাইশান থেকে (মদীনায়) আগমন করল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার দেশের লোকেরা পান করে এমন ভুট্টা থেকে প্রস্তুত 'মিয্‌র' নামক এক পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তা কি মাদকতা আনে?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। আর যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।" *(মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায

কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে 'খাবাল নদী' থেকে পানীয় পান করাবেন।"

ইবনে উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! 'খাবাল-নদী' কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।' *(তিরমিযী, হাকেম ৪/ ১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

মদ পান করা একটি সামাজিক অপরাধও। তাই দুনিয়াতেও তার শাস্তি রয়েছে ইসলামী শরীয়ত মতে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে চাবুক লাগাও। (তিনবার চাবুক মারার পরও) যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তবে তাকে হত্যা করে দাও।" *(তিরমিযী ১৪৪৪, আবূ দাউদ ৪৪৮২, ইবনে হিব্বান ৪৪২নং,অনুরূপ, ইবনে মাজাহ ২৫৭৩, হাকেম ৪/৩৭২, সহীহুল জামে' ৬৩০৯নং, হাদীসটি মনসূখ)*

মদ্যপানে অভ্যাসী মাতাল ব্যক্তি এত বড় পাপী যে, তাকে মুশরিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)*

বলা বাহুল্য, মাদকদ্রব্য সেবন কোন্ পর্যায়ের হারাম তা অনুমেয়।

২। কিশমিশ ও সদ্যপক্ক নরম খেজুর এক পাত্রে রেখে তাতে পানি মিলিয়ে শরবত বা জুস তৈরী করে খাওয়াও বৈধ নয়; যদিও তা তাড়িতে পরিণত না হয়। কারণ, এই ধরনের জুস তাড়ি হতে বেশী সময় নেয় না। তাই মদ পানের ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য তা পূর্ব থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৩। প্রত্যেক অপবিত্র পানীয় পান করা অবৈধ। যেমন, হারাম পশুর প্রস্রাব, মানুষের প্রস্রাব ইত্যাদি।

৪। প্রত্যেক হারাম প্রাণীর দুধ খাওয়া হারাম। অবশ্য মানুষের দুধ হালাল।

৫। প্রত্যেক সেই (ধূম বা পানি জাতীয়) পানীয় যাতে মানুষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি আছে।

মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা

হতে পবিত্র বস্তু আহার কর।--” *(সূরা বাকারাহ ১৭২আয়াত)* “যে (নিরক্ষর রসূল) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু বৈধ করে এবং অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু অবৈধ করে--। *(সূরা আ’রাফ ১৫৭ আয়াত)*

কোন্ কোন্ প্রাণী ভক্ষণ নিষিদ্ধ

প্রাণী সাধারণতঃ দুই প্রকার; স্থলচর ও জলচর। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে যা যা হারাম তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মৃত ঃ যে প্রাণী শরয়ী-সম্মত যবেহ ছাড়া প্রাণ ত্যাগ করেছে।

অবশ্য এই বিধান থেকে দুটি প্রাণীকে ব্যতিক্রান্ত করা হয়েছে। আর তা হল, মাছ ও পঙ্গপাল (Locust)। এই দুটি প্রাণীর জন্য যবেহর প্রয়োজন নেই। মরা হলেও তা আমাদের জন্য পবিত্র ও খাওয়া বৈধ। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১৮-নং)*

২। যে প্রাণী কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে অথবা ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অথবা উপর থেকে নিচে পতিত হয়ে অথবা অন্য পশুর শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অথবা কোন হিংস্র পশুর শিকারে পরিণত হয়ে মারা গেছে।

৩। যে প্রাণী কোন গায়রুল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে।

৪। যে প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির নামে (পীর বা দেবতার নামে, অলী বা জিনের নামে) উৎসর্গীকৃত। মাযারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হাস-মুরগী বা গরু-খাসির গোশু মুসলিমের জন্য হারাম।

৫। যে প্রাণীকে কোন বেদী, আস্তানা, মাযার বা থানে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বলিদান বা যবেহ করা হয়েছে।

তদনুরূপ সেই খাদ্য (পশুর মাংস, সবজি, ফল, মিষ্টি বা শরবত তবরুক বা প্রসাদ রূপে) যা ঐ শ্রেণীর জায়গায় উৎসর্গ করা হয়েছে, নযর ও নিয়ায স্বরূপ নিবেদন করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম।

৬। শূকর বা শুয়োর (তার রক্ত, মাংস, চর্বি, চামড়া সবকিছু) খাওয়া হারাম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।” *(মুসলিম ২২৬০, আবূ দাঊদ ৪৯৩৯নং, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩নং)*

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট যে, শূকরের মাংস ও রক্তে হাত রঞ্জিত করা পাপের কাজ।

সুতরাং কুরআনের কথা অমান্য করে তার মাংস খাওয়া কত বড় পাপ হতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে।

৭। গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর খাওয়া অবৈধ।

৮। প্রত্যেক সেই প্রাণী যার রূপে কোন যুগের মানুষকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি। এই আশঙ্কাতেই মহানবী ﷺ সান্ডা (যব্ব) খাননি। *(মুসলিম ১৯৪৯নং)*

৯। প্রত্যেক সেই (হিংস্র) পশু যার শিকারী দাঁত আছে। যেমন; সব রকমের বাঘ, ভালুক, হাতি, কুকুর, বানর, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, খটাস, বিড়াল, কাঠবিড়ালী, নেউল প্রভৃতি।

অবশ্য এই বিধান থেকে হায়না (হাড়োল)এর কথা ব্যতিক্রম। এটির শিকারী দাঁত আছে ঠিকই, কিন্তু এটি সাধারণ হিংস্র প্রাণী নয়। তাই হাদীস শরীফে এটিকে হালাল শিকার রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। *(আবূ দাঊদ, ইরওয়াউল গালীল ১০৫০, সহীহুল জামে' ৩৮৯৯নং)*[১]

১০। প্রত্যেক অরুচিকর নোংরা জন্তু। যেমন; কাঁটাচুয়া শজারু,[২] চামচিকা, ইঁদুর, বিছা, পোকামাকড় প্রভৃতি।

১১। প্রত্যেক সেই পশু, যে নোংরা খেয়ে জীবনধারণ করে।

১২। প্রত্যেক সেই পশু, যাকে মেরে ফেলতে আদেশ করা হয়েছে। যেমন; সাপ, বিছা, টিকটিকি, চিল, (পিঠে অথবা বুকে সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর ও

---

(১) সতর্কতার বিষয় যে, বাংলা একাডেমীর আরবী-বাংলা অভিধানে 'য্বাবু'র অনুবাদ 'ভল্লুক' করা হয়েছে। সুতরাং তা দেখে কেউ যেন ভল্লুক বা ভালুককে হালাল মনে করে না বসেন।

**** আরবের মরুপ্রাণী 'য্বব্ব' খাওয়া হালাল। এর উর্দু তর্জমা 'সান্ডা'। সান্ডার অনুবাদে বলা হয়েছে, এক প্রকার টিকটিকি, যাহার তৈল মালিশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (ফরহঙ্গ-ই-রব্বানী ৩৮১পৃঃ) আরবী-বাংলা অভিধান 'আল-কাওসার'-এ এর অনুবাদ করা হয়েছে 'গুঁই সাপ' বলে। অনেকেই এর তর্জমা 'গো-সাপ' করে থাকেন। গোসাপের ইংরেজী তর্জমা 'ইগুয়ানা'। আবার 'ইগুয়ানা'র অনুবাদ লিখা হয়েছে, 'আমেরিকার গোসাপজাতীয় বৃক্ষচর সরীসৃপবিশেষ।' কিন্তু আমার মনে হয় সান্ডা, গোসাপ ও ইগুয়ানা পৃথক পৃথক সরীসৃপ। অতএব আরবী 'য্বব্ব' অর্থে ঐ সকল প্রাণীকে হালাল বলা ঠিক হবে না। বিশেষ করে 'য্বব্ব' হল ভেবা ও বোকাজাতীয় সরীসৃপ; চালাক ও স্ফূর্তিবাজ নয়। ছোট বাচ্চারা তা অনায়াসে ধরে খেলা করতে পারে। পক্ষান্তরে গোসাপ বা ইগুয়ানা সেরূপ নয়। সুতরাং বিষয়টি বুঝে দেখা দরকার।*

(২) প্রকাশ থাকে যে, অনেকের মতে কাঁটাচুয়া (যা মুরগীর মত ছোট দুপেয়ে জন্তু, যে ভয় পেলে নিজ দেহের কাঁটার মত লোমের ভিতরে মাথা লুকিয়ে গোলাকার বলের আকার ধারণ করে তা) খাওয়া বৈধ এবং তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন ঃ মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৮/১০৬, ১৪৮-১৪৯)

হিংস্র (পাগলা) কুকুর।

১৩। প্রত্যেক সেই প্রাণী, যাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন; ব্যাঙ, হুদহুদ, শ্রাইক। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৯৭০-৬৯৭১নং)*

১৪। প্রত্যেক সেই পাখী, যার লম্বা ও ধারালো নখ আছে এবং তার দ্বারা সে শিকার করে। যেমন; বাজ, চিল, ঈগল, পেঁচা প্রভৃতি। *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ সহীহুল জামে' ৬৮৫৯নং)*

১৫। যে পাখী নোংরা ও মৃত প্রাণী খায়। যেমন কাক, শকুন ইত্যাদি।

১৬। যে প্রাণীর অধিকাংশ খাদ্য হল অপবিত্র জিনিস (পায়খানা)। এমন প্রাণীর দুধ পানও নিষিদ্ধ। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৮৫৫নং)*

অবশ্য এই শ্রেণীর প্রাণী (মুরগী, উঁটনী বা গাই)কে কিছুদিন বেঁধে রেখে পবিত্র খাবার খেতে দিয়ে পবিত্র করে তবে তার দুধ খাওয়া যায় ও যবাই করা যায়।

ইবনে উমার এমন মুরগীকে ৩ দিন বেঁধে রাখার পর যবেহ করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৪৬০৮নং)*

যে মাছ মল-মূত্রের ড্রেনে অথবা পুকুরে চেম্বারের পায়খানা খেয়ে প্রতিপালিত হয়, সে মাছ খাওয়াও উক্ত প্রাণীর মত।

বলাই বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর মাছ ধরে বিক্রয় করা এবং ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া বৈধ নয়। হালাল নয় ঐ মাছ বিক্রয় করা টাকা।

১৭। পশু জীবিত থাকা অবস্থায় তার দেহ থেকে কেটে নেওয়া গোশু হারাম।

মহানবী ﷺ বলেন, "পশু জীবিত থাকতে যে অংশ কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত (পশুর মাংসের) সমান।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৬৫২নং)*

১৮। যে পশু বা পাখীকে বেঁধে রেখে তীর, গুল্টি বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করা শিখা হয়, তা মারা গেলে খাওয়া বৈধ নয়। মহানবী ﷺ এমন পশু বা পাখীর মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ১৫১৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৯১নং)*

হারাম খাদ্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)) (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র

পশুর খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপকার্য। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

((قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (١٤٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, আহারকারী যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আনআম ১৪৫ আয়াত)*

জলচর প্রাণীর মধ্যে কি কি হারাম?

যে প্রাণী পানিতে বাস করে, সে প্রাণী সাধারণভাবে আমাদের জন্য হালাল; চাহে তা জ্যান্ত হোক অথবা মৃত, মুসলিম শিকার করুক অথবা কাফের। যেহেতু সামুদ্রিক প্রাণীকে হালাল করার জন্য যবেহর প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহর সাধারণ নির্দেশ হল,

((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)) (٩٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। *(সূরা মাইদাহ ৯৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا)) (١٤) سورة النحل

অর্থাৎ, আর তিনিই যিনি সমুদ্রকে (তোমাদের) নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাংস ভক্ষণ করতে পার। *(সূরা নাহল ১৪ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত হালাল।" *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৮০নং)*

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, মাছ মারা গিয়ে পানির উপরে ভেসে উঠলেও তা হালাল। পক্ষান্তরে মাছ মারা গিয়ে পানির উপর ভেসে উঠলে তা খাওয়া নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৮৬৪)* বরং পানিতে

ভাসা আম্বর মাছ সাহাবাদের খাওয়ার ব্যাপারে ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ। আর তাঁরা নিরুপায় ছিলেন বলেই নয়; যেহেতু মহানবী ﷺও সেই মাছের কিছু অংশ খেয়েছিলেন।

আর এই ভিত্তিতে উলামাগণ বলেন, যে মাছকে লবণ ইত্যাদি দিয়ে ডিব্বাবদ্ধ করা হয়, অথবা রোদে শুকিয়ে শুঁটকী করা হয়, তা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না থাকলে খাওয়া বৈধ।

অবশ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্য হতে অনেক উলামাগণ কোন কোন প্রাণীকে ব্যতিক্রম ভেবেছেন; যেমন মানুষরূপী মাছ, হস্তিরূপী (জলহস্তি), শূকররূপী, কুকুররূপী প্রাণী ইত্যাদি, যা স্থলচর প্রাণীর মত দেখতে এবং তা হারাম।

সমস্যা হল উভচর প্রাণী নিয়ে। যে প্রাণী পানিতে ও ডাঙ্গাতে উভয় জায়গায় সমানভাবে বাস করতে পারে সে প্রাণী উলামাদের নিকট সন্দিগ্ধ। যেহেতু এমন শ্রেনীর প্রাণীর হালাল অথবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন অকাট্য দলীল বর্তমান নেই।

আর এই জন্যেই অনেকের মতে কাঁকড়া, কচ্ছপ, শামুক ইত্যাদি প্রাণী খাওয়া বৈধ; পক্ষান্তরে অনেকের মতে তা বৈধ নয়।

অবশ্য কুমীরের ব্যাপারটা আরো বেশী সন্দিগ্ধ। কারণ, কুমীর শিকার করে এবং তার শিকারকারী দাঁতও আছে। সুতরাং আল্লাহই অধিক জানেন। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৮/১০৬, ১৯/১৪০, ১৪৮)*

শরীয়ত ছাড়া অন্য মতে যবেহ পশু

ইসলামী শরীয়ত মতে যবেহ ছাড়া অন্যভাবে হত্যা করা বা মরা হালাল পশুও মুসলিমদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়। অতএব কিভাবে ইসলামে পশুকে হালাল করা যায়, তা জানা আবশ্যক।

১। যবেহকারী (পুরুষ অথবা মহিলা) মুসলিম জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক অথবা বুদ্ধিসম্পন্ন কিশোর বা কিশোরী হতে হবে।

২। যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া ('বিসমিল্লাহ' বলা) ওয়াজেব।[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহের বিশ্বাসী হও তবে যাতে (যে পশুর যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা আহার কর।" *(সূরা আনআম ১১৮ আয়াত)* "এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা হতে তোমরা আহার করো না; তা অবশ্যই পাপ।" *(সূরা আনআম ১২১ আয়াত)*

---

(৩) *'বিসমিল্লাহ'র সাথে 'আল্লাহু আকবার' যুক্ত করা মুস্তাহাব। বিস্তারিত জানতে 'যুল হজ্জের তেরো দিন' দ্রষ্টব্য।*

আর নবী ﷺ বলেন, “যা খুন বহায় এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর।” *(বুখারী ২৩৫৬, মুসলিম ১৯৬৮-নং)*

৩। যবেহর ছুড়ি ধারালো হওয়া এবং যবেহতে খুন বহা জরুরী। আর তা দুই শাহরগ (কণ্ঠনালীর দুই পাশে দু’টি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যা খুন বহায়, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা ভক্ষণ কর। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাঁত বা নখ না হয়।” *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, সহীহুল জামে’ ৫৫৬৫নং)*

৪। মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন পশুর রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী; শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুই মোটা শিরা।

প্রকাশ থাকে যে, যবেহ করার সময় উপরোক্ত অঙ্গসমূহ কাটা ছাড়া অতিরঞ্জন করে আরো অধিক পেঁচানো বৈধ নয়। কারণ তাতে পশুর প্রতি অধিক কষ্ট প্রদর্শন হয়। অথচ আমাদেরকে যবেহর সময়েও পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। অবশ্য অসাবধানতা বা ভুলের কারণে যদি পশুর মাথা কেটে পৃথক হয়েই যায়, তাহলে যবেহ মকরূহ হয়ে যাবে না। বরং তা হালালরূপেই খাওয়া যাবে। *(মিনহাজুল মুসলিম ৬৪০ পৃঃ)*

৫। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন কোন পশু (যেমন উঁট)কে যবেহ করা সম্ভব নয়, সে পশুকে বাম পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে নহর করা হবে। আল্লাহ পাক বলেন, “সুতরাং দন্ডায়মান অবস্থায় ওদের যবেহকালে তোমরা আল্লাহর নাম নাও।” *(সূরা হাজ্জ ৩৬ আয়াত)* ইবনে আব্বাস ﷺ এই আয়াতের তফসীরে বলেন, ‘বাম পা বেঁধে তিন পায়ের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় (নহর করা হবে)।’ *(তাফসীর ইবনে কাসীর)*

নহর হবে পশুর গলার নিচে খাল অংশে বর্শা দিয়ে আঘাত করে।

৬। পশু যদি ধরাই না দেয়, কুঁয়া অথবা গর্তে পড়ে তার মুখ যদি নিচের দিকে হয়ে যায় এবং তার ফলে যবেহ কিংবা নহর করা সম্ভব না হয়, তাহলে শিকার করার মত পশুর দেহে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে (তীর বা ছেদকারী গুলিবিশিষ্ট বন্দুক দ্বারা) যে কোন জায়গায় আঘাত করে খুন বইয়ে হালাল করা যাবে।

সুতরাং উপর্যুক্তরূপে শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ না হলে, সে পশুর মাংস হারাম।

বলা বাহুল্য, কোন নাস্তিক, কাফের বা মুশরিকের যবেহ করা পশু হালাল নয়। মাযারী, কবূরী এবং মতান্তরে কোন বেনামাযীর হাতে যবেহ করা পশু হালাল নয়।

বৈধ নয় কোন ছোট শিশু, নেশাগ্রস্ত বা পাগল ব্যক্তির যবেহ।

যবেহর সময় আল্লাহর নাম না নিলে অথবা কোন গায়রুল্লাহর নাম নিলে সে যবেহর পশু মুসলিমের জন্য হালাল নয়।

জেনে নেওয়া দরকার যে, যবেহ করার সময় যদি কেউ ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে

যায়, তাহলে তার ফলে গোশ্ত হারাম হবে না।

যে পশু কোন পশুর হাড়, দাঁত বা নখ দিয়ে যবেহ করা হয়, তা খাওয়া বৈধ নয়। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৬৮নং)*

যে পশু কারেন্টের শক দ্বারা যবেহ (হত্যা) করা হয়, সে পশু হালাল নয়; চাহে সেভাবে যবেহ কোন মুসলিম করুক অথবা আহলে কিতাব। অবশ্য যে পশু বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মরতে যায় এবং তার আগে শরয়ী যবেহ করা হয়, সে পশু হালাল। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৬১, ১১/১৬২, ১৬৭, ১৩/৩৩৫)*

প্রকাশ থাকে যে, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান) দ্বারা যবেহকৃত পশু আমাদের জন্য হালাল। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ)) (٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য (যবেহ করা পশু) তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। *(সূরা মাইদাহ ৫ আয়াত)*

অবশ্য যেভাবে মৃত পশুকে ইসলামে হারাম বলা হয়েছে, সেভাবে মৃতকে তারা হালাল ভাবলেও মুসলিমদের জন্য তা হালাল হবে না।

বাইরে থেকে আমদানীকৃত ডিব্বাবদ্ধ অথবা হিমায়িত মাংস যদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী যবেহ করা হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় অথবা মুসলিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তা হালাল বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাহলে তা খাওয়া বৈধ।

জ্ঞাতব্য যে, যবেহকৃত গর্ভবতী পশুর পেটের ভ্রূণকে পৃথকভাবে যবেহ না করেই খাওয়া হালাল। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "ভ্রূণের যবেহ, তার মায়ের যবেহ।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৪০৯১-৪০৯৩ নং)*

অবশ্য ভ্রূণ বের করার পরেও যদি তার মাঝে স্থায়ী জীবন থাকে, তাহলে হালাল করার জন্য তাকে যবেহ করা জরুরী। *(ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৩)*

শরীয়ত ছাড়া অন্যভাবে শিকার করা পশু

যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে শিকার করা বৈধ। খামাখা পশু হত্যা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ))

অর্থাৎ, তোমরা (ইহরাম থেকে) হালাল হলে শিকার কর। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

শিকার করার পর তা জীবিত থাকলে হালাল করার জন্য শরীয়ত মোতাবেক যবেহ করা জরুরী।

শিকার জীবিত না থাকলে অথবা অল্পক্ষণ জীবিত থেকে মারা গেলে তা হালাল হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে ঃ-

১। যবেহকারীর জন্য যা হওয়া শর্ত, শিকারীর জন্যও তাই হওয়া জরুরী। নচেৎ শিকার হালাল হবে না।

২। শিকারের অস্ত্র বা মাধ্যম শরীয়ত-অনুমোদিত হতে হবে। অর্থাৎ ঃ-

(ক) তা ধারালো অস্ত্র হতে হবে। তা যেন শিকারের দেহ ছেদ করে এবং রক্ত প্রবাহিত করে।

(খ) শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী পাখী অথবা কুকুর দ্বারা শিকার হতে হবে এবং সে নিজের জন্য নয়; বরং মালিকের জন্য শিকার করে আনবে।

(গ) সেই অস্ত্র বা মাধ্যম শিকারের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপ বা প্রেরণ করতে হবে। অর্থাৎ, অস্ত্র নিজে থেকে শিকারের উপর পড়লে অথবা (শিকার) শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখী বা কুকুর নিজে থেকে গিয়ে শিকার করলে তা হালাল হবে না।

(ঘ) সেই অস্ত্র বা মাধ্যম শিকারের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপ বা প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। অবশ্য সেই সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নত।

মহান আল্লাহ বলেন,

((وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ))(٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, --এবং শিকারী পশুপক্ষী যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ; যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন -ঐ (শিক্ষা দেওয়া পশুপক্ষী)গুলো যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ কর এবং (তাদেরকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। *(সূরা মাইদাহ ৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তুমি তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর (শিকার করার জন্য) প্রেরণ করবে এবং আল্লাহর নাম নেবে (অতঃপর সে তোমার জন্য যে শিকার মেরে আনবে) তা খাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং উক্তরূপে শরীয়তসম্মতভাবে শিকার না হলে, সে পশুর মাংস হারাম।

বলা বাহুল্য, ঢিল বা লাঠির আঘাতে শিকার, ফাঁদ বা জালে আটকে শিকার অথবা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে শিকার, যাতে শিকারের দেহ বিক্ষত হয় না এবং রক্তও প্রবাহিত হয় না অথচ তা জীবিত অবস্থায় শরীয়ত মতে যবেহও করা হয় না, তা খাওয়া হালাল নয়।

পক্ষান্তরে বন্দুকের সাহায্যে শিকার করা বৈধ। যে বন্দুকের গুলি শিকারের দেহ ভেদ করে যায়, চামড়া কেটে ফেলে রক্তপাত ঘটায় সে বন্দুকের শিকার হালাল। পক্ষান্তরে ভেদ না করে কেবল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে তা খাওয়া বৈধ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৫১১)*

প্রকাশ থাকে যে, একটির উদ্দেশ্যে গুলি বা তীর ছুঁড়লে যদি সেটিকে না লেগে অন্যটিকে লাগে অথবা একাধিক পশু বা পাখী শিকার হয়, তাহলে তা খাওয়াও হালাল। *(আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিক্বহী ২/৪৭২)*

শিকারী কুকুর যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে জানতে হবে সে নিজের জন্য শিকার করেছে। আর সে ক্ষেত্রে তা খাওয়া বৈধ হবে না।

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী পাখী বা কুকুর ছাড়ার পর যদি তা অন্য পাখী বা কুকুরের সাথে মিলিত হয়ে শিকার করে এবং বুঝা না যায় যে, কে শিকার করেছে, তাহলে তা খাওয়া বৈধ নয়।

কোন শিকারের প্রতি অস্ত্র ছুঁড়ার পর যদি এক অথবা দুইদিন পর সেই (জঙ্গল বা ঝোঁপ) জায়গায় তা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাতে নিশ্চিতভাবে ঐ অস্ত্রের আঘাতেরই চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে তা খাওয়া বৈধ। আর যদি তা পানিতে পড়ে থাকে, তাহলে তা খাওয়া বৈধ নয়। কারণ হতে পারে যে, আহত হয়ে পড়ে পানির জন্য সে মারা গেছে। *(সহীহুল জামে' ৩১৩নং)*

অবশ্য পড়ে থাকা শিকার পঁচে গন্ধ ধরে গেলে তা খাওয়া বৈধ নয়। *(মুসলিম ১৯৩১নং প্রমুখ)*

শিকারের কোন অঙ্গ কেটে পৃথক হলে এবং শিকার পালিয়ে গেলে সেই অঙ্গ খাওয়া বৈধ নয়। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, "পশু জীবিত থাকতে যে অংশ কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত (পশুর মাংসের) সমান।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৬৫২নং)*

অবশ্য অঙ্গ কেটে পৃথক হওয়ার পর পশু স্বস্থানে মারা গেলে সে অঙ্গ ও পশু হালাল।

জ্ঞাতব্য যে, হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় অথবা হারাম সীমানার ভিতরে থাকা অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) (٩٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ এহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের

শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নিকট তোমাদের একত্র করা হবে। *(সূরা মাইদাহ ৯৬ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।" *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

সুতরাং ঐ অবস্থায় কেউ শিকার করলে তাকে তার কাফ্ফারা দিতে হবে এবং যে শিকার সে নিজে করেছে অথবা যে শিকার তার জন্য করা হয়েছে অথবা যে শিকার করতে সে অপরের কোন প্রকার সহযোগিতা করেছে, সে শিকারের গোশু খাওয়া তার জন্য হারাম। অবশ্য কোন হালাল ব্যক্তি নিজের জন্য শিকার করে মুহরিমকে খেতে দিলে, তা খাওয়া অবৈধ নয়।

পক্ষান্তরে ঐ অবস্থায় সামুদ্রিক শিকার ও তা খাওয়া অবৈধ নয়।

কাফেরদের খাদ্য

কোন কাফেরের দাওয়াতে হালাল খাদ্য খাওয়া অবৈধ নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে তার মনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য খাওয়া যায়। আমাদের আদর্শ নবী কাফেরদের দাওয়াতে তাদের তৈরী হালাল খাদ্য খেয়েছেন।

অবশ্য তাদের পূজা (তদনুরূপ মাযারীদের উরস) উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খাদ্য, মূর্তি বা মাযারে উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ঠাকুরের প্রসাদ, মাযারের তবরুক ইত্যাদি খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাতে শির্কে মৌন-সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/ ১০৯, ২৮/৮২, ৮৪)*

অমুসলিমদের পাত্রে (তাদের দোকান ও হোটেলে) খাওয়া নিষেধ। তবে তাদের পাত্র (দোকান বা হোটেল) ছাড়া যদি মুসলিমদের কোন পাত্র (দোকান বা হোটেল) না পাওয়া যায়, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় তাদের সেই পাত্র (ধোয়ার পর তাদের দোকান বা হোটেলে) খাওয়ার অনুমতি আছে। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৩০নং প্রমুখ)*

একদা এক সাহাবী মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা আহলে কিতাবদের পাশাপাশি বাস করি। আর তারা তাদের পাত্রে শূকর রান্না করে এবং মদ পান করে। (এখন আমরা কি তাদের পাত্রে পানাহার করতে পারি?) উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যদি তোমরা তা ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতেই পানাহার কর। আর যদি তা ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তাহলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে পানাহার কর।"

(আবূ দাঊদ ৩৮৩৯নং)

কাফেরদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও পানীয় পানাহার অবৈধ নয়। যেমন তাদের প্রস্তুত, সিলাই ও ধৌত করা কাপড় ব্যবহার করা বৈধ। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/২০০)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সহকর্মী বা কার্যক্ষেত্রে কোন অমুসলিমকে এমন জিনিস উপহার বা পানাহার করতে দেওয়া বৈধ নয়, যা তাদের ধর্মে বৈধ হলেও ইসলামে অবৈধ। যেমন কোন কাজ করাবার সময় লেবারকে, মদ বা বিড়ি-সিগারেট পেশ করাও অবৈধ। সুতরাং মুসলিম সাবধান! *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/ ১১০)*

বৈধ নয় কোন কাফেরকে মদ বা বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার জন্য পয়সা দেওয়া, মদ বা বিড়ি-সিগারেট উপহার দেওয়া অথবা দাওয়াতে পেশ করা।

বিদআতী, হারামখোর ও পাপাচারীদের খাদ্য

বহু মানুষ আছে, যাদের চুরি, ডাকাতি, ছিন্তাই, সূদ, ঘুস, অথবা হারাম ব্যবসা দ্বারা উপার্জিত অর্থ তাদের মালের সাথে মিশ্রিত আছে, তাদের কেউ যদি আপনাকে দাওয়াত দেয়, তাহলে দাওয়াত কবুল করে তার খাবার খাওয়া বৈধ কি না -এ নিয়ে মুসলিম মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আসুন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা একটি নীতি আগে মনে রাখি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(সহীহ আবু দাঊদ ৩৯১০ নং)*

বলা বাহুল্য, মুমিনের ঈমানের দাবী হল এই যে, সে কোন ফাসেকের সাথে আন্তরিক মহব্বত রেখে উঠা-বসা ও খাওয়া-দাওয়া করবে না। অবশ্য আল্লাহর ওয়াস্তে, ইসলামের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্যে, সুচরিত্রের মাধ্যমে অপরের মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তা করতে পারে।

১। যে ব্যক্তির দাওয়াত খেতে আপনি যাবেন, সে ব্যক্তির তৈরী খাদ্যের ব্যাপারে যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, তা হারাম অথবা হারাম উপার্জন বা টাকা দিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে। তাহলে আপনি জেনেশুনে হারাম খাবেন না।

২। যদি আপনি হারামের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হন অথবা দাওয়াতদাতার হারাম উপার্জন ছাড়াও অন্য হালাল মাল আছে বলে সুনিশ্চিত হন, তাহলে তার দাওয়াত আপনি খেতে পারেন। যেহেতু সে যে হারাম থেকেই খাওয়াচ্ছে, তার নিশ্চয়তা নেই

আপনার কাছে। অবশ্য এ খাদ্য সন্দিগ্ধ। সুতরাং পারলে এবং সম্পর্ক ছিন্ন ইত্যাদি ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সে দাওয়াত বর্জন করেন। তাতেই আপনার মঙ্গল।

তদনুরূপ যদি দেখেন যে, আপনার আব্বা অথবা আম্মার সম্পূর্ণ উপার্জন হারাম, তাহলে তা বর্জন করতে নসীহত করার পর যদি বর্জন না করে, তাহলে আপনি পৃথক হয়ে যান এবং হারামে প্রতিপালিত হবেন না। অবশ্য তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৪/৮০)*

৩। যদি কারো মাল বা খাদ্যে হারাম আছে বলে সন্দেহ হয়, তাহলে খাওয়ার আগে দাওয়াতকারীকে তা হালাল না হারাম -এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম ﷺদের এ অভ্যাস ছিল না। বরং আপনার ঐ প্রশ্ন অনেক সময় বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তাছাড়া আপনিও গোঁড়া ও অভদ্র বলে বিবেচিত হবেন। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২২/৯৪)*

৪। বিদআতীদের ঈদে-মীলাদুন্নাবী, শবেমি'রাজ, শবেবরাত, চালসে, চাহারম, মহর্রম ইত্যাদির দাওয়াত খাবেন না। কারণ তাতে বিদআতের প্রতি মৌন-সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায়।

৫। মড়াবাড়ির ভোজ জাহেলিয়াতের কর্ম, তা বৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/৯, ২৮/১০৮, ৩১/৯১)* সুতরাং কারো মৃত্যু-সংবাদ শুনে যদি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে যান, তাহলে মড়াবাড়িতে খানা খাবেন না। অবশ্য সফর দূর হলে এবং সে খাবার ছাড়া অন্য খাবার না পেলে নিরুপায় অবস্থায় খেতে পারেন।

৬। বাচ্চা ছেলের খতনা বা মুসলমানি উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়া আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না বলে বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবী উষমান বিন আবীল আস। একদা তাঁকে খতনা-ভোজের দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা কবুল করতে অস্বীকার করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে খতনা-ভোজে হাযির হতাম না এবং আমাদেরকে সে উপলক্ষ্যে দাওয়াতও দেওয়া হতো না। *(আহমাদ ৪/২১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁকে এক দাওয়াতে আহবান করা হলে বলা হল, আপনি কি জানেন, এটা কিসের দাওয়াত? এটা হল এক বালিকার খতনা উপলক্ষ্যে দাওয়াত। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে এটাকে বৈধ মনে করতাম না। অতঃপর তিনি সে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করলেন। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)*

অবশ্য অনেকে এ দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়াকে জায়েয মনে করেন। আর তাঁরা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর কর্মকে দলীল মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেদের খতনার সময় ভেঁড়া যবাই করে খাইয়েছিলেন। *(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ*

১৭১৬০, ১৭১৬৪নং)

উপরোক্ত বর্ণনা মতে অনেকের কাছে এ দাওয়াত বিদআত। অতএব এটি একটি সন্দিগ্ধ খানা, বিধায় তা বর্জন করাই উত্তম।

সোনা-চাঁদির পাত্রে পানাহার

সোনা বা চাঁদির প্লেটে খাওয়া হারাম। এমন প্লেটে কোন হালাল খাবার খেলেও জাহান্নামের আগুন খাওয়া হয়। যেহেতু সোনা-চাঁদির অযথা ব্যবহার অহংকারীদের তথা কাফেরদের আচরণ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কারণ, তা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।" *(বুখারী ৫৬৩৩, মুসলিম ২০৬৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি চাঁদির পাত্রে পান করে, আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ করে পান করে।" *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫নং)*

প্রকাশ থাকে যে, প্লেটের মতই সোনা-চাঁদির চামচ, লবণদান প্রভৃতি ব্যবহারও হারাম।

বিশেষ কয়েকটি অবস্থায় পানাহার

বাম হাতে পানাহার করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।"

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমার رضي الله عنه এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (রঃ) দুটি কথা আরো বেশী বলতেন, "কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপ তার দ্বারা কিছু প্রদানও না করে।" *(মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৮০০, মালেক, আবূ দাউদ ৩৭৭৬ নং)*

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহারও অবৈধ। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে।" *(মুসলিম ২০২৬নং)*

আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আনাস رضي الله عنه-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি

বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।" *(মুসলিম ২০২৪নং)*

কিন্তু বসার জায়গা না থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধায় বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম নয়। যেহেতু দাঁড়িয়ে পান বৈধ হওয়ার হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৫, মুসলিম ২০২৭, ইবনে মাজাহ ৩৩০১নং প্রমুখ)*

সরাসরি মশক বা কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এভাবে পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ৫৬২৭, ৫৬২৯, মুসলিম ১৬০৯নং প্রমুখ)*

উল্লেখ্য যে, 'মোছের পানি হারাম' কথাটি দলীল-সাপেক্ষ্য।

যাকাতের মাল

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুক্ন। ইসলামী অর্থনীতির একটি সুন্দর বিধান এই যাকাত। যাকাত বিধিবদ্ধ হয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ ও ইসলামী সংগ্রাম চিরন্তন রাখার মত মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

মহান আল্লাহ যাকাতের হকদার যারা, তাদের কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে দিয়েছেন; তিনি বলেছেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, সাদকাহ কেবল ফকীর (নিঃস্ব), মিসকীন (অভাবগ্রস্ত), সাদকার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৬০)*

১। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত ৮ প্রকার মানুষের মধ্যে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার জন্য ওশর-যাকাতের কোন মাল খাওয়া বৈধ নয়।

২। মহানবী ﷺ-এর বংশধর; বানী হাশেম, আলী, আকীল, জা'ফর, আব্বাস ও হারেষের বংশধরের জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয়। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে নবী ﷺ-এর বংশধর বলে মনে করে, তার জন্য ওশর-যাকাতের মাল খাওয়া হারাম।

৩। যে ব্যক্তি কোন হাতের কাজ কিংবা দৈনিক অথবা মাসিক বেতন দ্বারা রুযীপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইচ্ছা করলে প্রাপ্ত হতে পারে, এমন উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল খাওয়া বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "এ মালে ধনী এবং কর্মক্ষম উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাঊদ ১৬৩৩নং)*

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আরকাম ﷺ-এর মতে যারা হকদার নয় অথচ যাকাতের মাল খায়, তারা আসলে গরমের দিনে মোটা লোকের শরমগাহ ও বোগল ধোওয়া পানি খায়। *(মালেক, সহীহ তারগীব ৮০৭নং)*

কোন প্রকারে যাতে নিজের আদায় করা ওশর-যাকাতের মাল খাওয়া না হয়ে যায়, তার জন্য শরীয়ত (গরীব হলেও) এমন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছে যার ভরণ-পোষণ করা যাকাতদাতার উপর ফরয। যেমন পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পোতা-পোতিন, নাতিন-নাতনী, স্ত্রী প্রভৃতি।

তদনরূপ নিষেধ করেছে নিজের আদায় করা যাকাতের মাল ক্রয় করতে। একদা উমার ﷺ আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলেন। অতঃপর দেখলেন সেই ঘোড়া বিক্রয় হচ্ছে। তিনি তা ক্রয় করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি তা ক্রয় করো না (যদিও তা তোমাকে এক দিরহামে দেয়) এবং তোমার দানে তুমি ফিরে যেয়ো না (ফিরিয়ে নিও না)।" *(বুখারী ১৪৮৯, মুসলিম ১৬২১, আবূ দাঊদ ১৫৯৩নং)*

ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত-ওশর না দিয়ে মাল ভক্ষণ করে, তাদেরও কিন্তু আসলে যাকাত-ওশর (হারাম) খাওয়া হয়।

যাকাত এক অর্থে পবিত্রতার নাম। যাকাত দিয়ে মালকে পবিত্র করতে হয়। আর তার মানেই, যাকাত না দিলে মাল অপবিত্র থাকে এবং সেই অপবিত্র মাল ভক্ষণ করা হয়। *(যাকাত সম্বন্ধে বিস্তারিত দেখুন ঃ 'যাকাত ও খয়রাত')*

যাকাতের মতই কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করে তা খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাও মিসকীনদের হক। *(আবূ দাঊদ ১৭৬৯নং)*

কুরবানীর হাড় বিক্রি করে খাওয়া বৈধ নয়। কারণ তাও চামড়ার মতই। সুতরাং সেই হাড় বিক্রি করা অর্থ গরীবদেরকে দান করতে হবে।

দান করে ফেরৎ নেওয়া মাল

যে জিনিস আল্লাহর রাস্তায় অপরকে দান করে দেওয়া হয়, উপহার ও উপঢৌকন স্বরূপ অপরকে দেওয়া হয়, তা তারই হয়ে যায়। সুতরাং দেওয়ার পর তা আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত কোন দ্বন্দ বা আঘাতের ফলে যাদের মন ও মত পাল্টে যায় এবং সেই দেওয়া জিনিস ফেরৎ নেয়, তারা কিন্তু ভালো লোক নয়। তাদের জন্য সে মাল বৈধও নয়; কারণ তা হল স্বকৃত বমির মত।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয়, সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে অতঃপর সেই বমি আবার চেঁটে খায়।" *(বুখারী*

২৬২১, ২৬২২, *মুসলিম ১৬২২নং, আসহাবে সুনান)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের ব্যাপারটা আলাদা। যেহেতু পিতা তার পুত্রকে কোন জিনিস হেবা করে, তা ফেরৎ নিতে পারে। *(সহীহুল জামে' ৭৬৫৫, ৭৬৮৬নং)* যেহেতু পুত্রের সম্পত্তি পিতারই।

ভিক্ষার মাল

ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম কর্ম পছন্দ করে এবং বসে খাওয়াকে ঘৃণা করে। একান্ত নিরুপায় অবস্থা ছাড়া অপরের নিকট হাত পাতা বৈধ নয় ইসলামে।

একদা মহানবী ﷺ এই কথার উপর বায়আত করতে উদ্বুদ্ধ করেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ অক্ত নামায আদায় কর। আনুগত্য কর এবং লোকের কাছে কোন কিছু চেয়ো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি যে, তাঁদের কারো কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তা তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না। (বরং সওয়ারী থেকে নিজে নেমে গিয়ে তা তুলে নিতেন।) *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮০৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এ কথার নিশ্চয়তা দেবে যে, সে লোকের নিকট কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য বেহেশ্তের নিশ্চয়তা দিব।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৮১৩নং)*

একদা হাকীম বিন হিযাম তিন তিনবার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে যাচ্ঞা করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক বারেই দান করলেন। শেষবারে তিনি বললেন, "ওহে হাকীম! এই মাল তরোতাজা মিষ্টি (ফলের মত)। সুতরাং যে তা নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দান করা হবে। পক্ষান্তরে যে মনে লোভ রেখে তা গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খাবে অথচ তৃপ্ত হবে না। আর উপুড়হস্ত চিতহস্ত অপেক্ষা উত্তম।"

এই কথার পর হাকীম কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি এরপর আর কারো কাছে কিছু চাইবেন না। করেছিলেনও তাই। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮১২নং)*

সাহাবী কাবীসাহ বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, "তুমি আমাদের কাছে থাক। সাদকার মাল এলে তোমাকে তা দিয়ে সাহায্য করব।"

অতঃপর তিনি বললেন, "হে কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া

বৈধ নয়;

(১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে।

(২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে।

(৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ।

আর এ ছাড়া হে কাবীসাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।" *(মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮১৭নং)*

একদা এক আনসারী ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট চাইতে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?" লোকটি বলল, 'অবশ্যই আছে। জিনপোশের একটি কাপড়; যার অর্ধেক পরি ও অর্ধেক বিছাই। আর একটি বড় পাত্র; যাতে পানি পান করি।'

মহানবী ﷺ বললেন, "নিয়ে এস সে দুটিকে।" লোকটি সে দুটিকে হাযির করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তা হাতে নিয়ে বললেন, "এ দুটিকে কে কিনবে?" এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব।' মহানবী ﷺ বললেন, "কে এক দিরহাম থেকে বেশী দেবে?" এ কথা তিনি ২ অথবা ৩ বার বললেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, 'আমি ২ দিরহাম দিয়ে কিনব।' তিনি ২ দিরহামের বিনিময়ে ঐ জিনিস দুটিকে বিক্রয় করে দিলেন। অতঃপর ঐ দিরহাম আনসারীকে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর একটি দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আমার কাছে এস।"

লোকটি তাই করল। কুড়ালটি নিয়ে মহানবী ﷺ-এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। তিনি নিজ হাতে তাতে একটি কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং তা বিক্রয় কর। আর যেন আমি পনের দিন তোমাকে না দেখতে পাই।"

লোকটি নির্দেশমত চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর একদিন সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তখন সে ১০ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড় কিনল এবং কিছু দিয়ে খাবার। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে এটা তোমার জন্য উত্তম। আসলে তিন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়; (১) অত্যন্ত অভাবী, (২) চূড়ান্ত দেনা বা জরিমানা দায়ে আবদ্ধ অথবা (৩) পীড়াদায়ক (খুনীর) রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।" *(আবূ দাউদ, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৮৩৪নং)*

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কারো ভিক্ষা করে পাওয়া- না পাওয়ার চাইতে পিঠে কাঠের বোঝা বহন (করে তা বিক্রয় করে জীবিকা-নির্বাহ) করা উত্তম।” *(মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যাচ্ঞা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।” *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ১০৪০নং, নাসাঈ, আহমাদ ২/ ১৫)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যাচনা হল কিয়ামতের দিন যাচনাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ।” *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৭৮৫নং)*

“অভাব না থাকা সত্ত্বেও যে যাচনা করে কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে তা কলঙ্কের ছাপ হবে।” *(ঐ ৭৯১নং)*

তিনি আরো বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খেল), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেল।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাহে সে কম করুক অথবা বেশী।” *(মুসলিম ১০৪১নং, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, “যাচ্ঞাকারী যদি যাচ্ঞায় কি শাস্তি আছে তা জানত, তাহলে সে যাচ্ঞা করত না।” *(সহীহ তারগীব ৭৮৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিনটি বিষয় এমন রয়েছে -সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে -যদি আমি (সেগুলির বাস্তবতার উপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না।) দান করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন।” *(আহমাদ, আবূ য়্যা'লা, বায্যার, সহীহ তারগীব ৮০৫ নং)*

বিশেষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে যাচনা করার অপরাধ অধিক বেশী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার নিকট হতে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে দান করে না; যদি সে অবৈধ (বা অবৈধভাবে) কিছু না চেয়ে থাকে তবে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৪১ নং)*

কুরআন তেলাঅত করে যাচনাও অবৈধ। অবৈধ দরজায় দরজায় বসে তেলাঅত করে ধানের সময় ধান, আলুর সময় আলু বা অন্য সময় টাকা-পয়সা বা অন্য জিনিস

আদায় করা।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বেহেশ্ত প্রার্থনা কর, তাদের পূর্বে পূর্বে যারা কুরআন শিক্ষা করে তার মাধ্যমে দুনিয়া যাচনা করবে। যেহেতু কুরআন তিন ব্যক্তি শিক্ষা করে; প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা বড়াই করবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা উদরপূর্তি করবে এবং তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেলাঅত করবে।' *(আবু উবাইদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮-নং)*

তিনি বলেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তার নির্দেশ পালন কর, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অতিরঞ্জন করো না এবং তার মাধ্যমে উদরপূর্তি ও ধনবৃদ্ধি করো না।" *(সহীহুল জামে' ১১৬৮-নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে, তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।" *(আহমাদ)*

বৈধ নয় মিথ্যা বলে ভিক্ষা করা। যেহেতু তাতে রয়েছে ডবল হারাম ও ডবল পাপ; মিথ্যা বলার ও ভিক্ষা করার। মেয়ে নেই অথচ মেয়ের বিয়ের খরচ চেয়ে ভিক্ষা করা, মিথ্যা দুর্ঘটনা, অসুখ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে সব ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ভিক্ষা করা, নিজ হাতে কাটা পকেট দেখিয়ে ভিক্ষা করা ডবল হারাম।

যেমন বৈধ নয় মিথ্যা ভান (অভিনয়) করে ভিক্ষা করা। অভিনয় করে খুঁড়িয়ে হেঁটে নিজেকে কর্মে অক্ষম প্রমাণ করে, ছেঁড়া-ফাটা জামা-কাপড় পরে নিজেকে নিঃস্ব প্রমাণ করে, চোখে রঙিন চশমা পরে বা অন্য কোন প্রকার দৃষ্টিপাত করে নিজেকে অন্ধ প্রমাণ করে, পুরুষ হয়ে মহিলার বোরকা পরিধান করে, ভিখারীর নকল বেশ ধারণ করে এবং 'ভেক না করলে ভিক মিলে না' -এই নীতি অবলম্বন করে যাচনা করাও ডবল হারাম।

বৈধ নয় নামী লোকের নাম ভাঙ্গিয়ে যাচনা করা। নামী লোকের সুনামকে এমন নীচ কাজে ব্যবহার করা উচিত নয় তাঁর কোন আত্মীয়র জন্য।

বৈধ নয় যাচ্ঞার কাজে শিশুকে ব্যবহার করা।

বৈধ নয় ভিখারীদের নিয়ে ভিক্ষা-ব্যবসা করা। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কিছু ভিখারীর ভিক্ষাবৃত্তির পথ সহজ করে দিয়ে তাদের নিকট থেকে পার্সেন্টেজ গ্রহণ করে অথবা তাদেরকে মাসিক বেতন দিয়ে বাকী নিজের 'হাবিয়া' উদরে ভরে। বড় বড় শহরে ভিখারীদের সর্দারি করে অর্থ কামায়। পাশপোর্ট-ভিসা ও টিকিট ব্যবস্থা করে দানের দেশে নিয়ে এসে দুই হারাম শরীফ, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, তথা হজ্জের ময়দান মিনা-আরাফাতে ভিক্ষা করার সুযোগ ঘটিয়ে কমিশন খায় এক শ্রেণীর হারামখোর।

এমন লোক আল্লাহর কাছে বড় অপরাধী তো বটেই, অপরাধী সে দেশের আইনের কাছেও।

থাকতে মেগে খাওয়া এক শ্রেণীর মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বিনা পুঁজির ব্যবসা, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি তো কিছু হয় না। পড়ে পাওয়া টাকা চোদ্দ আনাই লাভ। তাছাড়া মাগারামের বউ শুধু ভাতি খায় না। সুতরাং অভ্যাসগতভাবে ভালো খাওয়া ও ভালো পরার 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখতে মেগে যেতেই হয়।

অনেকে আবার বংশগত ফকীর। কেউ তো আবার সংসারত্যাগী সন্নাসী (দরবেশ) বেশে ভিক্ষা করে খাওয়াকেই শ্রেষ্ঠ 'ধর্ম' মনে করে। অনেকে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যাচ্ঞা করে। ঘরে খাবার থাকলে যাচনা বৈধ নয় বলে বাড়ি, গাড়ি, কল, পায়খানা প্রভৃতি করার উদ্দেশ্যে মোটা টাকা ঋণ করে যাকাত 'মেগে' বেড়ায়, কারণ ঋণগ্রস্তের জন্য যাকাত বৈধ। অনেকে প্রতিষ্ঠানের নামে যাচনা করে নিজে আত্মসাৎ করে। চাঁদার নামে চেয়ে নিজের পেট ভরে! কেউ বা ২০০ কে ২০ টাকা নতুবা ৫ (কিলো ধান, গম বা আলু)কে ৫ টাকা বানিয়ে জালসাজী করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মিসকীনদের হক মেরে খায়! অথচ চাওয়া কাজের এই নির্লজ্জতা কত ভয়ানক! চাহে তা ভিখারীর বেশে হোক অথবা ধনীর বেশে।

ভিক্ষা এতই খারাপ জিনিস যে, তাতে সম্মানী মানুষের মান চলে যায়। আলেম সমাজের মান না থাকার একটা বড় কারণ এই ভিক্ষা। অথচ যাকাতের মাল আদায় করা বা দেওয়া ভিক্ষা করা বা দেওয়া নয়, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর মাল চাওয়া ভিক্ষা করা নয়। আর তাতে মানীর মান যাওয়ারও কথা নয়। কিন্তু অন্ধ ও অকর্মণ্য সমাজ তার নামও ভিক্ষা রেখে দ্বীনী শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মর্যাদা ছোট করে ফেলেছে। সরকার যদি খরচ না দেয়, মুসলিম ধনীরা যদি নিজেদের পকেট থেকে দ্বীনী মাদ্রাসা না চালাতে পারে, তাহলে কি দ্বীনী শিক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে? আর তাহলে তো হারামখোরী আরো বেড়ে যাবে।

অতএব ভদ্র সমাজকে ভেবে দেখা দরকার যে, যা দেওয়া ফরয তা ভিক্ষা দেওয়া নয় এবং আল্লাহর হক আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে 'ভিক্ষা বা জরিমানা দিলাম' মনে করাও উচিত নয়।

পরিশেষে আবার বলি সামর্থ্যবানের জন্য ভিক্ষার মাল খাওয়া হারাম। হারাম কাউকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করা। বৃদ্ধ পিতামাতাকে না দেখলে তারা তো ভিক্ষা করতে বাধ্য। পণ বা যৌতুক ছাড়া বিবাহ না হলে তো মেয়ের বাবা ভিক্ষা করতে বাধ্য। সুতরাং এমন হতভাগা ছেলে ও জামাইরা সতর্ক হবেন কি?

ঋণ করা অর্থ

একজন মুসলিমের অর্থ অপর মুসলিমের জন্য ঠিক সেই রকম হারাম, যে রকম হারাম তার রক্ত। *(সহীহুল জামে' ৩১৪০ নং)* সুতরাং ঋণ করার মাধ্যমে অপরের মাল খেয়ে এবং তা পরিশোধ না করার চেষ্টা করে আল্লাহর ইবাদত করা সমীচীন হতে পারে না কোন মুসলিমের জন্য।

ঋণ ঋণদাতার কাছ থেকে নেওয়া এক আমানত। বৈধ নয় সে আমানতে খেয়ানত করা। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০ নং)*

এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদিও অন্যান্য দিকে ভাল লোক হয়, তবুও মরণের পর ঐ ঋণের কারণে তার আত্মা (বেহেশ্তের পথে) লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে কেউ তার সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তির প্রাণ তার দেহত্যাগ করে এবং সে সেই সময় তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে; (আর সে ৩টি জিনিস হল,) অহংকার, ঋণ ও খিয়ানত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ঈবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৪১১নং ,বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ 'দেনা-পাওনা')*

অনুরূপভাবে অগ্রিম বেতন বা দাদন নিয়ে কাজ না করা, অগ্রিম দাম নিয়ে মাল না দেওয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ না করারই পর্যায়ভুক্ত।

বন্ধকী ব্যবহার

বন্ধকে নেওয়ার পর বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা, বন্ধক রাখার মূল উদ্দেশ্য হল, ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা লাভ। ঋণ পরিশোধের সময় এলে এবং ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ করতে না পারলে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ হবে এবং বাড়তি টাকা ঋণগ্রহীতা ফেরৎ পাবে। সুতরাং এর মাধ্যমে ঋণদাতার মুনাফা লাভ করা বা তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার জন্য বন্ধক রাখা হয় না। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী দ্বারা কোন প্রকারের মুনাফা লাভ করা হালাল নয়; যদিও বন্ধকদাতা বাধ্য হয়ে অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দ্বারা উপকৃত হতে বা তা ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় তবুও না। কেননা, ইসলামের নীতি এই যে, 'যে ঋণে পার্থিব কোন মুনাফা আনয়ন করে, তা সূদরূপে পরিগণিত হয়।'

সুতরাং যদি কেউ ঋণ দিয়ে বাড়ি বন্ধক নেয়, তাহলে সে বাড়িতে সে বসবাস করতে পারে না, অথবা ভাড়া দিয়ে তার ভাড়া খেতে পারে না। গাড়ি বন্ধক নিলে সে গাড়ি সে চড়ে বেড়াতে পারে না। বাগান বন্ধক নিলে, সে বাগানের ফল সে খেতে পারে না। পুকুর বন্ধক নিলে সে পুকুরের মাছ খেতে পারে না। জমি বন্ধক নিলে সে জমির ফসল খাওয়া তার জন্য বৈধ নয়। অলংকার বন্ধক নিলে সে অলংকার সে ব্যবহার করতে পারে না। যতদিন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরেছে, ততদিন বন্ধকী ব্যবহার করা বা তার দ্বারা মুনাফা অর্জন করা, সূদ খাওয়ারই নামান্তর।

সূদখোর ১০,০০০ টাকা ঋণ দিয়ে এক বিঘা জমি বন্ধক রাখে। ঋণগ্রহীতা যতদিন না ঐ ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে পারে, ঋণদাতা ততদিন ধরে ঐ জমির ধান-ফসল খেয়ে যায়। তাতে ঋণগ্রহীতা যদি তার ঋণ পরিশোধ করতে ১০ বছর দেরী করে ফেলে, তাহলে ১০ বছর পরও তাকে ঐ ১০,০০০ টাকাই শুধতে হয়। আর বন্ধকগ্রহীতাও ১০ বছর যাবৎ ঐ জমির ফল-ফসল খেয়ে পেট মোটা করে ফেলে। ঋণ দিয়ে উপকার করে, কিন্তু ফাউ সহ উপকারের বদলা চুকিয়ে নেয় হাতে হাতে। আসলে কিন্তু সে সূদ খায়। *('দেনা-পাওনা' দ্রষ্টব্য)*

বন্ধকী ঋণদাতার হাতে রাখা একটি আমনত। এটিকে ব্যবহার বা অবহেলা করে সেই আমানতে খেয়ানত করা আদৌ বৈধ নয়।

ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে বন্ধকীর সবটাই ঋণদাতার জন্য হালাল হয়ে যায় না। বরং ঋণের পরিমাণ থেকে বন্ধকীর দাম বেশী হলে, তা বিক্রি করার পর বাড়তি টাকা ঋণগ্রহীতাকে ফেরৎ দিতে হবে। সে টাকা ঋণদাতার জন্য মোটেই বৈধ নয়।

দেনমোহর

স্বামীর জন্য বৈধ নয় স্ত্রীর মাল বা মোহর অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা।

বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে মোহর দিতে হয়, তা প্রতিপালক আল্লাহর তরফ থেকে ফরয। যে পরিমাণ চুক্তি ও ধার্য হয় তা সৌজন্যের সাথে আদায় করা জরুরী। পরন্তু তা আদায় করতে কোন প্রকার ছল-চাতুরি করা অথবা মাফ করতে চাপ প্রয়োগ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

মোহর ধার্য করে সবাই যে নগদ আদায় করতে পারে, তা নয়। অনেকেই বরং বাস্তবে অধিকাংশ বরই মোহর বাকী বা ধার রাখে। আর তখনই সে মোহর 'দেন-মোহর' (বা দাইন-মোহর অর্থাৎ ঋণ-মোহর)এ পরিণত হয়ে যায়। এই 'দাইন' বা ঋণ স্ত্রীর হলেও তা আদায় করা ফরয। অবশ্য স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করে দিলে সে কথা ভিন্ন।

মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন,

(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের মোহর খুশী মনে দিয়ে দাও। আর যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। *(সূরা নিসা ৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই -যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জাস্থান হালাল করে থাক।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৪৩ নং)* আর তা হল মোহর। যা সবার আগে পূরণ করতে হয়।

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপী সেই ব্যক্তি যে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ করে নেয়। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে খামাখা প্রাণী হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

স্ত্রীকে যে মোহর দেওয়া হয়, প্রয়োজনে তালাক দেওয়ার পরেও সে মোহর ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। যেমন স্বামীর আত্মীয়র জন্য বৈধ নয়, সেই মোহরের মালিক হওয়ার জন্য ঐ মহিলাকে স্বামী গ্রহণ করতে না দেওয়া অথবা নিজেকে বিবাহ করতে বাধ্য করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)) (٢١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি করে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা দিও না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে

অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? *(সূরা নিসা ২০-২১ আয়াত)*

অবশ্য তালাকের ব্যাপারে দোষ যদি স্ত্রীর হয় অথবা স্ত্রী নিজে তালাক নেয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (٢٢٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়; তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারো কোন পাপ নেই। এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত)*

স্ত্রীকে তালাক দিলে মোহর ফেরৎ নেওয়া সম্ভব নয়। অথবা বাকী মোহর আদায় দেওয়ার চাপ আসতে পারে। এই ভয়ে তালাক না দিয়ে স্বামী স্ত্রীকে এমন ব্যবহার প্রদর্শন করে, যাতে স্ত্রী নিজে (খোলা) তালাক নিতে বাধ্য হয় এবং সেই সময় স্বামীকে তার মোহর ফেরৎ দিতে হয়। এইভাবে মোহর ফেরৎ নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যাতে সে অন্য স্বামী চট্ করে গ্রহণ না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখা শরীয়তে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا))

অর্থাৎ, যখনই তোমরা স্ত্রীদের (অস্থায়ী) তালাক দাও এবং তারা 'ইদ্দত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে তখন তাদেরকে বিধিমতে বহাল কর অথবা ভালভাবে বিদায় দাও, তাদের প্রতি নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না, যে ব্যক্তি এমন করে সে নিজের ক্ষতি করে এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো

না। *(সূরা বাকারাহ ২৩১ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, মোহর যেমন স্ত্রীর ধন, তেমনি মহিলার নিজের কামাই বা বেতন মহিলারই অধিকারভুক্ত; তাতে স্বামীর কোন অধিকার নেই। অতএব তাও স্ত্রীর বিনা সম্মতিতে যেন-তেন প্রকারে ভক্ষণ করা স্বামীর জন্য বৈধ নয়।

যেমন বৈধ নয় মহিলার মোহরের ধন তার অভিভাবকের আত্মসাৎ করা।

স্বামীর মাল

স্ত্রী স্বামীর মালের খাজাঞ্চী। ঘরের ভিতর অথবা তার হাতে রাখা স্বামীর যে মাল থাকে সে মালের যিম্মেদার সে। অতএব তার বিনা অনুমতিতে তা নিজের ইচ্ছামত খরচ করলে অথবা কাউকে দান করলে, নিশ্চয় তার আমানতে খেয়ানত করা হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?' তিনি বললেন, "তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৩১নং)*

পক্ষান্তরে স্বামীর অনুমতি থাকলে সে প্রয়োজনমত খরচ করতে পারে এবং দানও করতে পারে। দান করলে স্বামীর সাথে সেও সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রভৃতি, সহীহ তারগীব ৯২৬-৯৩০নং)*

যেমন স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ হলে এবং স্ত্রী ও সন্তানের জন্য যথার্থ খরচাদি না দিলে, স্ত্রী গোপনে শুধু ততটুকুই নিতে পারবে যতটুকু নিলে তার ও তার সন্তানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হবে। এর বেশী নিলে অবৈধ মাল নেওয়া হবে। *(ইরওয়াউল গালীল ২৬৪৬নং)*

হকদারের হক মারা মাল

বহু মানুষ আছে, যারা হকদারের হক মেরে খায়, অথচ তা তাদের জন্য হারাম যেহেতু মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার ন্যায়সঙ্গত হক প্রদান করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহর সেই ভাগ-বন্টন বিধানে কারো হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় সেই মারা হক খেয়ে যাওয়া, যেমন শুদ্ধ নয় সেই হক তার হকদারকে ফেরৎ না দিয়ে করা তওবা।

অনেকে নিজ বোনকে পিতা-মাতার মীরাস থেকে বঞ্চিতা করে। কেউ করে পিতামাতাকে হাতে করে নিজ ভাইকে বঞ্চিত। কেউ করে যাবতীয় সম্পত্তি নিজের মেয়ের নামে লিখে দিয়ে (মেয়ের) চাচাকে বঞ্চিত।

মহান আল্লাহ মীরাস ভাগ-বন্টন করার ব্যাপারে বলেন,

((تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। *(সূরা নিসা ১৩-১৪ আয়াত)*

কোন পাপের কারণে অথবা অবাধ্য হওয়ার জন্য নিজ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়। ছেলে যদি কাফের হয়ে যায়, তাহলে ইসলামী আইনানুসারে সে এমনিই মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। তার জন্য দলীল বা উইল-পত্র লিখার প্রয়োজন নেই। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১০/৭৮)*

মরার পূর্বে মীরাস ভাগ করে লিখে দেওয়া কারো জন্য উচিত নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫১২পৃঃ)* কারণ ভাগবন্টনের পর যদি কোন ওয়ারেস মারা যায়, তাহলে ঘুরে সেই ওয়ারেস হয়, অথবা অন্য ওয়ারেসের ভাগে কম অথবা বেশী পড়ে। আবার এমনও হতে পারে যে, একদিন এমন আসবে, যেদিন ওয়ারেসরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। তার মরার পর ওয়ারেসদের মাঝে ঝগড়া হওয়ার আশঙ্কা হলেও, তাদের ভুলের জন্য সে জিজ্ঞাসিত হবে না। সুতরাং উত্তম হল নিজের মাল

হাতছাড়া না করা এবং আল্লাহর ভাগ-বন্টনের উপর ভরসা রাখা।

এতীম, পাগল ও নির্বোধের মাল

এতীম, পাগল ও নির্বোধ মানুষের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হারাম। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এতীমের মাল সম্বন্ধে বলেন,

((وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)) (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৪ আয়াত)*

((وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)) (٢) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা পিতৃহীনকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ। *(সূরা নিসা ২ আয়াত)*

((وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا))

অর্থাৎ, তোমরা পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবী সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। অতঃপর তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ৬ আয়াত)*

((وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) (١٠) سورة النساء

অর্থাৎ, আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত, যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত (তাহলে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত যে, (এতীম-অনাথ সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়-সঙ্গত কথা বলা। নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(সূরা নিসা ৯- ১০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)*

অতএব সাবধান হোক সেই অভিভাবকরা যারা অনাথ-এতীমের প্রতিপালন-দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়ে তা পরিচালনা বা জমি-জায়গার দায়িত্ব নিয়ে চাষাদি করে থাকেন এবং তাঁরাও সাবধান হন যাঁরা এতীমখানা খুলে এতীমের মাল হরফ করে থাকেন।

হালাল জিনিস হারাম করা

কোনও কারণবশতঃ আল্লাহর দেওয়া হালাল জিনিসকে নিজের জন্য বা অপরের জন্য হারাম করা বৈধ নয়। একদা মহানবী ﷺ কিছু স্ত্রীর উপর রাগ করে মধু খাওয়া হারাম করেছিলেন। তার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন,

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন? *(সূরা তাহরীম ১ আয়াত, বুখারী ৫২৬৭নং)*

অতঃপর তিনি তা হালাল করার বিধান দিয়ে বলেন,

((قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ))

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের বিধান দিয়েছেন। *(সূরা তাহরীম ২ আয়াত)*

আর সে বিধানের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ)) (٨٨) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (٨٩) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ সব পবিত্র বস্তু হারাম করো না, যেগুলিকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সকল বস্তু রুযী স্বরূপ দান করেছেন তার মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর এবং তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ। সুতরাং এর কাফ্ফারা হল, ১০ জন মিসকীনকে খাদ্যদান করা -সেই মধ্যম ধরনের খাদ্য যা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দান করে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা, অথবা ১টি দাসকে মুক্ত করা। (এ তিনের একটিতে) যদি কেউ অসমর্থ হয়, তাহলে সে তিন দিন রোযা পালন করবে। তোমরা কসম করলে এই হল তোমাদের কসমের কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের কসমসমূহ রক্ষা কর। আল্লাহ এইভাবেই স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করে থাকেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। *(সূরা মাইদাহ ৮৭-৮৯ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, 'আমার জন্য অমুক জিনিস হারাম, অমুক জিনিস খেলে আমি হারাম খাব, আল্লাহর কসম! আমি অমুক জিনিস খাব না, বা অমুকের বাড়ির জিনিস খাব না' ইত্যাদি বলে হারাম করলে তা খাওয়া হারাম। অবশ্য হারাম করা জিনিস কসমের কাফ্ফারা দিয়ে হালাল করে নেওয়া উচিত।

তবে সতর্কতার বিষয় যে, জরিমানা ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রথম তিন প্রকার কাফ্ফারা দেওয়ার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় রোযা রাখা যথেষ্ট নয়।

মিসকীন খাওয়াবার পদ্ধতির ব্যাপারে উলামাগণ বলেছেন, কাফ্ফারাদাতা ১০ জনকে দাওয়াত দিয়ে দুপুর অথবা রাতের মধ্যম ধরনের খাবার খাইয়ে দেবে অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে সওয়া এক কিলো করে চাল দান করবে; যদি পরিবেশের প্রধান খাদ্য চাল হয়। নচেৎ ঐ পরিমাণ গম দান করবে; যদি দেশের প্রধান খাদ্য রুটি হয়।

১০ জনকে কাপড় দেওয়ার সময় সেই কাপড় দিতে হবে, যাতে নামায পড়া শুদ্ধ হয়। যেমন পুরুষকে দিলে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি এবং মহিলাকে দিলে একটি (ফুলহাতা) ম্যাক্সি ও ওড়না দিলে যথেষ্ট হবে।

বর্তমানে যেহেতু ক্রীতদাস আমাদের দেশে নেই, পরন্তু তা মুক্ত করা ব্যয়বহুল ব্যাপার, সেই তুলনায় ১০ জন গরীবকে বস্ত্রদান করা সহজ। অবশ্য তার থেকেও সহজ ১০ জন মিসকীনকে খাদ্যদান করা। এখন যদি কেউ খাদ্যদান করতেও সক্ষম না হয়, তাহলে সে ৩ দিন রোযা পালন করে কাফ্ফারা আদায় করবে।

তদনুরূপ কেউ যদি নযর মেনে বলে যে, আমি ভালো খাবার (মাছ-গোশ্ত) খাব না বা ফল খাব না, তাহলে তার এ ধরনের নযর বৈধ নয়। কিন্তু ঐ জিনিস খাওয়ার জন্য তাকে কসমের উক্তরূপ কাফ্ফারা দিতে হবে। *(মিনহাজুল মুসলিম ৬৩৭পৃঃ)*

কুড়িয়ে পাওয়া মাল

ইসলাম পরের মালকে হারাম ঘোষণা করেছে। পরের মাল আত্মসাৎ করাকে অবৈধ গণ্য করেছে। কেউ কোন মাল পথে-ঘাটে মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে তা কুড়িয়ে নেবে এবং খাবে কি না, তারও বিধান দিয়েছে ইসলাম।

১। পড়ে থাকা যে কোন জিনিসের যদি মালিক চিনতে পারেন, তাহলে সে জিনিস কুড়িয়ে রেখে তার মালিককে যে কোন প্রকারে সম্ভব হলে ফিরিয়ে দিন। জিনিসটি কার তা জানা গেলে, তা কুড়িয়ে গোপন করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা স্বরূপ।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং)*

২। কারো মালিকানাভুক্ত সীমানায় কিছু পড়ে থাকলে এবং তারই মাল বুঝা গেলে তা কুড়ানো বৈধ নয়। নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে কুড়িয়ে মালিককে প্রত্যর্পণ করা উচিত। আর এ সবে আপনি অবশ্যই আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। পরন্তু মালের মালিক যদি খুশী হয়ে বখশিস স্বরূপ আপনাকে কিছু দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

কারো পুকুরে মরা মাছ ভেসে উঠলে, সে মাছের মালিকও পুকুরের মালিকই। অপর

ব্যক্তির তুলে তা খাওয়া বৈধ নয়। (অবশ্য পুকুর-মালিকের অনুমতি থাকলে সে কথা ভিন্ন।) পুকুরের ঘাটে পড়ে থাকা ঘটি-বাটির মালিক কে তা জানতে পারলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মালিক জানা না গেলে, পুকুরের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া জরুরী নয়। কারণ, ঘাটে সাধারণ মহিলারাও ঘটি-বাটি ধুয়ে থাকে। সুতরাং তা প্রচার করে মালিক চিনতে হবে।

৩। পড়ে থাকা জিনিস যদি এমন নিম্ন পর্যায়ের হয়, যা হারিয়ে গেলে সাধারণতঃ লোকেরা তার খোঁজ করে না অথবা তার প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহলে তা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করায় দোষ নেই। যেমন কাষ্ঠখন্ড, কোন ফল ইত্যাদি।

একদা পথ চলতে চলতে মহানবী ﷺ একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখে বললেন, "যদি আমার ভয় না হতো যে, এটি সদকার খেজুর, তাহলে তা আমি খেয়ে নিতাম।" *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)* যেহেতু যাকাত ও সদকাহ তাঁর জন্য হারাম ছিল।

৪। পড়ে থাকা মালিকহীন জিনিস যদি কোন এমন প্রাণী হয়, যাকে কোন হিংস্র প্রাণী সাধারণতঃ শিকার করতে সক্ষম নয় (যেমন ঃ উঁট, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি), তাহলে তা ধরে আনা বৈধ নয়। তদনুরূপ এমন জিনিস কুড়িয়ে আনা বৈধ নয়, যা নষ্ট হবার নয়; যেমন ঃ গাছের গদি, লোহার বড় পাত ইত্যাদি।

আল্লাহর নবী ﷺ-কে হারিয়ে যাওয়া উঁটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "তোমার সাথে তার সাথ কি? তার সঙ্গে তার পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুঁজতে খুঁজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "ভ্রষ্ট ছাড়া অন্য কেউ (এলান উদ্দেশ্য বিনা) ভ্রষ্ট পশুকে জায়গা দেয় না।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ ১৭২০নং)*

৫। পড়ে থাকা মাল যদি এমন হয়, যা পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, (যেমন ঃ সোনা-রূপা, টাকা, কাপড়, আসবাব-পত্র, ছাগল, ভেঁড়া, বাছুর গরু, উঁট বা ঘোড়ার বাচ্চা, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি।) তাহলে তা কুড়িয়ে আনা বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল ঃ-

(ক) আমানতদারী তথা লোভ সংবরণ করার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

(খ) মালের সর্বপ্রকার গুণাগুণ জেনে নিতে হবে; অর্থাৎ, তার বাঁধন, পাত্র, পরিমাণ, প্রকার, রঙ ইত্যাদি মনে রাখতে হবে। যাতে সেই সূত্র ধরে আসল মালিককে তার মাল প্রত্যর্পণ করা সহজ হবে এবং নকল মালিক থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

(গ) এক বছর ধরে ঘোষণা করে তার মালিক খুঁজতে হবে। যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে লিখিত অথবা মৌখিক এলান দিয়ে এ কথা জানাতে হবে যে, সে পড়ে থাকা অমুক জিনিস পেয়েছে। যার জিনিস সে তার সঠিক পরিচিতি দিয়ে যেন তার কাছ

থেকে নিয়ে যায়। চুপ থেকে গোপন করা অথবা কেউ খুঁজতে এলে দেব, নচেৎ না -এই মনে করে ভরে রাখা বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ভিতরে এলান করা বৈধ নয়। তবে মসজিদের বাহির দরজায় এলান করতে পারা যায়।

(ঘ) যখন তার মালিক এসে সঠিক পরিচিতি দিয়ে তার জিনিস বলে দাবী করবে, তখন বিনা দলীল ও কসমে সে জিনিস তাকে ফেরৎ দিতে হবে। ফেরৎ দিতে হবে সেই জিনিসও, যা ঐ জিনিস থেকে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

এখানে এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি দাবীদার মালিক তার ঐ জিনিসের সঠিক পরিচিতি না বলতে পারে অথবা তার ঐ বলাতে তার জিনিস নয় বলে সুনিশ্চিত হয়, তাহলে নিজে ঐ জিনিস থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাকেই দিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তাতে আসল মালিক নিজ মাল হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

(ঙ) এক বছর ঘোষণার পর যদি মালিক না আসে, তাহলে প্রাপক ঐ মালের পরিচিতি মনে রেখে ব্যবহার বা ভক্ষণ বা বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু এক বছর পরেও যদি মালিক এসে তার সঠিক পরিচিতি বলে সেই মাল দাবী করে, তাহলে তাকে তার মূল্য ফেরৎ দিতে হবে।

৬। ছাগল-ভেঁড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপক ৩টির মধ্যে একটি কাজ করতে পারে ঃ-

(এক) সঠিক পরিচিতি মনে রেখে সে তা এই নিয়তে যবেহ করে খেয়ে ফেলতে পারে যে, তার মালিক এলে তার মূল্য তাকে আদায় করে দেবে।

(দুই) সঠিক পরিচিতি মনে রেখে তা বিক্রি করে তার মূল্য আমানত রাখতে পারে। যাতে মালিক এলে তাকে তার আমানত ফিরে দিতে পারে।

(তিন) সেই পশু লালন-পালন করতে পারে। অতঃপর মালিক এলে তার বাচ্চা সহ তাকে ফেরৎ দিয়ে দেবে। অবশ্য সে মালিকের নিকট থেকে লালন-পালনের খরচ নিতে পারে।

৭। ফলের ঝুড়ি বা কার্টুন পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাপক এই নিয়তে খেতে বা দান করতে পারে যে, মালিক এলে তার মূল্য আদায় করে দেবে। নচেৎ কুড়িয়ে বিক্রি করে তার মূল্য জমা রেখে দেবে। অতঃপর এলানের এক বছরের ভিতরে অথবা তার পরে এলে সেই মূল্য মালিককে ফেরৎ দিয়ে দেবে। বলাই বাহুল্য যে, তা ভরে রেখে নষ্ট করা যাবে না।

৮। মক্কায় হাজীদের মাল কুড়ানো বৈধ নয়। হারাম-সীমানার ভিতরের কোন জিনিস কুড়ালে সারা জীবন এলান করতে হবে, কোন সময়ই তা প্রাপকের জন্য হালাল নয়। হারাম-সীমার বাইরের জিনিস হলে ১ বছর এলান করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে*

উষাইমীন ২/৯৮০)

আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, “নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।” *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

তিনি হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস কুড়াতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ১০৬১নং)*

উল্লেখ্য যে, বহু জুতার মাঝে আপনার জুতা হারিয়ে গেলে পড়ে থাকা অন্য জুতা নেওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৯৭৮)* তদনুরূপ অন্য জিনিসও। অবশ্য যদি আপনার জুতা বা জিনিসের জায়গায় কেবল এক জোড়া জুতা বা একটি জিনিসই পড়ে থাকে এবং সেখানে তার কোন মালিক না থাকে, তাহলে যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় যে, সে নিজের পরিবর্তে আপনারটা নিয়ে গেছে, তবে তা আপনি উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সমমানের না হলে আপনাকে ঘোষণার মাধ্যমে সে মালিক খুঁজে বের করা উচিত। এ ক্ষেত্রে আপনারটা বেশী দামের হলে আপনারটা যে নিয়েছে তাকে খুঁজবেন এবং কম দামের হলে খুঁজবেন না, তা কিন্তু চলবে না।

৯। পথে চলতে চলতে কোন পথিক যদি তার সওয়ারী মরণোন্মুখ হওয়ার জন্য ছেড়ে যায়, তাহলে প্রাপক তা নিয়ে বাঁচিয়ে তুললে, সে তার মালিক হয়ে যাবে। *(আবূ দাউদ ৩৫২৪নং)*

১০। শিশু বা পাগল যদি কোন জিনিস কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে, তাহলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক অনুরূপ এলান করবে।

১১। কোন জিনিস কুড়িয়ে আনার পর, তা পুনরায় সে জায়গায় ফেলে আসা বৈধ নয়। ফেলে এলে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২। বিক্রীত পশু বা পাখী ঘরে পালিয়ে এলে এবং ক্রেতার ঠিকানা অজানা থাকলে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মত তার ব্যাপারে এক বছর এলান করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও গোপন করে, তা পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রয় করা অথবা নিজে ভক্ষণ করা বৈধ নয়।

১৩। কারগো করা মাল প্রাপক ছাড়াতে না এলে অথবা ছাড়াতে না পারলে তা নিলাম করে বিক্রি করা হয়। অন্য কারো জন্য তা ক্রয় করা বৈধ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরী তার মূল্য প্রেরককে ফেরৎ দেওয়া। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৮/৯৬)*

১৪। মহানবী ﷺ বলেন, অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী একটি স্বর্ণভান্ডার (সোনার পাহাড়) প্রকাশিত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে সে যেন তা হতে কিছুও গ্রহণ না করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

১৫। মাটির নিচে পোঁতা স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা অথবা অলংকার যার জায়গায় পাওয়া

যাবে, তা তারই। তা বের করার পর ৫ ভাগ করে ১ ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে। *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, কুড়িয়ে পাওয়া মাল যদি কেউ না খেয়ে আল্লাহর নামে দান করে দেয়, তবে সেটাই উত্তম। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, দান করলেও মালিকের বিনা অনুমতিতে দান করা হবে। অতএব দান করার পরে যদি মালিক এসে তার মাল ফেরৎ চায়, তাহলে তা বা তার মূল্য অবশ্যই আদায় করতে হবে।

বলাই বাহুল্য যে, কোন জিনিস কুড়িয়ে পাওয়াটা তত বড় বা মোটেই কোন সৌভাগ্যের দলীল নয়, যতটা লোকে মনে করে। কারণ, পরের জিনিস মালিক হয়ে ভোগ করার আগে যে সকল কর্তব্য আছে, তা পালন করা সকলের জন্য সহজ ব্যাপার নয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি হিসাবে আপনাকে ভুল করে বেশী দেয় অথবা কম নেয় এবং আপনি তা বুঝতে পারেন তাহলে সে মাল আপনার জন্য হালাল নয়। সাথে সাথে সে মাল তার মালিককে ফেরৎ দিন। এ ক্ষেত্রে 'যো আপসে আতা হ্যায়, আনে দো' বলে সে মাল ভক্ষণ করবেন না। কারণ তা হারাম মাল।

বাগানের ফল

যে বাগানের মালী বা আগলদার নেই এবং যে বাগান ঘেরা-বেড়া দরজা বন্ধ নয়, সে বাগানের গাছ থেকে পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে খাওয়া অথবা নিচু গাছের ফল হাতে তুলে খাওয়া অবৈধ নয়। অবশ্য তা কুড়িয়ে বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। বাগানের আগলদার বা মালী আছে মনে হলে তিনবার ডাক দিয়ে অনুমতি নেওয়া উচিত। সাড়া না পাওয়া গেলে সেখান হতে অনুরূপ খাওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে বাগানের গাছে উঠে অথবা ঢিল বা লাঠি মেরে পেড়ে খেতে পারে না। *(আবূ দাঊদ ১৭১০, ইবনে মাজাহ ২৩০০-২৩০১নং দ্রঃ)* যেমন ফল যদি গাদা করা থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় বাগানের মালিক, মালী বা অন্য কেউ করেছে, অতএব সেই গাদা থেকে কিছু নেওয়াও বৈধ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, অধিকাংশের নিকট শর্ত হল, সে লোককে অভাবী ও ক্ষুধার্ত হতে হবে, নচেৎ পরের বাগানের ফল খাওয়া বৈধ হবে না। *(আল-মুলাখ্খাসুল ফিকহী ৪৬৫পৃঃ)*

অতএব পড়ে থাকা আম, জাম, তাল, কুল, বেল, তেঁতুল, প্রভৃতি ফল যদি ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত হয়, কিন্তু মালিক তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং কেউ যদি সে ফল না খায়, তাহলে তা এমনিই নষ্ট হয়ে যাবে অথবা সে সব খাওয়াতে যদি সমাজে প্রচলিত লৌকিক অনুমতি থাকে, তাহলে এ সব ক্ষেত্রে তা খাওয়া বৈধ; নচেৎ নয়।

পক্ষান্তরে গাছে উঠে বা ঢিল মেরে পেড়ে খাওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় তা কুড়িয়ে বা তুলে বিক্রয় করা। অবশ্য মালিকের কোন প্রকাশ্য, মৌন অথবা লৌকিক অনুমতি থাকলে সে কথা ভিন্ন।

বলাই বাহুল্য যে, পরহেযগার মানুষদেরকে এমন সন্দিগ্ধ ফল খাওয়া হতে দূরে থাকাই উচিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পরের জমি থেকে জমির ফসল নষ্ট করে অথবা তার পানি তুলে ফেলে মাছ ধরা কিংবা শাক তোলা বৈধ নয়। জেনেশুনে এমন মাছ বা শাক কিনে খাওয়াও বৈধ নয়। কেননা তাতে অন্যায়ের সহযোগিতা হয়।

মস্তানি করে আদায়কৃত অর্থ

সমাজে কিছু 'বল্গাহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া' ও 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত' যুবক মস্তান বা গুন্ডা আছে, যারা নিজের জন্য অথবা কোন মুআক্কেলের জন্য পরের জায়গা জবরদখল, চাঁদাবাজি অথবা 'সেলামী' আদায় করে থাকে এবং তাদেরকে তা না দিলে বিরোধীপক্ষের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। তাদের নীতি হল, 'হাতি চড়ে ভিক্ষা মাগি, ইচ্ছায় না দেও ঘর ভাঙ্গি।'

বলা বাহুল্য, তাদের এ কাজ অন্যায় ও যুলুম। যেহেতু তা এক শ্রেণীর ডাকাতি। অতএব অন্যায় ও হারাম তাদের ঐ আদায়কৃত অর্থ। যদিও তাদের কেউ কেউ দাবী করে যে, তারা নাকি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, লোহা দিয়ে লোহা কাটে, লোকের পড়ে থাকা ঋণ আদায় করে দেয়, উপেক্ষিতা নারীকে তার স্বামীর ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসে, জোর করে চাঁদা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে অনেক গরীবদের খিদমত করে। বিধবাদের দেখাশোনা করে, গরীব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। --- ইত্যাদি।

কিন্তু বন্ধু! পেশাব দিয়ে পায়খানা ধুয়ে লাভ কি? পায়খানার গন্ধ গেলেও পেশাবের দুর্গন্ধ ও নাপাকী তো আর কম নয়। উল্লেখিত ভালো কাজগুলোর জন্য যাকাত ও দান-খয়রাতের অর্থ আদায় করে ফান্ড্ তৈরীর মাধ্যমে করা যায়। সমাজে সে ব্যবস্থা না থাকলে আন্দোলন ও দ্বীনী-জাগরণের মাধ্যমে জন-সাধারণকে সচেতন করে সে ফান্ড্ তৈরী করা জরুরী। তা সম্ভব না হলে মানুষের উপর যুলুম কোন প্রকারে বৈধ নয়। বৈধ নয় আইনকে হাতে নেওয়া। প্রশাসন খোঁড়া এবং আইন অন্ধ হলেও কোন সাধারণ মানুষের জন্য ইচ্ছামত আইন ও শাসন প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

'সমাজই তো মস্তান তৈরী করে। পরিস্থিতির চাপে পড়েই অনেকে চোর-গুন্ডা-

বদমাশ হয়।' -এ দাবী সত্য হলেও যা অন্যায় তা অন্যায়। কোনও সৎ উদ্দেশ্যে অন্যায় করা যেতে পারে না। যদিও বহু মস্তান অনুরূপ সৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে অধিকাংশে নিজেদেরই প্রবৃত্তি-পূজা করে থাকে।

এই শ্রেণীর মানুষরা ইহ-পরকালে যে নিঃস্ব, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কাকে বলে?" সকলে বলল, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই এবং কোন সম্পদও নেই।' তিনি বললেন, "কিন্তু আমার উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পক্ষান্তরে সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর ধন আত্মসাৎ করে থাকবে, ওর রক্তপাত ঘটিয়ে থাকবে এবং একে মেরে থাকবে (ইত্যাদি)। ফলে সেদিন তার নেকী তার প্রতিবাদীকে প্রদান করে (প্রতিশোধ) দেওয়া হবে। অনুরূপ দেওয়া হবে অন্যান্য (মযলুম) প্রতিবাদীকেও। এতে যদি তার বিচার নিষ্পত্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিবাদীদের গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৮১৮নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই চাঁদাবাজরা জাহান্নামে যাবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪০৫নং)*

জোর-যুলুম করে চাঁদা ও ট্যাক্স আদায় করার পাপ বিরাট বলেই তার কথা উল্লেখ করে মহানবী ﷺ ব্যভিচারের পাপে অনুতপ্তা ও দন্ডপ্রাপ্তা এক তওবাকারী মহিলার জন্য বলেছিলেন, "সে এমন তওবা করেছে যে, যালেম (চাঁদাবাজ) যদি অনুরূপ তওবা করে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করা হবে! *(আবূ দাউদ ৪৪৪২নং, 'সুখের সন্ধান' দ্রষ্টব্য)*

এই শ্রেণীর চাঁদাবাজদের শ্রেণীভুক্ত লোক তারাও যারা ঃ-

পদ বা দাপটের জোরে বিক্রেতাকে ন্যায্য মূল্য আদায় করে না।

দোকানে দোকানে হুমকি দেখিয়ে চাঁদা অসূল করে।

বাড়ির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়ে চাঁদা আদায় করে।

রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা আদায় করে।

বিয়ের সময় গাড়ি আটকে জোর-জুলুম করে চাঁদা আদায় করে।

নিষিদ্ধ মালের ভয় দেখিয়ে এয়ারপোর্টে, ট্রেনে, ষ্টেশনে মুসাফিরের পয়সা লুটে।

কোন আপনজনকে অপহরণ করে পণবন্দী বানিয়ে টাকা অসুল করে।

আর তাদেরকে তাদের মাগা জিনিস না দেওয়া হলেই কোন ক্ষতি করে, প্রহার করে অথবা জানের হুমকি দেয়। পরের উপার্জিত হালাল রুযীতে তারা অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে চায়। কত বড় নিকৃষ্ট যালেম তারা এবং কত বড় হীন ভিখারী তারা!

মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ))

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(সূরা শূরা ৪২ আয়াত)*

অসিয়ত করা মাল

মৃত্যুর পূর্বে যে ধনী ব্যক্তি তার এক তৃতীয়াংশ মালের ভিতরে (ওয়ারেস নয় এমন) কোন আত্মীয়কে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে বৈধ অসিয়ত (উইল) করে যায়, তাহলে তার মরণের পর সে অসিয়ত পালন করা ওয়াজেব এবং তাতে রদ্দ-বদল করা হারাম। বলা বাহুল্য, যার বা যে প্রতিষ্ঠানের জন্য অথবা যে কাজে অসিয়ত করা হয়েছে, তা পালন না করে নিজে ভক্ষণ করা হারাম।

যেমন কোন ওয়ারেসের নামে অসিয়ত করা হলে ওয়ারেসের সে মাল খাওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে 'অসিয়ত' করার বিধান দেওয়া হল। সাবধানীদের পক্ষে এটা অবশ্য পালনীয়। অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর (সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল করে) সন্ধি করে দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা বাকারাহ ১৮০-১৮২)*

প্রকাশ থাকে যে, পিতামাতা বা কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয়।

যেহেতু মহানবী ﷺ অতিরিক্ত নির্দেশ দিয়ে বলেন, “আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে নিজ নিজ হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৮৭০নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

অসিয়তের গুরুত্ব আছে বলেই। মহান আল্লাহ মীরাসের আয়াতে মীরাস বন্টনের পূর্বে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। *(সূরা নিসা ১১- ১২ আয়াত)*

ওয়াক্‌ফের মাল

যে মাল আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ করা হয়, সে মাল মালিকের হাত থেকে বের হয়ে যায় এবং সে মাল তার হকদার ছাড়া অন্যের ভক্ষণ করা বৈধ নয়। সুতরাং মসজিদ, মাদ্রাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি ওয়াক্‌ফের মালে যাদের অধিকার নেই তারা তা ভক্ষণ করতে পারে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯১, ২৪/৫৯)*

পরের হক গ্রহণ

অনেক সময় জমি-জায়গা বা টাকা-পয়সা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য অনেক সময় থানা-পুলিস ও কোর্ট-হাকিমের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সেখানে দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষী-সবুত ছাড়া মীমাংসা হয় না। নিজের হক হলেও তা হাকিমের কাছে দলীল বা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে বাহ্যতঃ সে হক তার নয়। বাহ্যতঃ যার হাতে আছে, মাল তারই। দলীল বা সাক্ষী ছাড়া ভিতরের খবর কে বলতে পারে? দলীল-সাক্ষী কিছু না থাকলে কসমের পালা আসে। প্রতিবাদী নির্দোষ বলে অথবা সে মাল তার বলে কসম খেতে পারলে তা তারই হয়ে যায়।

হাকিম বা বিচারক তো আর গায়বের খবর জানেন না। তিনি বাহ্যিক দলীল, সাক্ষী বা কসম দ্বারা বিচার করে দেন। কিন্তু অনেক সময় সে বিচার বাহ্যদৃষ্টিতে সঠিক হলেও বাস্তবদৃষ্টিতে বেঠিক হয়। হকদার দলীল বা সাক্ষী উপস্থিত করতে না পেরে নিজের হক থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্য সে হক কিয়ামতে তার জন্য সংরক্ষিত থাকে।

কিন্তু প্রতিবাদী জেনেশুনে যদি বাদীর হক ঐ ফায়সালা অনুযায়ী গ্রহণ করে, তাহলে তা বিচারকের দেওয়া ফায়সালা বলে তার জন্য ঐ মাল হালাল হয়ে যাবে না। বাহ্যতঃ বিচারকের ফায়সালা পরের (হারাম) মালকে হালাল করতে পারে না।

এ ব্যাপারে দ্বীনের নবী ﷺ বলেন, “আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আর তোমরা

আমার নিকট বিচার নিয়ে আসছ। সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ একে অন্যের চাইতে দলীল ও প্রমাণ পেশকরণে অধিক পারদর্শী। ফলে আমি তার নিকট থেকে আমার শোনা মতে তার সপক্ষে ফায়সালা দিয়ে তার ভায়ের কিছু হক তাকে দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। যেহেতু আমি তো (এ অবস্থায়) তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের একটি অংশ কেটে দিই।" *(বুখারী, মুসলিম ১৭১৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং বেহেশ্ত্ হারাম করে দেন।" লোকেরা বলল, 'যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল?!' বললেন, "যদিও বা পিল্লু (গাছের) একটি ডালও হয়।" *(মালেক, মুসলিম ১৩৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবী করে যা তার নয়, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৫৯৯০নং)*

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে যার যে হক নেই, সেই হক যদি কোন তাগূতী সরকার দিয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই তা নাহক। ইসলাম কারো হক নষ্ট করেনি। ইসলামের ভাগবন্টনে সম্পূর্ণটাই ইনসাফ। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা কারো প্রতি যুলম করেন না। *(সূরা ইউনুস ৪৪ আয়াত)* এখন যদি কোন মুসলিম তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাগূতী আইনের বলে নিজের নাহক অধিকার আদায় করে, তাহলে তা তার হারাম খাওয়া হবে।

গুদামজাত করা মাল

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাপী ছাড়া অন্য কেউ (দুষ্প্রাপ্যতার সময়) খাদ্য গুদামজাত করে না।" *(মুসলিম ১৬০৫, আবূ দাউদ ৩৪৪৭, তিরমিযী ১২৬৭, ইবনে মাজাহ ২১৫৪নং)*

বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময় খাদ্য গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ানো বৈধ নয়। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে পয়সা দিয়েও খাদ্য পায় না, তখন মজুদদারদের তা আটকে রাখা বৈধ নয়। বলা বাহুল্য, তারপরেই তা চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করা অর্থ অবশ্যই হারাম।

অবশ্য দুষ্প্রাপ্যতার বাজার না হলে খাদ্য-শস্য বেঁধে রেখে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

তদনুরূপ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে জিনিসের দাম অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে ব্যবসা করা, ভিঁড়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার

করে গাড়ির ভাড়া সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

রমযানে রোযার দিনে পানাহার

রমযানের রোযা প্রত্যেক সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন, সামর্থ্যবান, গৃহবাসী (অমুসাফির), সুস্থ ও সকল বাধা (মাসিক ও নিফাস) থেকে মুক্ত মুসলিম নরনারীর উপর ফরয। অতএব উক্ত প্রকার মানুষের জন্য রমযান মাসের যে কোন দিনে ফজর উদয়ের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি হারাম।

রোযার দিনে সারাদিন রোযা থেকে কেউ যদি ইফতারীর সামান্য পূর্বেও কিছু খেয়ে নেয়, তবুও তা হারাম, তার রোযা বরবাদ এবং সে লোক মহান আল্লাহর নিকট শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯ ১নং)*

নিষিদ্ধ ভোজ ও ভোজন

কিছু লোক আছে, যারা ভোজবাজিতে প্রতিযোগিতা লাগায়। সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে অপরের সাথে কমপিটিশন করে। ও ভালো খাবার খাওয়ালে এ আরো ভালো খাবার খাইয়ে দেখায়, ও পাঁচ রকম খাওয়ালে এ সাত রকম করে খাওয়ায়। আর তাতে উদ্দেশ্য হয়, আপোসে গর্ব করা ও সুনাম নেওয়া। সুতরাং এই শ্রেণীর দাওয়াত আয়োজন বুঝতে পারলে কোন দাওয়াতেই অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "(অলীমাভোজে) আপোসে প্রতিযোগিতাকারীদ্বয়ের দাওয়াত

কবুল করা যাবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না।" *(বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬৬৭১নং)*

তদনুরূপ কিছু আবেগময় দানবীর মানুষ আছে, যারা দানশীলতায় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে গর্ব ও লোকপ্রদর্শনীতে পতিত হয়। একজন গরু যবাই করে খাওয়ালে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরজন তার থেকে ভালো গরু যবাই করে বেশী লোককে খাওয়ায়। পরবর্তীতে প্রথমজন আবার তার থেকে ভালো গরু যবাই করে বেশী লোককে খাওয়ায় এবং অপরজনও অনুরূপ। আর এই ভাবে প্রতিযোগিতা করতে করতে পরিশেষে একজন হার মেনে নেয়। এমন ভোজবাজি বিরল হলেও তা আছে এবং ঐ ভোজ করা ও খাওয়া নিষিদ্ধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বেদুঈনদের প্রতিযোগিতামূলক যবাইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। *(সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪৬নং)*

হারাম কামাই

(১) হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন

চুরি-ডাকাতি

চোর ঃ যে চুপিসারে চুরি করে।

ছিন্তাইকারী ঃ যে প্রকাশ্যে ছিন্তাই করে, অকস্মাৎ নিয়ে অদৃশ্য হয় এবং জোরপূর্বক নেয় না।

তসরুফকারী ঃ যে আত্মগোপন করে কাউকে বুঝতে না দিয়ে গুটি গুটি সরায়।

ডাকাত ঃ যে প্রকাশ্যে এবং বলপূর্বক সম্পদ লুটে নেয়।

চুরি করা অর্থ

কিছু মানুষ আছে, যারা অর্থ উপার্জন করতে চায় না। এরা পরের জিনিসে লোভ করে তার চোখের আড়ালে অজান্তে সেই হিফাযতে রাখা জিনিস নিয়ে চম্পট দেয়। লোকের মেহনত বলে কামানো জিনিসে তাদের চোখ যায় এবং তা চুরি করে নিজের পেট চালায় ও বিলাসিতা করে। এমনকি সংসারের ছোট-খাট জিনিস চুরি করার ফলে ছিঁচকে চোরও চৌর্যবৃত্তিতে পাকা হয়ে যায়। 'আতি চোর পাতি চোর, হতে হতে সিঁদেল চোর।' আম চুরি, তাল চুরি, পেঁপে চুরি, গোশুশালা ও রান্নাশালায় গোশু চুরি, পরের পুকুরের মাছ চুরি, মাঠের ফসল চুরি, খামারের ধান চুরি, খড় চুরি, ছাগল-গরু চুরি, থালা-বাটি চুরি, টাকা-পয়সা ও অলংকার চুরি এবং এইভাবে সকল প্রকার চুরি

রপ্ত হয়ে যায় চোর হারামখোরের।

চোর হাতের সাফাই এত বেশী যে, জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষের পকেট থেকে টাকা চুরি করে নিতে পারে চোররা। বাসে-ট্রেনে বা কোন ভিঁড়ের জায়গায় একটু বেখেয়াল হলেই আপনার পকেট খালি হয়ে যাবে। এমনকি পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত কা'বাগৃহের তওয়াফকালে, অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ ইবাদত হজ্জ বা উমরাহ করাকালে যখন হাজী সাহেবানদের মন একান্তভাবে আল্লাহ-অভিমুখী হয়, তখনও পকেট থেকে বেখেয়াল হওয়ার উপায় নেই। তখনও পৃথিবীর সর্বাধম পকেটমারটি হাজীর পকেট মারার জন্য তৎপর থাকে এবং অনেক হাজীকে বেহাল ও নাজেহাল করে ছাড়ে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

ভাবতে অবাক লাগে সেই চোরের কথা শুনে, যে মসজিদের ভিতর থেকে মসজিদের আসবাব-পত্র চুরি করে। কত হীন ও দুঃসাহসিক সেই চোর যে, কবর খুঁড়ে লাশ অথবা তার কাফন চুরি করে। মহানবী ﷺ এমন চোরকে অভিশাপ করেছেন। *(বাইহাক্বী ৮/৩৭০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২ ১৪৮নং)*

বলা বাহুল্য, এটি একটি সামাজিক মহা অপরাধ। আর এই সমাজ-বিরোধী নোংরা মানুষটির হাত যা করে, তার জন্য রাখা হয়েছে উচিত ও উপযুক্ত শাস্তি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

অর্থাৎ, চোর ও চোরনীর কৃতকর্মের বিনিময় ও আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি স্বরূপ তোমরা তাদের (ডান) হাত কেটে দাও। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মাইদাহ ৩৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ চোরকে অভিশপ্ত করুন; সে ডিম (অথবা হেলমেট) চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায়।" *(বুখারী)*

এই শ্রেণীর অপরাধী যখন অপরাধ করে, তখন সে মুমিন থাকে না; অর্থাৎ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭নং, আসহাবে সুনান)*

আর যে মক্কায় হাজীদের সামান চুরি করে এমন এক চোরের জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন, "--- এমনকি (সূর্য-গ্রহণের নামায পড়ার সময়) জাহান্নামে আমি এক মাথা

বাঁকানো লাঠি-ওয়ালাকেও দেখলাম, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যে তার ঐ লাঠি দিয়ে হাজীদের সামান চুরি করত। লাঠির ঐ বাঁক দিয়ে সামান টেনে নিত। অতঃপর কেউ তা টের পেলে বলত, আমার লাঠিতে আপনা-আপনিই ফেঁসে গেছে, আর কেউ টের না পেলে সামানটি নিয়ে চলে যেত। *(মুসলিম ১৫০৭নং)*

চুরির জগতে চুরির নানা ধরন রয়েছে ঃ-

ডাক-বিভাগের কোন কর্মচারী বা অন্য কারো চেক বা ড্রাফ্‌ট চুরি। অর্থ ব্যয় করে যাদেরকে রক্ষক বানানো হয়, তারাই ভক্ষক হয়ে জনসাধারণের মাল চুরি করে।

সরকারি কারেন্ট্‌ চুরি। মাল সরকারের হলেও তা এক প্রকার চুরি। যা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়, তা লুকিয়ে বিনা পয়সায় ব্যবহার করা চুরি নয় তো কি?

তদনুরূপ টেলিফোনের লাইন চুরি। লাইন চুরি করে ব্যবহার করা এবং বিল দিতে ফাঁকি দেওয়া, অথবা বিল অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, অথবা চুরির লাইনে অর্থ কামানো ইত্যাদি সবই হারাম।

লাইব্রেরী থেকে গোপনে বই নেওয়া অথবা বই পড়তে নিয়ে ফেরৎ না দেওয়া এক প্রকার চুরি। দোকানে মাল কিনতে ঢুকে কোন প্রকারে কিছু মাল গোপনে রাখা অথবা হিসাবের বাইরে রাখাও চুরি ছাড়া আর কি?

জিনিস ধার নিয়ে তা অস্বীকার করা

প্রয়োজনে মানুষ অপরের নিকট থেকে কোন না কোন জিনিস ধার নিয়ে সাময়িক ব্যবহার করার পর তা ফেরৎ দিয়ে থাকে। এমন কাজ যে সামাজিক সৌহার্দ্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর হীন মানুষ আছে, যারা জিনিস ধার নিয়ে আর ফেরৎ দেয় না। ফেরৎ চাইতে গেলে অস্বীকার করে। এমন লোকও যে এক শ্রেণীর চোর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহানবী ﷺ-এর যুগে (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা অনুরূপভাবে লোকের কাছে জিনিস ধার নিত, অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ

করলেন)।

এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!” অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।” *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

অনুরূপভাবে কোন জিনিস আমনত রেখে অস্বীকার করাও সমপর্যায়ের অন্যায়।

ডাকাতি করে কামাই

এক শ্রেণীর দুঃসাহসী চোর আছে, যারা প্রকাশ্যে মানুষের ঘরে, দোকানে অথবা ব্যাংকে প্রবেশ করে শক্তির জোরে অর্থ লুটে নিয়ে যায়। প্রাণঘাতের ভয় দেখিয়ে এবং অনেক সময় প্রাণহানি ঘটিয়ে তারা লোকের সম্পদ হরণ করে। এদেরকে বলা হয় ডাকাত। এই ডাকাত কিন্তু আরো বড় সমাজ-বিরোধী।

অন্য এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী আছে, যারা শক্তির জোরে পথে-ঘাটে মানুষের সম্পদ ছিন্তাই করে, বাস ও ট্রেন থামিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অলংকার ও অর্থ লুটে। এই ডাকাত ও ছিন্তাইকারী দল যেমন মানুষের কাছে ঘৃণ্য, তেমনি আল্লাহর কাছেও ঘৃণ্য এবং ক্রোধভাজন। অবশ্য মানুষের আইনে তারা অনেক ক্ষেত্রে বহাল তবীয়তে বেঁচে যায় এবং সমাজের লোকে ভয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর আইনে বাঁচার উপায় নেই। যেহেতু এই হারামখোররা হল দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। শান্তির পরিবেশে অশান্তি সৃষ্টিকারী। নিরাপদ জনপদে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। তাই মনুষ্য-সমাজে এদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। বাঁচার অধিকার থাকলেও এমন অক্ষমভাবে তারা বেঁচে থাকবে, যাতে আর দ্বিতীয়বার ঐ শ্রেণীর দুষ্কর্ম না করতে পারে। এই শ্রেণীর অপরাধীদের জন্য ইসলামের সাধারণ আইন হল ঃ-

((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (٣٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো করা হবে অথবা বিপরীতভাবে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। *(সূরা মাইদাহ ৩৩ আয়াত)*

পক্ষান্তরে তাদের সে অর্থ যে স্পষ্ট হারাম, তাতে কারো সন্দেহ নেই।

পণবন্দী বানিয়ে অর্থগ্রহণ

পণবন্দী বানিয়ে অর্থগ্রহণ এক প্রকার ডাকাতি। ছোট শিশু অথবা অবলা নারীকে অপহরণ করে বন্দী রেখে তার অভিভাবকের নিকট থেকে অর্থ দাবী করা এবং তা না দিলে ঐ পণবন্দীকে মেরে ফেলার হুমকী দেখানো অথবা মেরেই ফেলা আল্লাহর যমীনে ফাসাদ ছড়ানোর শামিল। আর ঐ মুক্তিপণ যে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তদনুরূপ বিবাহের নামে স্ত্রীকে পণবন্দী করে পণ ও যৌতুক আদায় এক শ্রেণীর ভদ্র ডাকাতের অর্থ অপহরণের সুন্দর কৌশল। এরা স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসার আশাধারী নয়, সুখী সংসার গড়ার পক্ষপাতী নয়, এরা হল অর্থলোভী ও টাকা-প্রেমী। এরা হল সেই মৎস্য-শিকারী, যে বঁড়শীর উপরে টোপ লাগিয়ে মৎস্য শিকার করে। স্ত্রীর উপর মৌখিক ও দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে জোর-যুলুম করে শ্বশুরের অর্থ গ্রহণ করে এরা। ফলে এরা যে কোন্ শ্রেণীর হারামখোর এবং এদের ঐ পণের টাকা যে কোন্ শ্রেণীর হারাম তা বলাই বাহুল্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অসীলা বানিয়ে (তার কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে) এক গ্রাসও কিছু ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ গ্রাস জাহান্নাম থেকে ভক্ষণ করাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অসীলা বানিয়ে (তার কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে) একটি কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ কাপড় জাহান্নাম থেকে পরিধান করাবেন। ---" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৮৩নং)*

পরের জমি জবরদখল করা

যেন-তেন-প্রকারেন পরের জমি অথবা জায়গা দখল করে ফসল উৎপাদন করে হারাম খায় এক শ্রেণীর হারামখোর। পদের জোরে অথবা জনশক্তির জোরে পরের জিনিসকে নিজের করে নিতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। ফলে 'লাঠি যার মাটি

তার। জোর যার মুলুক তার। জিসকী লাঠী উসকী ভ্যাঁইস।' একটি আইন বলে পরিগণিত হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!" *(আহমাদ ৪/ ১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)*

আরো এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি নাহক জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত নিচে ধসিয়ে দেবেন।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সেই জিনিস দাবী করে, যে জিনিস তার নয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়।" *(মুসলিম ৬১নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।" *(মুসলিম ১৯৭৮-নং)*

অপরের স্থাবর-অস্থাবর ধন-সম্পত্তি দাবীর জোরে কাযীর কাছে কসম খেয়েও নিজের প্রমাণ করে খাওয়ার হারামখোর আল্লাহর নিকট অতি ঘৃণিত। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল অনধিকার আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে কসম করে, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথার সমর্থনে আল্লাহর কিতাব থেকে এই আয়াত আমাদের জন্য পাঠ করলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَـٰنِهِمۡ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٧٧ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭৭ আয়াত) (বুখারী ৬৬৭৬, ৬৬৭৭, মুসলিম ১১০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

অপরের গাফলতি অথবা সরলতার সুযোগ নিয়ে তার জমি অথবা জায়গা ছলে-বলে কলে-কৌশলে রেকর্ড করে নেওয়াও জমি জবর-দখলের শামিল। অতএব মুসলিম হুশিয়ার!

কয়েক বছরের জিন্দেগীর জন্য পরের জমি নাহক দখল করে কবরে গেলে তার দ্বারা উপকৃত হবে উত্তরাধিকারীরা। আর দখলকারী কবরে কয়েক হাত জায়গা নিয়ে আযাব ভোগ ও আফশোস করতে থাকবে।

পরের গাই দুইয়ে নেওয়া

পরের উঁটনী, গাই বা ছাগল লুকিয়ে দুইয়ে নেওয়া এক প্রকার চুরি। সুতরাং ঐ দুধ খাওয়া হালাল নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন অপরের পশু তার বিনা অনুমতিতে অবশ্যই না দোয়ায়। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার খাদ্য ও পানীয়র পাত্র ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং খাবারগুলো ছড়িয়ে পড়ুক? লোকেদের পশুর স্তন তো তাদের খাবার সঞ্চয় করে রাখে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অপরের পশু তার বিনা অনুমতিতে অবশ্যই না দোহায়।" *(বুখারী, মুসলিম ১৭২৬নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ছিনিয়ে নেওয়া মাল মৃত প্রাণী অপেক্ষা অধিক পবিত্র নয়।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ১৯৮৬নং)*

এ হল চুরি-ডাকাতির কয়েকটি নমুনা মাত্র। এ ছাড়া কত চোর যে কত রকমভাবে চুরি করে খায় এবং হারাম খায় তার সঠিক হিসাব কে জানে?

কিন্তু ঐ শ্রেণীর যালেম হারামখোরদের তওবা করা উচিত। যাতে তারাও আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আল্লাহর বান্দারাও তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম।

(সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।" *(বুখারী ৩৫৩৪, তিরমিযী ২৪১৯নং)*

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কাকে বলে?" সকলে বলল, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই এবং কোন সম্পদও নেই।' তিনি বললেন, "কিন্তু আমার উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পক্ষান্তরে সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর ধন আত্মসাৎ করে থাকবে, ওর রক্তপাত ঘটিয়ে থাকবে এবং একে মেরে থাকবে (ইত্যাদি)। ফলে সেদিন তার নেকী তার প্রতিবাদীকে প্রদান করে (প্রতিশোধ) দেওয়া হবে। অনুরূপ দেওয়া হবে অন্যান্য (মযলুম) প্রতিবাদীকেও। এতে যদি তার বিচার নিষ্পত্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিবাদীদের গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৮১৮নং)*

ধোকা-ধাপ্পা দিয়ে চুরি

এক শ্রেণীর চোর আছে, যারা গোপনে চুরি করে না। তারা বরং চোখের সামনে ধোকা-ধাপ্পা দিয়ে লোকের কাছ থেকে মাল বাগিয়ে নেয়। যেমন, ক্রেতার বেশে দোকানে মাল নিয়ে দাম না দিয়ে উল্টে বাকী টাকা চাওয়া, বিক্রেতার বেশে মাল বা টিকিটের দাম টাকা নিয়ে নিইনি বলে অস্বীকার করে দ্বিতীয়বার টাকা নেওয়া।

জ্ঞাননাশক কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে মাল নিয়ে চম্পট দেওয়া।

গাড়ি ভাড়া করে মাল নিয়ে যেতে যেতে মাঝ পথে স্টার্ট বন্ধ করে মুসাফিরকে গাড়ি ঠেলতে বলে স্টার্ট করে তার মাল সহ চম্পট।

হোটেলে খেয়ে পয়সা না দিয়ে কৌশলের সাথে পলায়ন।

গাড়িতে তেল ভরে পয়সা না দিয়ে ভোঁ করে উধাও হওয়া।

পার্টস সারা যাবে না বলে পরিবর্তে নতুন লাগিয়ে দিয়ে ফেলে যাওয়া ঐ পার্টস সেরে বিক্রয় করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

((وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ)) (٤٣) سورة فاطر

অর্থাৎ, কুচক্র কুচক্রীদেরকেই পরিবেষ্টন করে। *(সূরা ফাত্বির ৪৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)*

সূদী কারবার ও তার উপার্জন হারাম

আল্লাহ তাআলা সূদকে সর্বতোভাবে কঠোররূপে হারাম গণ্য করেছেন এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, 'বেচা-কেনা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সূদ ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ হল আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও না। *(ঐ ২৭৮-আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

"সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

"সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮-নং)*

"জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।" *(আহমাদ ৫/৩৩৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়ার গোনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার গোনাহ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও বড়। বরং সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট গোনাহ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান!!

"সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত!" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

আবূ জুহাইফা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ চামড়ায় দেগে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

('ব্যাংকের সূদ কি হালাল' এবং 'দেনা-পাওনা' বই দুটি একবার করে অবশ্যই পড়ে নিন।)

বলাই বাহুল্য যে, সূদের টাকা এবং সেই টাকার খাদ্য নিঃসন্দেহে হারাম।

পেনসনে যদি সূদের গন্ধ থাকে, তাহলে তা হারাম। সুতরাং বেতন থেকে যা কাটা যায় তা বাদ দিয়ে বাকী বাড়তি টাকা খরচ করে দিতে হবে।

জুয়া ও লটারী

হারজিত খেলা জুয়া বা লটারীতে বহু মানুষ হারে, জিতে কম। পক্ষান্তরে খেলা কর্তৃপক্ষ সর্বদাই জিতে ও বহু মানুষের অর্থ লুটে থাকে।

জুয়া ইসলামে হারাম ঘোষণা হওয়ার পশ্চাতে যে যুক্তি ও মহান উদ্দেশ্য আছে তা জ্ঞানী মানুষের কাছে অজানা নয়।

১। মুসলমানের পক্ষে অর্থোপার্জনে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। কার্যকারণের মাধ্যমে ফললাভ করতে চাওয়া উচিত। ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে, অবলম্বিত কারণ বা কাজের ফল চাইতে হবে -এটাই ইসলামের লক্ষ্য।

জুয়া-লটারী ও মানুষের মধ্যে ভাগ্য ও ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরতা গ্রহণের প্রবণতা জাগায়। আল্লাহ অর্থোপার্জনের জন্যে যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা, শ্রম ও কার্যকারণ অবলম্বনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ও আদেশ করেছেন, জুয়া তা গ্রহণের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না।

২। ইসলাম মুসলমানের জন্যে অপর লোকের মাল হারাম করে দিয়েছে। অতএব তার কাছ থেকে তা নেয়া যেতে পারে কেবলমাত্র শরীয়তসম্মত বিনিময় মাধ্যমে অথবা সে নিজের খুশিতে যদি দান করে বা হেবা উপহার দেয় তবেই তা নেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে তা নেয়া সম্পূর্ণ হারাম এ দৃষ্টিতেই বলা যায়, জুয়া হচ্ছে পরের ধন অপহরণের একটি বাতিল ও হারাম পদ্ধতি।

৩। জুয়া খেলা খোদ জুয়াড়ী ও খেলোয়াড়দের মধ্যে গভীর শত্রুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসা সৃষ্টি করে দেয় অতি স্বাভাবিকভাবেই এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মুখের কথায় ও বাহ্যতঃ মনে হবে তারা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব ও হিংসা-প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে প্রতি মুহূর্ত। আর বিজিত (পরাজিত) চুপ হয়ে থাকলেও ক্রোধ, আক্রোশ ও

ব্যর্থতার প্রতিহিংসায় সে জ্বলতেই থাকে। কেননা সে বিজিত এবং তার সব কিছুই সে খুইয়েছে। আর যদি সে ঝগড়া ও বাগ্‌বিতন্ডা করতে শুরু করে, তাহলে তার অন্তরে সেই চাপা ক্ষোভ তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

৪। খেলায় বাজি হেরে গেলে বিজিত ব্যক্তি (ঋণ করে হলেও) আবার খেলতে শুরু করে। তখন সে আশা করতে থাকে যে, সে যা হারিয়েছে তা তো ফেরৎ পাবেই। সে সেই ধ্যানে মশগূল হয়। অপর দিকে বিজয়ী ব্যক্তির জিহবায় লোভ লেগে যায়, মুখে পানি টস্‌টস্‌ করতে থাকে। সে জন্যে সে বারবার খেলতে বাধ্য হয়। আরও বেশী বেশী অর্থ লুণ্ঠনের লোভ তাকে অন্ধ ও অপরিণামদর্শী বানিয়ে দেয়।

খেলার ধারাবাহিকতা এরূপেই অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। জয়ী বা বিজিত কেউ কাউকে ছাড়তে প্রস্তুত হয় না।

এ কারণে জুয়া খেলার নেশা যেমন ব্যক্তির জন্যে বিপদ ডেকে আনে, তেমনি সমাজেও কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ নেশা মানুষের শুধু ধন সম্পদই হরণ করে না, তার জীবনটাও বরবাদ করে দেয়।

৫। এই খেলা খেলোয়াড়দেরকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। তারা জীবনে অনেক কিছুই গ্রহণ করে, কিন্তু জীবনকে দেয় না কিছুই। তারা ভোগ করে, উৎপাদন করে না। জুয়াড়ী জুয়া খেলায় এতই মত্ত হয়ে যায় যে, তার নিজস্ব দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। বান্দার প্রতি আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার নিজের পরিবার, সমাজ ও জনগণের কথা স্মরণ আসা অসম্ভব থেকে যায়। এ ধরণের লোক নিজের স্বার্থের বিনিময়ে তার নিজের দ্বীন-ধর্ম, ইয্‌যত-হুরমত ও দেশকে বিক্রয় করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। (এমনকি নিজ স্ত্রীর অলংকার ও ইয্‌যত বিক্রয় করতে দ্বিধাবোধ করে না।) কেননা, জুয়ার আকর্ষণ এতই তীব্র যে, তার সম্মুখে অন্য কোন আকর্ষণ মুহূর্তের তরেও টিকতে পারে না। উপরন্তু জুয়াড়ীর অন্তরে জুয়া খেলার প্রতি প্রেম ও আসক্তি এত অধিক ও তীব্র হয় যে, সে সব ব্যাপারে ও সব ক্ষেত্রে জুয়া খেলতে শুরু করে দেয়। এমনকি সে এক অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত উপার্জনের আশায় পড়ে তার নিজের ইয্‌যত ও মর্যাদা এবং তার নিজের ও গোটা জাতির আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গেও সে জুয়া খেলতে শুরু করে দেয় -এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

কুরআন মাজীদ তার একটি আয়াত ও আদেশের মধ্যে মদ্য ও জুয়াকে একত্রিত করে ও একইভাবে হারাম ঘোষণা করে কত যে উচ্চমানের বাস্তবদর্শিতার প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এ দুটির ক্ষতি ও মারাত্মক অপকারিতা সমানভাবে প্রবর্তিত হয় ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও চরিত্র সব

কিছুর উপর। জুয়ার নেশা মদের নেশার মতই সর্বাত্মক ও মারাত্মক। উপরন্তু এর একটি যেখানে তথায় অপরটির উপস্থিতি অবধারিত। *(ডঃ ইউসুফ আল-ক্বারয়াবী প্রণীত 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান' ৩৮৬-৩৮৭পৃঃ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا))

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিত) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। *(সূরা বাকারাহ ২১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ)) (٩٢)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? আল্লাহর অনুসরণ কর ও রসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য। *(সূরা মাইদাহ ৯০-৯২ আয়াত)*

জুয়া খেলাই নয়, বরং তার প্রতি আহবান করাও মহাপাপ। তার প্রায়শ্চিত্তের সন্ধান দিয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস জুয়া খেলি' সে যেন কিছু সাদকাহ্ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস -এর মতে এক শ্রেণীর খেলা জুয়ারূপে (অর্থের বাজি রেখে) খেললে শূকরের মাংস খাওয়ার মত পাপ হয় এবং অর্থের বাজি না রেখে জুয়ার মত না খেললেও তা শূকরের রক্তে হাত ডোবানোর মত পাপ হয়। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১২৭৭নং)*

এই শ্রেণীর খেলা হল, পাশা, দাবা, কিরাম, তাস, কড়ি, ছক্কা, লুডু, গুটি, মার্বেল ইত্যাদি খেলা। অকর্মণ্যদের এমন সময়হন্তা খেলা এমনিই বৈধ নয় ইসলামে। পরন্তু তার উপর অর্থের বাজি রাখলে জুয়ায় পর্যবসিত হয় সেসব খেলা। খেলায় যে জিতবে

বা যার পয়েন্ট বেশী হবে সেই জিতবে সকলের তরফ থেকে বাজি রাখা অর্থ। আর জুয়ায় জিতা অর্থ যে হারাম তা বলাই বাহুল্য।

প্রকাশ থাকে যে, ফ্লাশ, নাইন কাট, তিন তাস, জোড়পাতি, কলব্রিজ প্রভৃতি নামে পরিচিত টাকা-পয়সা দিয়ে খেলাও এক এক প্রকার জুয়া খেলা।

টাকা জমা দিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষার চাকা (ডাইস) ঘুড়িয়ে অথবা বোতাম টিপে যে কোন খেলা খেলে পুরস্কার জিতা হারাম। যেমন রিং ছুঁড়ে পুরস্কার জিতা বৈধ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাগ্যের চাকা বা রিং শূন্যের ঘরেই লাগে। অথবা পরিশেষে নাকের বদলে নরুন মিলে। অনেক সময় খেলা-কর্তৃপক্ষের ধোকাবাজির ফলে ভরা হাত শূন্য হয়ে যায়।

লক্ষ-কোটি মানুষের মাঝে টিকিট বিক্রয় করে লটারী খেলায় যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাও হারাম। হারাম খেলা-কর্তৃপক্ষের টিকিটের মাধ্যমে জমা করা বাকী অর্থ।

রাজ্য লটারী, থাইলেন্ডী লটারী আর যে লটারীই বলুন না কেন, মুসলিমের ভাগ্যাকাশে ধনবত্তার সূর্য উদিত করার জন্য সেসব বৈধ নয়। ধনী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব করতে তাকে বৈধ কর্ম ও ব্যবসার পথই অবলম্বন করতে হয়। লাখ টাকা অর্জনের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে এক টাকার টিকিট কাটা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বৈধ নয় এক টাকার টিকিট কেটে লাখ টাকা গ্রহণ করা।

পুরস্কারের টাকা মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করে দেওয়ার নিয়তেও লটারীতে শরীক হওয়া বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬৪১পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, বিমা বা ইনশুরেন্সেও এক প্রকার ভাগ্য-লটারী থাকে। আর সেই জন্য তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত কারবার।

আরো প্রকাশ থাকে যে, একই মানের একাধিক বিজয়ীদের মধ্য হতে কয়েক জনের মাঝে কোন বৈধ পুরস্কার বিতরণের জন্য যে লটারী করা হয়, তা অবৈধতার আওতাভুক্ত নয়। লটারীতে যার নাম আসবে, তার জন্য সেই পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ। যেমন কোন কাজ কে আগে করবে তা নিরপেক্ষভাবে দেখার জন্য কৃত লটারীও নিষিদ্ধ লটারী নয়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও তার পুরস্কার

১। বৈধ খেলা-প্রতিযোগিতায় বাজি রাখা মালও অবৈধ। অবশ্য খেলায় অংশগ্রহণকারী নয় এমন তৃতীয় পক্ষের তরফ থেকে পুরস্কার হলে সে কথা ভিন্ন।

যেমন এই প্রতিযোগিতা উঁটদৌড়, ঘোড়দৌড় ও তীরন্দাজি (প্রভৃতি জিহাদে কাজ দেয় এমন খেলাতে দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের অথবা উভয় পক্ষের অথবা কোন তৃতীয় পক্ষের তরফ থেকে পুরস্কার বাজি রেখে হলেও তা) বৈধ। *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ, সহীহুল জামে' ৭৪৯৮-নং)*

তদনুরূপ কোন ইল্‌মী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাতে পুরস্কার গ্রহণ দোষাবহ নয়। *(আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী ২/ ১২৪)*

২। পত্রিকায় অনেক সময় অনেক রকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। আসলে তাতে উদ্দেশ্য থাকে প্রতিযোগিতার পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অধিক অধিক পত্রিকা কাটানো। অনেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই তা ক্রয় করে থাকে। অতঃপর কয়েকজন পুরস্কার পায় এবং বাকী অবশ্যই তাদের টাকা নষ্ট করে বসে। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬৩৭পৃঃ)* যেহেতু তা এক প্রকার জুয়ার মতই।

৩। ব্যবসা বা পণ্য-প্রতিযোগিতা ঃ অনেক সময় অনেক ব্যবসায়ী তার পণ্য বেশী পরিমাণে কাটাবার জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে এবং তাতে শর্ত থাকে যে, এত টাকার মাল কিনলে তবেই সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ফলে সে দোকানে খদ্দের ও লাভ প্রচুর হয়। পক্ষান্তরে অন্য দোকানে মাল কম বিক্রি হয় এবং সে দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রেতাও; যেহেতু অনেক সময় প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কেবল পুরস্কারের লোভে সেই দোকান হতে মাল ক্রয় করে থাকে। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬৩৮, ৬৮৪, ৬৯২, ৭১৭পৃঃ)* বলা বাহুল্য এটিও একটি জুয়ার মতই কারবার।

হ্যাঁ, যদি প্রয়োজনে মাল কিনতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

পুরস্কার পাওয়ার লোভে পত্রিকা বা পণ্য ক্রয় করলে নিষিদ্ধ লটারীতে অংশ গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে সে লোভ বা নিয়ত না থাকলে এবং পুরস্কার পণ্যের সাথে এসে গেলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে।

তর্কপণ

দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে মতভেদ করে তর্কের সাথে বলে ,'আমি যা বলছি তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে তোমাকে এই এই লাগবে।' এবং যা লাগবে তার নাম নেয়। (অর্থাৎ এত মিষ্টি খাওয়াতে হবে বা এত পয়সা দিতে হবে ইত্যাদি বলে)। 'আর

তুমি যা বলছ তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে আমি এই এই দেব।' এবং যা দেবে তার নাম নেয়। এরূপ বাজি রাখা হারাম। কারণ এ কাজ জুয়ার পর্যায়ভুক্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা মদের পাশাপাশি উল্লেখ করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। এতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?" *(সূরা মা-য়েদাহ ৯০-৯১ আয়াত) (আসইলাতুম মুহিম্মাহ,ইবনে উসাইমীন, ১৪ পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন অর্থ গ্রহণ ও ভক্ষণ করা বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, বাজি এক পক্ষভাবে হলে তা পুরস্কারের মত, জুয়ার মত নয়। যেমন, 'তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমাকে এত টাকা দেব।' আর সত্য না হলে কেউ কিছু পাবে না। এমন বাজি রাখা বৈধ।

ঘুস বা বখশিস

ঘুস খাওয়া একটি মহা অন্যায় ও বৃহৎ অপকর্ম। অসৎ উপায়ে অপরের অর্থ যে সব উপায়ে আত্মসাৎ করা হয়, তার মধ্যে ঘুস অন্যতম। ইসলামে এই ঘুসকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং লোকেদের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুস দিও না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৮ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন। *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১০২- ১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

ঘুষকে বখশিস, পারিতোষিক, উৎকোচ, আউট ইনকাম, উপহার বা উপঢৌকন যাই বলুন না কেন, অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারের নাম 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' রাখলে, সূদের নাম 'লভ্যাংশ' বা 'ইন্টারেষ্ট' রাখলে, মদের নাম 'সুরা' বা 'শারাব' রাখলে, গান-বাদ্যের নাম 'রূহের খোরাক' রাখলে, বেশ্যা ও কসবীর নাম 'যৌনকর্মী' রাখলে লোভনীয় ও পবিত্র নামে যেমন তা বৈধ হতে পারে না; তেমনিই ঘুসও নব ও সভ্য নামে সেই ঘুসই এবং তা সর্বনামে হারাম ও অবৈধ।

যে কাজ করা মানুষের কর্তব্য, সে কাজ পারিতোষিক ছাড়া না করলে ঘুস খাওয়া হয়।

যে কাজ মানুষের করা অন্যায়, তা টাকার বিনিময়ে করলে ঘুস খাওয়া হয়।

অর্থের লোভে পরের বাপ-মা বা দাদা-দাদী সেজে অভিভাবকত্ব করা কিছু লিখে দেওয়া।

টাকার বিনিময়ে অন্যায়ের সহযোগিতা করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে না দেওয়া।

মালের বদলে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া।

অর্থের বিনিময়ে সত্য সাক্ষি গোপন করা।

মালের বদলে সত্য গোপন করা।

মালের বদলে অপরাধী না ধরা, বরং অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকতা বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা; বিষধর সাপের মুখে জড়ি পড়লে যেমন সে শান্ত হয়ে যায়, জোঁকের মুখে লবণ পড়লে যেমন জোঁক গলে যায়, কুকুরের মুখে মাংস পড়লে যেমন সে চুপ হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম শক্তিধর রক্ষকদের মুখে অর্থ পড়লে তারা শক্তিহীন হয়ে যায়। অনেক সময় রক্ষকই ভক্ষকরূপে সর্বনাশ করে দুর্বল জন-সাধারণের।

মালের বদলে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা।

কর্মস্থলে নির্দিষ্ট বেতন আছে, তার পরেও বখশিস ছাড়া কর্তব্য পালন না করা।

এ সকল কাজ হল ঘুসখোরদের। ইঙ্গিতে ভিক্ষা করে ঐ শ্রেণীর ভদ্র ভিখারীরা। সাধুর বেশে চুরি করে ঐ শ্রেণীর হারামখোরেরা। সাধারণ নাচার মানুষের নাচার অবস্থাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে অর্থ ভক্ষণ করে ঐ শ্রেণীর হাঙ্গরেরা।

যেখানে ঘুস চলে, সেখানে আইন স্তব্ধ। যেখানে টাকা কথা বলে, সেখানে হক চুপ থাকে। যেখানে টাকার দাপ, সেখানে সাত খুন মাফ। যার আছে টাকা, তার সব পাপ ঢাকা! যার নাই টাকা, তার সব কথাই ঢাকা! টাকা যার, মামলা তার।

ঘুসখোরদের শ্লোগান হল, 'ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনেরে মার লাথি।'

পক্ষান্তরে বেতনভোগী কর্মচারীদের কাজের উপর কোন প্রকার উপহার ও হাদিয়া

নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাতে উপহার-গ্রহীতার যেমন অর্থলোভ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করায় মনে শিথিলতা আসবে।

মহানবী ﷺ আয্‌দের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৬৯৭৯, মুসলিম ১৮৩২নং, আবূ দাউদ)*

যাকাত আদায়কারী কর্মচারীকে উপহার দেওয়ার পিছনে উপহারদাতাদের এই স্বার্থ ছিল যে, তাদের যাকাতের হিসাব গ্রহণে সে সরলতা বা শিথিলতা অবলম্বন করবে। ফলে তাদের অনেক সম্পদ রক্ষা পেয়ে যাবে। আসলে এটা যে ঘুস তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই জন্য এ কাজ উপহার দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর ও হারাম।

তদনুরূপ কোন নেতা, পদস্থ অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, প্রশাসন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে কার্যোদ্ধারের জন্য যে হাদিয়া বা উপহার দেওয়া হয়, তা আসলে খেয়ানতের মাল। তা তাঁদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "রাষ্ট্রনেতাকে দেওয়া হাদিয়া হল খেয়ানত (করা মাল)।" *(সহীহুল জামে' ৭০৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "যাকে আমরা বেতন দিয়ে কর্মচারী নিযুক্ত করেছি, সে যদি তার পরেও কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তা হবে খেয়ানত।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০২৩নং)*

একটি লোক চাকরি করে এবং মাসিক হারে বেতনও পায়। এখন কোন কাজে খুশ হয়ে যদি কোন ব্যক্তি তাকে অতিরিক্ত বখশিস দেয়, তাহলে তাও নিজের জন্য গ্রহণ করা বৈধ নয়। কাজ সুন্দর দেখে বেতনভোগী কর্মচারীকে দেওয়া অতিরিক্ত বখশিস মালিকের প্রাপ্য। অবশ্য মালিক গ্রহণে অনুমতি দিলে কর্মচারীর জন্য তা হালাল। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৬৫পৃঃ)*

তদনুরূপ কারো কোন কাজে সুপারিশ করে তার নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করলেও এক প্রকার ঘুস খাওয়াই হয়। বরং হাদীস শরীফে এই উপহারকে এক প্রকার বৃহৎ সূদ বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নিজ ভায়ের জন্য কোন সুপারিশ করল, অতঃপর তাকে কোন উপহার প্রদান করা হল এবং সে তা গ্রহণ করল, সে ব্যক্তি আসলে সূদের দরজাসমূহের এক বড় দরজায় উপস্থিত হল।” *(আবূ দাউদ ৩৫৪১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৬৫নং)*

ঘুস দানে ও গ্রহণে অনেক সময় অপরের হক নষ্ট হয়। সরকারী হক, জনসাধারণের হক অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের হক।

বহু লোক কিছু পাওয়ার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন পরে এসে ঘুস দিয়ে তা আগে পেয়ে গেল। ক্ষতিগ্রস্ত হল তারা, যারা ঘুস দিতে পারল না।

একজন সরকারী কোন মাল পাবে ৫ কেজি। কিন্তু ঘুসের বর্কতে অনেকে পেল ১০ কেজি। ক্ষতিগ্রস্ত হল সরকার এবং অনেক জনসাধারণও।

চাকরির জন্য ইন্টারভিউ কল করা হল। চাকরি হবে যোগ্যতার বলে। যার যোগ্যতা বেশী, সেই চাকরির বেশী যোগ্য। কিন্তু যে ঘুস দিতে পারল, চাকরি তারই হল। ক্ষতিগ্রস্ত হল যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ।

বলা বাহুল্য, ঘুস দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাতে অপেক্ষাকৃত যোগ্য লোক বঞ্চিত থেকে যায়।

তদনুরূপ বৈধ নয় কারো ব্যাকিং নিয়ে চাকরী গ্রহণ করা; যদি বুঝা যায় যে, এই ব্যাকিং ও সুপারিশের ফলে সে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও চাকরী পেয়ে যাবে এবং তার থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ঐ চাকরী থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৬৮পৃঃ)*

ঘুস যেমন খাওয়া হারাম, তেমনি তা দেওয়াও হারাম। কিন্তু নিজ অধিকার আদায় করতে অন্য কোন উপায় না পেয়ে ঘুস দিতে নিরুপায় হলে, বিনা দোষে কারো পক্ষ থেকে আগত যুল্ম বন্ধ করার জন্য ঘুস দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় না থাকলে, নিজের প্রাপ্য হক আদায়ের জন্য ঘুস দিতে বাধ্য হলে, সে ঘুস নিরুপায়ে দেওয়া বৈধ, কিন্তু নেওয়া হারাম।

আমার প্রাপ্য অধিকার আমাকে দেবে না, বদমাশি ও পয়সা খাবার মন। সে ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। পাপী হবে গ্রহীতা। আমি কোন কলেজে ভর্তি নেব, ঘুস ছাড়া উপায় নেই। আমিই ইন্টারভিউ-এর পর চাকরির সর্বাধিক বেশী যোগ্য, কিন্তু বখশিস (ডোনেশন) ছাড়া বহাল হওয়া মুশকিল। এখন কেউ যদি এমনই অনন্যোপায় হয়, তাহলে নিজের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে ঘুস দিতে হলেও দাতা গোনাহগার হবে না; গোনাহগার হবে গ্রহীতা। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৭০পৃঃ)* অতএব এ চাকরির বেতনও হারাম হবে না।

ঘুস একটি নোংরা ব্যাধি। ঘুস সৃষ্টি করে যুলম। ঘুসের ফলে সমাজে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ঘুস আনয়ন করে আরো আরো অর্থলোলুপতা। এ ঘুসের টাকা কি হালাল হতে পারে? কোন ঘুসবাবুর দুআ কি কবুল হতে পারে?

বিবাহে পণ বা যৌতুক

পণ বা যৌতুক না নিয়ে বিয়ে না করা অথবা ছেলের বিয়ে না দেওয়া এক প্রকার ঘুস গ্রহণ করার নামান্তর। কন্যাদায়ে পড়া মানুষের নিকট থেকে ঘুস নিয়ে তাকে কন্যাদায় মুক্ত করা এবং বড় ঘর ঢোকার জন্য ঘোষিতভাবে বরপক্ষকে কন্যাপক্ষের ঘুস দেওয়া উভয় কাজই হারাম। হারাম সে মাল ব্যবহার ও ভক্ষণ।

পণপ্রথা শুধু শরীয়ত-বিরোধীই নয়, বরং তা বিবেক, মনুষত্ব, সমাজ ও আইন-বিরোধীও।

অর্থ প্রদান করে বিবাহ না করে, অর্থ গ্রহণ করে বিবাহ করা অবশ্যই কুরআন-বিরোধী। কেননা আল্লাহর কুরআন বলে,

{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (٤) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। *(সূরা নিসা ৪ আয়াত)*

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, উল্লেখিত নারিগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(ঐ ২৪ আয়াত)*

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। *(ঐ ২৫ আয়াত)*

পণগ্রহীতা সমাজ-বিরোধী লোক। যেহেতু পণের ছোবলে মেয়ের মা-বাবা নিঃস্ব হয়, পণ দিতে না পারলে সংসারে তাকে নানা গঞ্জনা ও অত্যাচার চোখ বুজে সহ্য করতে হয়। অনেক সময় অনেক বধূ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয় অথবা খুন করা হয়।

পণের অভিশাপে অনেক যুবতীর বিবাহ যথাসময়ে হয় না, ফলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় জারজ সন্তান ও ভ্রূণ হত্যা। আর তার জন্যই তা আইন-বিরোধীও।

পণপ্রথার কারণেই সমাজে নারী অবহেলিতা। সন্তানের আশাধারী অধিকাংশ পিতামাতাই কন্যাসন্তান চায় না। অনেকে পরীক্ষা করিয়ে ভ্রূণ অবস্থাতেই তাকে হত্যা করে ফেলে! আর এ অবস্থায় সে জাহেলী যুগের বর্বর মানুষদের মত জাহেলী কাজ করে।

মেয়ে উপহার দিয়ে উপকারের বিনিময়ে শ্বশুর তার জামায়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয় যৌতুকের বিষফুল! অথচ আল্লাহর কুরআন বলে, "উপকারের বিনিময় উপকার ব্যতীত আর কি হতে পারে?" *(সূরা রাহমান ৬০ আয়াত)*

পণের প্ররোচনায় পড়ে মেয়ে বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে পণ গ্রহণ করে স্বামী তার বিবির গোলাম হয়।

অতএব পণ ও যৌতুকে নেওয়া আসবাব-পত্র, টাকা, জমি ইত্যাদি কি মুসলিমদের জন্য বৈধ হতে পারে?

পক্ষান্তরে যে নিরুপায় সে কি করবে? পণ না দিয়ে যদি বিয়ে না-ই হয়, তাহলে ঘুসদাতার পাপ না হলেও পণ ও ঘুসগ্রহীতার পাপ তো হবেই।

হারাম বস্তুর ব্যবসা

ইসলামের একটি চিরন্তন নীতি এই যে, যে জিনিস খাওয়া ও ব্যবহার হারাম, সে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা হারাম। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন, তখন তিনি তার মূল্যও হারাম করেন।" *(মুসলিম ১৫৭৯নং)*

আর এই ভিত্তিতেই যাবতীয় হারাম জিনিসের মূল্য ও মুনাফা ভক্ষণ করা হারাম।

বলা বাহুল্য, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি হারাম পশু ও বস্তুর মূল্য হারাম। মহানবী ﷺ (শিকারী বা শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়া অন্য) কুকুর, শূকর, মদ, রক্ত ইত্যাদির মূল্যকে হারাম ঘোষণা করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৪৭-৬৯৪৯নং)*

তিনি বলেন, "যখন কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে আসবে, তখন তার হাতে মাটি ভরে দাও।" *(আবূ দাঊদ, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৬৫নং)*

অবশ্য প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিকারী কুকুর ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। *(সহীহুল জামে' ৬৯৪৬-৬৯৪৭নং)*

তদনুরূপ যে হারাম প্রাণী উপকারে আসে; যেমন হাতি, গৃহপালিত গাধা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

একদা এক সম্প্রদায় ইবনে আব্বাস ﵄-কে মদ ক্রয়-বিক্রয় ও তার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমরা কি মুসলমান?' তারা বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় ও তার ব্যবসা শুদ্ধ নয়। *(মুসলিম ২০০৪নং)*

বাদ্যযন্ত্র ইসলামে হারাম। হারাম তার মূল্যও। সুতরাং গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

বৈধ নয় হারাম করা জিনিসকে 'ঘুরিয়ে নাক দেখানো'র মত হালাল করার চেষ্টা করা। মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় ঘোষণা করেন যে, "অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মৃত প্রাণীর চর্বি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? যেহেতু তা দিয়ে পানি-জাহাজ ও চামড়া তেলানো হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "না, তা হারাম।" আর এই সময় তিনি বললেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর মৃত প্রাণীর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল!" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৬৬নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যে জিনিস মুসলিমদের কারো জন্য ব্যবহার বৈধ অথবা যা হারাম ও হালাল উভয় কাজে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবসা অবৈধ নয়। যেমন স্বর্ণ, রেশমী

কাপড়, ভিডিও, টেপ ইত্যাদি। অবশ্য যদি সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ক্রেতা তা হারাম কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তাকে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

যেমন আপনাকে যদি কেউ স্বর্ণ উপহার দেয়, তাহলে তা বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করা অথবা তা কোন মহিলাকে দান বা উপহার দেওয়া হারাম নয়। *(দ্রষ্টব্য সহীহ মুসলিম ২০৬৮-২০৭১নং)*

মৃত প্রাণীর ব্যবসা

মহান আল্লাহ (মাছ ও পঙ্গপাল ছাড়া) যে সকল পশু আমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা মারা গেলে হারাম হয়ে যায়। সুতরাং সে মৃত প্রাণী বিক্রয় করাও আমাদের জন্য হারাম।

উপরোক্ত হাদীসে মদ, মৃত প্রাণী, শূকর ও মূর্তির ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণীর চর্বি বিক্রয়কেও।

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ মদ ও তার মূল্য, মৃত ও তার মূল্য এবং শূকর ও তার মূল্যকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" *(আবূ দাঊদ ৩৪৮৫নং)*

মমি করা পশু-পক্ষীও ক্রয়-বিক্রয় করে ব্যবসা বৈধ নয়। যেহেতু তা মৃত-ব্যবসারই শামিল। *(ফাতাওয়াল্লাজনাহ ৫৩৫০নং)*

কিন্তু অনেক হারামখোর মানুষ মৃত পশুর গোশ্ত বা কাঁচা চামড়া বিক্রয় করে পয়সা খায়। যা নেহাতই দুঃখজনক ব্যাপার।

তবে হ্যাঁ, মরা পশুর চামড়াকে দাবাগত দিলে (নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্র করলে) তা পাক হয়ে যায়। আর তখন তা ব্যবহার করা বৈধ হয়। ইবনে আব্বাস বলেন, একদা উম্মুল মুমিনীন মাইমূনাহ (রাঃ)এর স্বাধীন করা দাসীকে একটি বকরী দান করা হলে সেটা পরবর্তীতে মারা যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা এর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে উপকৃত হলে না?" বলা হল, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, "একে ভক্ষণ করাই কেবল হারাম করা হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

ইবনে আব্বাস বলেন, 'মরা পশুর গোশ্ত খাওয়া হারাম। কিন্তু তার চামড়া, দাঁত, হাড়, চুল ও পশম ব্যবহার করা হালাল।' *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৪)*

বলা বাহুল্য, নির্দিষ্ট পদ্ধতি মতে এ সব পবিত্র করে ব্যবহার করায় দোষ নেই। দোষ নেই পবিত্র করার পর সেসব বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করায়। অবশ্য পশু মরার পর তার চামড়া ছাড়িয়ে তা পবিত্র না করে বিক্রয় করা ও তার মূল্য ব্যবহার করা

হারাম।

উল্লেখ্য যে, মৃত পশু কোন মড়াখেকো জাত কাফেরকে কোন বিনিময় ছাড়া দিয়ে দেওয়া দূষণীয় নয়।

নিষিদ্ধ ব্যবসা

মহান আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে করেছেন হালাল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসাই যে হালাল তা নয়। বরং তার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যবসা হারাম। সুতরাং হারাম থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে হালাল ব্যবসার পদ্ধতি ও শর্তাবলী জানা আবশ্যক।

ব্যবসা শুদ্ধ ও হালাল হওয়ার জন্য শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ-

১। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পর সন্তুষ্টি ও সম্মতি থাকতে হবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

((يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ))

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করে খেতে পার। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

সুতরাং জোরপূর্বক ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। অবশ্য কারো ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার কর্তৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করার কথা স্বতন্ত্র।

২। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই (অর্থাদির ব্যাপারে) ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহারের বা নিয়ন্ত্রণের অধিকারপ্রাপ্ত হতে হবে। অর্থাৎ উভয়কেই স্বাধীন, জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন মানুষ হতে হবে।

সুতরাং কোন ক্রীতদাস তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। যেমন কোন শিশু, পাগল বা অর্বাচীন (অপরিপক্কবুদ্ধি) ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়।

৩। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই অর্থ ও পণ্যের মালিক অথবা তার প্রতিনিধি হতে হবে। মূল্য ও মালের মালিক অথবা তার প্রতিনিধি না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

৪। ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হালাল ব্যবহার-যোগ্য হতে হবে। যেহেতু হারাম জিনিসের

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

৫। ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য ও মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হবে। যাতে যথাসময়ে সমর্পণ করা সম্ভব হয়।

বলা বাহুল্য, পালিয়ে বা হারিয়ে যাওয়া পশু, ছেড়ে রাখা মুরগী বা পাখী, চুরি হয়ে যাওয়া কোন মাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

৬। ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য ও মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার নিকট বিদিত ও পরিচিত হতে হবে। নচেৎ অজান্তে না দেখে আন্দাজে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকার আশঙ্কা থাকবে, ফলে তা অবৈধ হবে।

৭। পণ্য ক্রেতার আয়ত্ত ও হস্তগত হতে হবে। অর্থাৎ, কেনা মাল তুলে নিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে করে নিতে হবে। মাল কিনে সেখানেই বিক্রেতার তত্ত্বাবধানে ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে পরে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। মাল নষ্ট হলে অথবা বিক্রেতা অন্যের নিকট দর বেশী পেলে ক্রেতার সাথে কলহ বাধার আশঙ্কা আছে। তাই শরীয়তের নীতি হল, অস্থাবর পণ্য ক্রয়ের পর বিক্রেতা নিজের আয়ত্তাধীন করে নেবে। স্থাবর সম্পত্তি জমি, জায়গা বাড়ি ইত্যাদি দখলের মাধ্যমে নিজের অধিকারভুক্ত করে নেবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না হওয়ার দরুন যে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ নয় তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। ফল-ফসল পাকার আগে এবং দুর্যোগমুক্ত হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় হারাম। *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

অতএব ধান, গম, খেজুর প্রভৃতি পাকার আগে জমিতেই এবং আম, লিচু প্রভৃতি ধরার পর ফুল অবস্থাতেই গোটা বাগান বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ তাতে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কারো না কারো ধোকায় পড়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, পাকার পর গাছে থাকা অবস্থায় কোন ফল-ফসল বিক্রি হওয়ার পর যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঝড়-বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টির) ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি কার হবে; ক্রেতার না বিক্রেতার?

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফল বিক্রি করে, অতঃপর তা প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে যেন তার ভায়ের মাল থেকে কিছুও গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে নিজ মুসলিম ভায়ের মাল ভক্ষণ করবে?” *(সহীহুল জামে’ ৬১১৭নং)*

অবশ্য বিক্রয়ের পর তা যদি ক্রেতার অবহেলা ও ত্রুটির কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

২। বাগান বা ক্ষেতের কয়েক বছরের ফল-ফসলকে বিক্রয় করা হারাম। *(মুসলিম ১৫৩৬নং)* যেহেতু পূর্বের তুলনায় এই ব্যবসাতে অধিক ধোকার আশঙ্কা আছে।

৩। এক পশুর বিনিময়ে অপর পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। অবশ্য নগদ নগদ একটির বিনিময়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪১৬নং)*

৪। পশুর গর্ভস্থিত ভ্রূণের বিনিময়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। *(বুখারী, মুসলিম ১৫১৪নং)*

৫। জীবিত পশুর বিনিময়ে গোশ্ত্ বিক্রয় করা বৈধ নয়। *(সহীহুল জামে' ৬৯৩৬নং)* যেহেতু তাতে ধোকার আশঙ্কা রয়েছে।

৬। খেজুরের বিনিময়ে গাছপাকা খেজুর, কিশমিশের বিনিময়ে আঙ্গুর, পুরাতন গমের বিনিময়ে নতুন গম ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। *(বুখারী, মুসলিম ১৫৪২নং)* কারণ, তাতে ধোকা ও সূদের গন্ধ আছে।

৭। নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের পরিবর্তে এক রাশ খেজুর ক্রয়-বিক্রয় হারাম; যার পরিমাণ অজানা। *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩৯৩৪নং)*

৮। এক স্তূপ খাদ্যের বিনিময়ে এক স্তূপ খাদ্য অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে এক স্তূপ খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। *(নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭১৯৮-নং)* যেহেতু তাতেও ধোকার আশঙ্কা বর্তমান।

৯। কিছু ছুঁড়ে নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন ঃ আমি এই টাকার বিনিময়ে যে কাপড়ের উপর আমার ছুঁড়া এই পাথর পড়বে, সেটা তোমাকে বিক্রি করলাম। অথবা এখান থেকে যতদূর পর্যন্ত আমার ছুঁড়া এই ঢিল যাবে, ততদূর পর্যন্ত জমি তোমাকে বিক্রি করলাম। অথবা আমার পাথর ছুঁড়া পর্যন্ত তোমার মাল ফেরতের এখতিয়ার থাকবে। অথবা এই পাথর ছুঁড়লেই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। এই শ্রেণীর কথা বলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। *(শারহুন নাওয়াবী ১০/১৫৬)*

সম্ভবতঃ রিং ছুঁড়ে নির্দিষ্ট করা মাল ক্রয়-বিক্রয় করা এই ব্যবসারই পর্যায়ভুক্ত। আর সেটা এক শ্রেণীর জুয়া।

১০। কেবল পণ্য স্পর্শ করেই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্য করা বৈধ নয়। যেমন এক অপরের পণ্য বস্ত্র স্পর্শ করে বলে, ছোঁয়া মাত্র আমার কাপড়ের বিনিময়ে তোমার কাপড় ক্রয় অথবা বিক্রয় করলাম। আর তারা এক অপরের কাপড় পরীক্ষা করেও দেখে না। যেহেতু এই শ্রেণীর স্পর্শ ব্যবসাতেও ধোকার আশঙ্কা আছে।

১১। ক্রেতা-বিক্রেতার উভয়ের নিজ নিজ পণ্য ফেলে ব্যবসা চুক্তি বহাল করা বৈধ নয়। যেমন ঃ আমার কাছে যা আছে তা এখানে রাখছি, তোমার কাছে যা আছে তুমিও এখানে রাখ। অতঃপর আমার পণ্যের বিনিময়ে তোমার পণ্য আমি ক্রয় করব। অথচ তারা উভয়েই একে অন্যের পণ্য (তার পরিমাণ ও গুণ) সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে

না। *(বুখারী, মুসলিম ১৫১১নং)*

১২। কোন পণ্য নিজের আয়ত্তে বা মালিকানায় না আনা পর্যন্ত বিক্রি করা অবৈধ। *(আবূ দাঊদ ৩৪৯৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইরওয়া ১৩৮৬নং)*

অতএব আরতদারদের ধানের গোলা কিনে বিক্রেতার বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই মিলকে বিক্রি করা বৈধ ব্যবসা নয়।

তদনুরূপ কোন দোকানে কোন পণ্য ক্রয় করার পর তা নিজের আয়ত্তে না নিয়ে গুদামে বা দোকানে পড়ে থাকা অবস্থাতেই অন্য কাউকে বিক্রয় করা বা করতে বলা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে আপনার দোকানে মাল নেই। আপনি অর্ডার নিয়ে মাল আনিয়ে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু মাল দোকানে না আনিয়ে তার দাম নিয়ে সরাসরি সেই দোকান থেকে ক্রেতাকে নিতে বলা যে দোকান থেকে আপনি মাল তোলেন অথবা সেই দোকান থেকে আপনার দোকানে বা আয়ত্তে মাল না এনেই সরাসরি সেখান থেকে ক্রেতার হাওয়ালা করা বৈধ নয়।

১৩। একটি ব্যবসা-চুক্তির ভিতরে অন্য একটি চুক্তি সংযোগ করে ব্যবসা করা বৈধ নয়। *(তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৬৯৪৩নং)* যেমন ঃ আমি এই পণ্য এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি আমাকে তোমার অমুক বাড়িটা ভাড়া দেবে। অথবা আমি এই পণ্য এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি আমাকে তোমার অমুক কাজে অংশী করবে। অথবা আমি এই পণ্য এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি আমাকে এত টাকা ঋণদান করবে। অথবা এই দুটি গরুর মধ্যে একটিকে এত টাকায় বিক্রি করলাম। অতঃপর চুক্তি পাকা হয়ে যাবে অথচ দুটি গরুর কোন্‌টি তা নির্ধারিত হবে না। অথবা এই জিনিসটি নগদে এত টাকায় এবং ধারে এত টাকায় বিক্রি করলাম। অতঃপর চুক্তি হয়ে যাবে অথচ দুটি অবস্থার একটিও নির্ধারিত করা হবে না। এ সকল দ্বিচুক্তিমূলক ব্যবসা ধোকার জন্য বৈধ নয়।

১৪। ব্যবসার সাথে ঋণ চুক্তি বৈধ নয়। *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২১২নং)* যেমন এই বলে চুক্তি করা যে, এই জিনিস তোমাকে এক হাজার টাকায় বিক্রি করব এই শর্তে যে, তুমি আমাকে ৫০০ টাকা ঋণদান করবে। যেহেতু বিক্রেতাকে ঋণ দেওয়ার ফলে ক্রেতা কম দামে মাল পাচ্ছে, তাই তা সূদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে।

১৫। নিজের কুঁয়ো, ঝরনা, পুকুর ইত্যাদির অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা বৈধ নয়। *(মুসলিম ১৫৬৫নং)* যেহেতু পানি হল সাধারণী জিনিস। নির্দিষ্ট কেউ তার মালিক হয় না। জন সাধারণ সকলে তাতে শরীক থাকে। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ সহীহুল জামে' ৬৭১৩নং)*

১৬। কোন বাজারবাসী লোকের বহিরাগত লোকের মাল বিক্রয় করে দেওয়া বৈধ নয়। যেমন কোন গ্রাম্য চাষী বা বাইরের লোক মাল নিয়ে বাজারে এল। উচিত ও নিয়ম

হল সেই লোক আজকের বাজার দর অনুপাতে সেই মাল আজই বিক্রি করবে। কিন্তু কোন বাজারবাসী তাকে বলল, তুমি তোমার মাল আমার কাছে ছেড়ে যাও। ২/১ দিন পর এর চাইতে বেশী দরে তোমার মাল বিক্রয় করে দেব। অথচ সাধারণ লোক ঐ মালের মুখাপেক্ষী। সুতরাং জনসাধারণ যাতে অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য মহানবী ﷺ বলেন, "কোন বাজারবাসী যেন মরুবাসীর জন্য বিক্রয় না করে। লোকেদের ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাদের কিছুকে কিছুর নিকট থেকে রুযী দান করবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, বহিরাগত লোক যদি বাজারবাসীর নিজের বাপ-ভাইও হয়, তবুও সে যেন তার তরফ থেকে তার পণ্য বিক্রয় না করে দেয়। *(নাসাঈ ৪৪৯২নং)*

১৭। বাজারে মাল আসার আগেই বাজারের বাইরে গিয়ে বহিরাগত বিক্রেতাদের নিকট থেকে মাল ক্রয় করা। *(বুখারী, মুসলিম)* এতে বিক্রেতা বাজার দর বুঝতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ধোকায় পড়ে সে ন্যায্য মূল্য পেতে পারে না। অপর দিকে বাজারে মালের আমদানী ব্যাহত হয়, আর তার ফলে মুনাফাখোরদের ঐ চালাকীর কারণে বাজারদর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮। গাভীর দুধ না দুইয়ে কিছুদিন জমা রেখে বিক্রির সময় দুইয়ে দেখিয়ে অনেক দুধ দেয় বলে বিক্রি করা। এমন বিক্রয় ও তার টাকা হারাম। যেহেতু তাতে ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া হয় তাই। *(বুখারী ২১৪৮নং, মুসলিম)*

১৯। কাউকে ধারে কোন মাল বিক্রি করে সেই মাল কম দামে তারই নিকট থেকে ক্রয় করা হারাম। যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে ৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সেই গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল। যার ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল। এই ব্যবসাকে শরীয়তে 'ঈনাহ' ব্যবসা বলা হয়।

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সূদী কারবার বলে আখ্যায়ন করেছেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

প্রকাশ থাকে যে, মাল বিক্রয়ের পর প্রয়োজনে যদি ঐ মালই ক্রেতার নিকট থেকে ক্রয় করতে হয়, তাহলে যে দামে বিক্রয় করেছিল সেই দামেই অথবা তার থেকে বেশী

দামে ক্রয় করাতে দোষ নেই। পক্ষান্তরে তার থেকে কম দামে নিলে সূদী কারবারের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। *(বাইউস স্বাবুন ৩৬পৃঃ)*

২০। বাগান বিক্রি করার সময় নির্দিষ্ট না করে, অনির্দিষ্টভাবে ২/ ১টি গাছ বিক্রয় না করে ছেড়ে রাখা বৈধ নয়। *(তিরমিযী ১২৯০নং, নাসাঈ)* কারণ তাতে ধোকা ও ঝগড়ার আশঙ্কা থাকে।

অগ্রিমক বা বায়না চুক্তি

কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য বিক্রেতাকে যে টাকা অগ্রিম এ্যাড্‌ভ্যান্স্ বা বায়না দেওয়া হয় এবং পরে সে জিনিস ক্রয় না করা হয়, তাহলে সেই বায়নার টাকা ফেরৎ নেওয়ার অধিকার ক্রেতার নেই। কারণ চুক্তি ভঙ্গ করেছে সেই।

তদনুরূপ কোন আসবাব-পত্র তৈরী করতে অর্ডার দেওয়ার সময় যে টাকা এ্যাড্‌ভ্যান্স্ দেওয়া হয় এবং পরে ঐ আসবাব-পত্র না নেওয়া হয়, তাহলে ঐ টাকা ফেরৎ নেওয়ার অধিকার অর্ডারদাতার নেই।

বক্তার রাহাখরচ বাবদ এ্যাড্‌ভ্যান্স্ নিয়ে ডেট ফেল করলে, বিবাহের কথাবার্তার পর মোহর বা পণ এ্যাড্‌ভ্যান্স্ নেওয়ার পর বিবাহ সম্পন্ন না হলে, জমি-জায়গা বা কোন কিছু কেনার কথাবার্তা চলার সময় কিছু মূল্য অগ্রিম দিয়ে তা নিতে না পারলে নেওয়া টাকা ফেরৎ দেওয়া জরুরী। অবশ্য দাতা মাফ করলে সে কথা ভিন্ন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যামানতের টাকা হালাল; যদি যামিনদার সেই জিনিস উপস্থিত করতে না পারে, যার উপর যামানত নেওয়া হয়েছে। যেমন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আপনি আপনার একটি বই দিলেন এবং তা ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত যামানত স্বরূপ তার নিকট থেকে ১০০ টাকা জমা রাখলেন। তারপর বইটি হারিয়ে গেলে বা ফেরৎ দিতে না পারলে আপনার জন্য ঐ জমা রাখা টাকা হালাল।

ধোকামূলক ঝুঁকির ব্যবসা

ক্রেতা অথবা বিক্রেতা উভয়ের কিংবা একজনের ধোকায় পড়ার আশঙ্কা থাকে এমন ব্যবসা ও লেনদেন শরীয়তে বৈধ নয়। এই শ্রেণীর অতিরিক্ত কারবার নিম্নরূপ ঃ-

১। নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বা দিক নিয়ে ভাগচাষ করা বৈধ নয়। যেমন মালিক বলে, ‘প্রত্যেক মৌসমে আমাকে এই জমির পশ্চাতে এত কেজি ধান দিতে হবে অথবা

আমার জমির পূর্ব দিকে বা নালার ধারে ধারে যে ফসল হবে সে ফসল আমার হবে।' অবশ্য এতে ফসলের পার্সেন্টেজ নেওয়া বৈধ।

২। ব্যাংকের ইন্টারেষ্ট, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদির ব্যাংকের সূদ লভ্যাংশ নয়। যেহেতু তাতে ধোকার আশঙ্কা বর্তমান।

৩। জীবন বা গাড়ির উপর বিমা বৈধ নয়।[৪] যেহেতু তাতে অনেক সময় অল্প দিয়ে অনেক পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় প্রচুর জমা দিয়ে অল্প পাওয়া যায় অথবা কিছুই পাওয়া যায় না। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬৩৩-৬৩৪পৃঃ, ৬৬০-৬৬১পৃঃ)*

৪। নির্দিষ্ট টাকা নিয়ে গাড়ি ভাড়া দেওয়া; গাড়ি বা রিক্সা কোন ড্রাইভারকে দিয়ে দৈনিক বা মাসিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাতে ড্রাইভার কোনদিন গাড়ি বন্ধ রাখলে অথবা প্যাসেঞ্জার না পেলেও সেই নির্দিষ্ট টাকা মালিককে আদায় করতে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে প্যাসেঞ্জার বেশী হলে মালিক উপার্জনের ভাগ কম পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দৈনিক উপার্জনের একটা পার্সেন্টেজ নেওয়া বৈধ।

৫। মাসিক হারে নির্দিষ্ট টাকা নিয়ে কোন কাফিল (স্পন্সরের) কাজ করানো বৈধ নয়। যেহেতু তাতে লেবার কাজ না পেলেও কাফিলকে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে উপার্জন বেশী হলে কাফিল উপার্জনের ভাগ কম পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা পার্সেন্টেজ নেওয়া বৈধ। *(ঐ ৫৮৭, ৬০৩পৃঃ)*

৬। আকাশে উড়ন্ত পাখী, পানিতে মাছ, মেষপালের পিঠে থাকা পশম, মুকুল অবস্থায় ফল, পেটে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় পশু, স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ, দুধ থাকা অবস্থায় ঘি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ও ধোকার আশঙ্কায় বৈধ নয়।

৭। কোন শরীকানা ব্যবসা-চুক্তিতে নির্দিষ্ট লাভ গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেমন একজনকে অর্থ দিয়ে ব্যবসা করতে দিয়ে এই বলে ব্যবসা-চুক্তি করা যে, 'আমার টাকা, তোমার মেহনত। আমাকে প্রত্যেক মাসে এত টাকা লাভ দিতে হবে।' দ্বিতীয় পক্ষ তত পরিমাণের লাভ না করলেও সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ আদায় করতে বাধ্য থাকে। অন্য দিকে লাভ বেশী হলে প্রথম পক্ষ ভাগে কম পায়। পক্ষান্তরে লাভের একটা পার্সেন্টেজ নেওয়া অবৈধ নয়।

ধর্মব্যবসা

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার মত ধর্মব্যবসায়ী সত্য মিথ্যা সব ধর্মেই এবং সর্বযুগে বর্তমান।

([৪]) বীমা ও ব্যাংকের সূদ সম্পর্কে জানতে 'ব্যাংকের সূদ কি হালাল?' বইটি অবশ্যই পড়ুন।

যেমন সে যুগের ধর্মব্যবসায়ীরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ব্যবসা করত। অনেকে তা গোপন করে অর্থ উপার্জন করত। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কুরআনে বলেছেন,

((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (١٧٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)) (١٧٥)

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে, (নরকের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! *(সূরা বাকারাহ ১৭৪-১৭৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

((وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)) (١٨٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৭ আয়াত)*

অনেকে আল্লাহর আয়াত নকল বানিয়ে অর্থ উপার্জন করত। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কুরআনে বলেছেন,

((وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ)) (٧٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যাদের কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু কল্পনা করে মাত্র। সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের শাস্তি (রয়েছে)। *(সূরা*

বাক্বারাহ ৭৮-৭৯ আয়াত)

ধর্ম পালন অথবা প্রচার করার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন হলে উপার্জিত সেই অর্থ হারামে পরিণত হয়। ধর্ম হৃদয় থেকে পালন না করে কেবল অর্থকরী ব্যবসার পণ্য হিসাবে তা ব্যবহার করা অবশ্যই বৈধ নয়। বৈধ নয় অর্থ কামানোর উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস শিক্ষা করা ও দেওয়া।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাদের পূর্বে পূর্বে যারা কুরআন শিক্ষা করে তার দ্বারা দুনিয়া যাচনা করবে। যেহেতু কুরআন তিন ব্যক্তি শিক্ষা করে; প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা বড়াই করবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা উদরপূর্তি করবে এবং তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেলাঅত করবে।' *(আবু উবাইদ, হাকেম)*

"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষাদানের উপর একটি ধনুকও গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের ধনুক তার গলায় লটকাবেন।" *(সহীহুল জামে' ৫৯৮-২নং)*

"যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।" *(আহমদ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্ম অন্বেষণ করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি সে তা কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

মালেক বিন দীনার হাসান (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলেমের শাস্তি কি? তিনি উত্তরে বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু।' বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু কি?' হাসান বললেন, 'পরকালের কর্ম দ্বারা ইহকাল অন্বেষণ করা।'

মায়মূন বিন মিহরান বলেন, 'হে কুরআন ওয়ালারা! তোমরা কুরআনকে বেসাতিরূপে গ্রহণ করো না; যার দ্বারা দুনিয়াতে লাভ ও স্বার্থ খুঁজে বেড়াবে। বরং দুনিয়া দ্বারা দুনিয়াকে এবং আখেরাত দ্বারা আখেরাতকে অন্বেষণ কর। কেউ তো বিতর্ক করার জন্য কুরআন শিক্ষা করে, কেউ বা লোকে তার দিকে ইঙ্গিত করবে (প্রসিদ্ধ হবে) এই লোভে শিক্ষা করে। আর সেই ব্যক্তি উত্তম যে তা শিক্ষা করে এবং তাতে আল্লাহর আনুগত্য করে।'

এক অন্ধ ব্যক্তি সুফিয়ান সওরীর সাহচর্যে বসত। রমযান মাস এলে গ্রামাঞ্চলে বের হয়ে যেত। সেখানে লোকেদের ইমামতি করে বস্ত্রাহার উপার্জন করত। একদা সুফিয়ান তাকে বললেন, 'কিয়ামতের দিন আহলে কুরআনকে কিরাআতের বিনিময়ে প্রতিদান

দেওয়া হবে আর এই রকম লোকের জন্য বলা হবে, তুমি তোমার প্রতিদান পৃথিবীতেই সত্বর নিয়ে ফেলেছ।' অন্ধ লোকটি বলল, 'আপনি আমার জন্য একথা বলছেন? অথচ আমি আপনার সহচর?' বললেন, 'আমি ভয় করছি যে, কিয়ামতে আমাকে বলা হবে, এ তো তোমার সহচর ছিল, কেন ওকে উপদেশ দাওনি?'

বিশ্‌র বিন হারেস (রঃ) বলেন, 'পূর্বের উলামাগণ তিন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সত্যবাদিতা, হালালখোরী এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি অতিশয় বিরাগ। আর আজ আমি ওদের একজনের মধ্যেও এই সব গুণের একটাও দেখতে পাই না। তাহলে তাদেরকে কি করে গ্রাহ্য করব বা কি করে তাদেরকে দেখে হাসিমুখে সাক্ষাত করব? কেমন করে তারা ইলমের দাবী করে অথচ তারা পার্থিব বিষয়ের উপর একে অপরের ঈর্ষা ও হিংসা করে। আমীর ও নেতৃবর্গের নিকট সমশ্রেণীর ওলামার নিন্দা ও গীবত করে। এসব এই জন্য করে যাতে তাদের অবৈধ অর্থ নিয়ে অপরদের প্রতি ঝুঁকে না যায়। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে ওলামাদল! তোমরা যে আম্বিয়ার উত্তরাধিকারী! তাঁরা তো তোমাদেরকে ইলমের ওয়ারেস বানিয়েছেন। যা তোমরা বহন করেছ, কিন্তু তার উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করেছ। তোমাদের ইল্‌মকে এক পেশা বানিয়ে নিয়েছ; যার দ্বারা তোমরা রুজী-রুটী কামাচ্ছ। তোমরা কি সে ভয় কর না যে, তোমাদের উপরেই সর্বপ্রথম দোযখের অগ্নি প্রজ্বালিত করা হবে?'

অতএব কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয় যে, সে দ্বীনের কোন কর্মকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম ও সুযোগ বানিয়ে নেয় এবং কেবল অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীনী কর্তব্য পালন করে। উদ্দেশ্য এই হলে অবশ্যই তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন,

((مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ، أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ))

অর্থাৎ, যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে। আর ওরা যা করে থাকে (নিয়তে খারাবির জন্য) তা নিরর্থক হবে। *(সূরা হূদ ১৫-১৬ আয়াত)*

অতীব দুঃখের বিষয় যে, যে সকল ইসলামী ও আরবী মাদ্রাসা মুসলিমদের ওশর-যাকাৎ, ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার অর্থ দ্বারা পরিচালিত, সেখানেও বহু ছাত্র সেসব খেয়ে দ্বীনী ও আরবী তালীম গ্রহণ করে থাকে নিছক দুনিয়া কামাবার উদ্দেশ্যে। যাদের

অনেকের ইল্‌মের বহর তো থাকে, কিন্তু আমলের বহর থাকে না। যেহেতু তারা আমলের উদ্দেশ্যে পড়ে না; পড়ে একটি চাকরী লাভের উদ্দেশ্যে। এই শ্রেণীর আলেম ও তালেবে ইল্‌মকে সতর্ক করে বলি যে, নিয়ত যদি প্রথম, শেষ ও প্রধান দুনিয়া কামানোই হয়, তাহলে তাঁরা যেন ওশর-যাকাত দ্বারা পরিচালিত ঐ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার না করেন। নচেৎ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে ঐ শাস্তি। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

আরো এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধার্মিক নয় অথচ ধর্মীয় কোন কোন প্রতীককে (যেমনঃ দাড়ি, টুপী, লম্বা পিরহান প্রভৃতিকে) নিজের ব্যবসার টেকনিক হিসাবে ব্যবহার করে অর্থ কামায়। এরাও যে ধর্মকে ধামা বানিয়ে সরল মানুষের অর্থ লুটে জমা করে, তা বলাই বাহুল্য।

শির্ক ও বিদআত অবলম্বন করে অর্থোপার্জন

বহু মানুষ আছে, বহু উলামা আছেন, বহু ইমাম ও মোল্লা আছেন, যাঁরা অর্থ উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে শির্ক ও বিদআতকে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে বসেছেন। অনেক ক্ষেত্রে না জেনে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জেনেশুনেই শির্ককে শির্ক এবং বিদআতকে বিদআত বলে মানতে রাযী হন না, শুধু এই জন্য যে, তাতে তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগবে, আঁতে ঘা পড়বে এবং পেটে ছুরি মারা যাবে। যদিও তাঁরা না খেতে পেয়ে মারা যাবেন না।

কিন্তু তাঁরা মানুন চাহে না মানুন, তবুও এ ফতোয়া জেনে রাখা দরকার যে, শির্ক ও বিদআতকে অবলম্বন করে যাবতীয় উপার্জন হারাম। যেহেতু ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে তাদের অর্থ লুটে খাওয়া ছোট পাপ নয়।

মহান আল্লাহ এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করে বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)) (٣٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! অনেক পাদরী ও ধর্মযাজকই অসৎ উপায়ে মানুষের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে।” *(সূরা তাওবাহ ৩৪ আয়াত)*

তাঁরা সাধারণ মানুষকে শির্কের কুফল জানান না, বিদআতের অনিষ্টকারিতার কথা বলেন না। কেউ বললে, তার কথায় কান দিতে নিষেধ করেন এবং এইভাবে মানুষকে

আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখেন। যাতে তাঁদের গদি ও রুযী বহাল থাকে।

অবশ্য গাফেল জনসাধারণও এ ব্যাপারে অনেকাংশে দায়ী। তারাও সস্তায় বস্তাবন্দি লাভ নেওয়ার জন্য ঐ শ্রেণীর হুযুরদের শরণাপন্ন হয়। বিলাত-ফিরতা ডাক্তারকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে যা ভালো না হয়, তা যদি ১০/২০ টাকায় ভালো হয়ে যায়, তাহলে কেনই বা যাবে ১০/২০এর জায়গায় হাজার হাজার খরচ করতে? তাছাড়া বহু ডাক্তার দেখিয়ে, বহু ওষুধ খেয়ে, বহু পয়সা খরচ করে যখন রোগ না সারে তখন আর কি করার আছে? আর সেই সময় ঐ সস্তা চিকিৎসা আসলে চিকিৎসা কি না, শির্ক অথবা বিদআত কি না, তাই বা তলিয়ে দেখার কি প্রয়োজন আছে? কাঠের বিড়াল হলেও ইঁদুর তো ধরছে! ঐ চিকিৎসায় তাদের কাজ তো হচ্ছে।

তওহীদের জ্ঞান না থাকার ফলে কত শত মানুষ অবৈধ চিকিৎসার সাহারা নিয়ে ঈমানের বিনিময়ে সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনছে। আর উনারা ঈমানের বিনিময়ে পাচ্ছেন অল্প-বিস্তর টাকার ভেট!

আসুন! আমরা বাতিল উপায়ে কামিয়ে খাওয়া কিছু মানুষের বাতিল ব্যবসার কথা এখানে আলোচনা করি, যাতে সচেতন মানুষ সতর্ক হতে পারেন।

তাবীয ব্যবসা

তাবীয ব্যবসা একটি বিনা পুঁজির ব্যবসা, তাতে সবটাই লাভ এবং তার পরিমাণও মন্দ নয়। কিন্তু তা যে বৈধ ও তার কামাই যে পবিত্র নয়, তা আমাদের অনেকেই মানতে রাযী নন।

তাবীয সাধারণতঃ ৩ প্রকার হয়ে থাকে ঃ-

(ক) কিছু তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অবোধগম্য বাক্য দ্বারা লিখা হয়। অনেক সময় তাতে হযরত আলীর মদদ চেয়ে, অনেক সময় পাক পাঞ্জতন (মুহাম্মাদ, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন)কে অসীলা বানিয়ে, অনেক সময় আব্দুল কাদের জীলানীর অসীলা নিয়ে লিখা হয় বিভিন্ন তাবীয।

(খ) কিছু তাবীয কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, মসজিদ, পীরতলা, কবর বা মাযারের ধুলো দিয়ে, কোন বুযুর্গের মাথার পাগড়ী, কবরে চড়ানো চাদরের অংশ, কা'বাগৃহের গিলাফের সুতো, মক্কা-মদীনার মাটি ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়। কোন কোন তাবীয গাঁজাখোর ফকীরদের গাঁজার ছাই বা কোন নোংরা জিনিস দিয়ে তৈরী করা হয়।

উক্ত দুই প্রকার তাবীয লিখা ও ব্যবহার করা যে শির্ক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আর ঐ শ্রেণীর তাবীয ব্যবহার করে আসলে লাভ কিছু হয় না। মানুষ ধারণা করে যে, তার রোগ-বালা ঐ তাবীযে দূর হয়েছে; কিন্তু আসলে তা নয়। বরং রোগ-বালা দূর হওয়ার কারণ অন্য কিছু; হয় বৈজ্ঞানিক নতুবা শয়তানী।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “কবজ, বালা, নোয়া ইত্যাদি ব্যবহারে লাভ তো কিছুই হয় না বরং ক্ষতিই হয়।” *(আহমাদ ৪৪৫, ইবনে মাজাহ ৩৫৩১নং)*

উকবাহ বিন আমের ؓ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন’জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন’জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, “ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।” অতঃপর তিনি নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, “যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।” *(আহমাদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

(গ) কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। অনেক ক্ষেত্রে কাফের ব্যবহার করবে এবং তাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে।

আশ্চর্যের কথা যে, ওঁদের মতে তাবীয বেঁধে মড়াঘর বা আঁতুড়ঘর গেলে তাবীয ছুত হয়ে যায়। কিন্তু অচ্ছুতের গায়ে ঐ তাবীয ছুত না হয়ে যথার্থরূপে উপকার করতে থাকে!

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এ ধরনের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(ইবনে বায ২/৩৮৪)*

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর ‘আল্লাহ’ বা ‘মুহাম্মাদ’ বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ আল্লাহর উপর আস্থা না রেখে তাবীয ও তাবীযদাতার

উপর আস্থাশীল হয়ে পড়ে। আর তা শির্কের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে।

বলাই বাহুল্য যে, যা ব্যবহার করা হারাম তা ক্রয় করা, লিখা, প্রচার করা, তার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা এবং তার ব্যবসা করাও হারাম।

হারাম মানুষকে অতিরিক্ত ও মিথ্যা ভয় দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করা। 'তোমার ব্যাপারটা বড় শক্ত, অতএব তোমাকে শক্ত জিনিস দিতে হবে' বলে খদ্দেরকে আরো আকর্ষণ ও ভয় প্রদর্শন করা হয়। আর তখনই খদ্দের বুঝতে পারে যে, শক্ত জিনিস নিতে হলে শক্ত পয়সাও লাগবে। ফলে পাঁচের জায়গায় পঞ্চাশ দিতে বাধ্য হয় সে!

দুঃখের বিষয় ও হাস্যকর একটি উল্লেখ্য তাবীয ব্যবসা; যা আমার স্মৃতিপটে বারবার ভেসে ওঠে, আর তা এই যে, হঠাৎ একদিন আমার ছেলেবেলার এক সহপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কুশলবাদ জিজ্ঞাসা করার পর, সে এখন কি করছে তা জানতে চাইলাম। মুচকি হেসে বলল, পড়াশোনা তো করতে পারলাম না। পেট চালাবার জন্য ট্রেনে হকারি করছি। আমি প্রশ্ন করলাম, কিসের? একটু উদাস হয়ে বলল, বিনা পুঁজির ব্যবসা; তাবীয বিক্রি করি। নাছোড় বান্দা হয়ে আমি আবার প্রশ্ন করলাম, কিসের তাবীয? সে বলতে না চেয়েও সরস মেজাজে বলল, হুঁদুল কুতকুতের বাচ্চার লোমের তাবীয। আমি অবাক হয়ে বললাম, লোকে ভালুক জ্বর দূর করতে ভালুকের লোমের তাবীয ব্যবহার করে শুনেছি। কিন্তু 'হুঁদুল কুতকুত' আবার কোন প্রাণী, যার লোম তাবীযে ব্যবহার হয়? এবার সে আর কিছুতেই সেই প্রাণীর খবর বলতে রাযী হল না। পরিশেষে আমার পীড়াপীড়িতে সত্য কথা বলেই ফেলল; বলল, ক্ষ্যাপা! ওটা একটা খেয়ালি নাম। আসলে আমি আমার বগলের লোম ছিঁড়েই তাবীয বানিয়ে বিক্রি করি। হিন্দু-মুসলমান সবাই কিনে আমার তাবীয!

আসলে যেখানকার পরিবেশ ও মনে-মগজে শির্কের বাসা আছে, সেখানে ঐ শ্রেণীর ব্যবসা চলা যে কত সহজ তা তো ব্যবসায়ীরা ভালোভাবেই জানে। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে কত যে ঐ শ্রেণীর ভন্ডরা ধর্ম-ব্যবসা করে খাচ্ছে, তা মূর্খ মানুষরা না জানলেও শিক্ষিত ও জ্ঞানীরা ভালোভাবেই জানেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)) (٣٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! অনেক পাদরী ও ধর্মযাজকই অসৎ উপায়ে মানুষের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে।" *(সূরা তাওবাহ ৩৪ আয়াত)*

ঐ শ্রেণীর পাদরী, পুরোহিত ও উলামা নিজেদের হাতে কিছু লিখে আল্লাহর নামে চালিয়ে

দিত। তার উপর মানুষের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করত, মানুষের নিকট ঘুস নিয়ে আল্লাহর বিধানে হেরফের করত এবং ইসলামে দীক্ষিত হতে সকলকে বাধা দিত।

আর মুসলিম সমাজে ঐ শ্রেণীর উলামা ও সূফীরা মানুষের নিকট থেকে অসৎ উপায়ে অর্থ গ্রহণ করছে এবং তওহীদের পথে আসতে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে।

সুতরাং সমাজের মানুষকে বেবে দেখা দরকার। সমাজের চিন্তা ও চেতনার আমূল পরিবর্তন আসা দরকার। যে সমাজের মানুষের মনে তাবীযের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা আছে সে সমাজে অসাধু তাবীয-ব্যবসায়ী থাকাটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুতরাং সমাজকে সচেতন না করে সে ব্যবসা বন্ধ হবে কিভাবে? প্রকাশ্যে না চললেও গোপনে চলার পথ বন্ধ করবে কে?!

তাঁরা বলেন, কাজ তো হয়?

কাজ তো হবেই। বাতিল মা'বূদ, গাছ-পাথর ও জন্তু-জানোয়ারের কাছে সন্তান লাভ হয়, রোগমুক্তি পাওয়া যায়। তা বলে বাতিলকে কি হক বলে স্বীকার করে নেবেন? অধিকাংশ যে সকল রোগ তাবীযে ভালো হয়, তা মানসিক রোগ। আর মানুষের মনছবি ও প্রত্যয় অনুযায়ী তা ঘটে থাকে। কাউকে যদি জিন পায় এবং তার দৃঢ় প্রত্যয়ে সে মনে করে যে, তাবীয ছাড়া তার জিন যাবে না বা ভয় দূর হবে না, তাহলে সত্যই তা হবে না। বলা বাহুল্য, রোগীর মনেও তওহীদ বদ্ধমূল করতে হবে, তবেই ফলবে বিশুদ্ধ আকীদার সুপক্ক ফল।

কিন্তু আসল কথায় বন্ধু বেজার। উক্ত ফতোয়া আমার দ্বারা প্রচার হতে শুনে অনেক হযরত মন্তব্য করেছেন, 'আরব গিয়ে ফেরেশ্তা হয়ে গেছে!'

আসলে প্রত্যেক আলেমকেই ফেরেশ্তার মত না হলেও যথাসাধ্য পরহেযগার হওয়া দরকার। আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল না রাখতে পারলেও রুযী-রুটির জন্য কোন হালাল পথ বেছে নেওয়া উচিত।

সমালোচনায় অনেকে বলেন, দেশে আমাদের মত অল্প বেতনে চাকরি করলে কি এ ফতোয়া দিত?

আল্লাহর কসম! আরব আসার আগে মাসিক মাত্র ১৫০ (দেড়শত) টাকা বেতনে চাকরি করেও এ ফতোয়া দিয়েছি। আর শুধু এই 'আরবের ফেরেশ্তা' কেন? তার মত কত শত ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানেরও ফেরেশ্তা মজুদ রয়েছেন, যাঁরা ঐ ফতোয়া দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা অর্থাভাবে মরেননি। আসলে ভাইজান! অর্থলোভ মানুষকে অন্ধ, বধির ও হিংসুক করে তোলে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ

তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।” *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

শির্কী ঝাড়ফুঁক ব্যবসা

তাবীযের বিকল্প ব্যবস্থা স্বরূপ কুরআনী আয়াত বা সহীহ দুআ ও যিক্র দ্বারা ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়েয। তবে শির্কী বাক্য-সম্বলিত ঝাঁড়-ফুক বা মন্ত্র দ্বারা রোগী ঝাড়া শির্ক। যেমন দেব-দেবী, ফিরিশ্তা, জিন, শয়তান, অলী-আওলিয়া প্রভৃতির নাম নিয়ে অথবা আবোল-তাবোল অবোধগম্য মনগড়া বাক্য দিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা শির্ক। আর শির্কী মন্ত্রে যে কাজ হয়, তা হল শয়তানের কারসাজি।

শরয়ী মতে ঝাড়ফুঁক করার উপর পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। শরয়ী মতে জিন ছাড়িয়ে বিনিময় নেওয়া হালাল। যাঁরা মানুষের উপকার করতে চান তাঁদের উচিত, এই শরয়ী চিকিৎসা শিক্ষা করা। পক্ষান্তরে শির্কী পদ্ধতিতে ঝাড়ফুঁক করে, বেগানা মহিলার গায়ে হাত দিয়ে তেল মালিশ করে ঝাড়ফুঁক করে, চেহারায় আঘাত করে বা আগুন দিয়ে, পশু বা পাখী যবাই করে জিন ছাড়িয়ে কামানো পয়সা হারাম পয়সা।

পাপ-খন্ডন বা নামাযের কাফ্ফারা

সমাজের কোন কোন পরিবেশে এই পাপ-খন্ডনের প্রথা প্রচলিত। অবশ্য সবাই যে পাপ খন্ডনের ঐ বিধান দিয়ে নিজেই সেই অর্থ বা চাল ভক্ষণ করে তা নয়। কিন্তু যারা করে, তাদের জন্য আমাদের এ উপদেশ অধিক প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে নামাযের অনুরূপ কোন কাফ্ফারা নেই। জ্ঞান থাকতে নামায কোন সময় মাফ নেই। পবিত্রতা অর্জন করতে না পারলেও নামায মাফ নয়। কষ্টের সময়ও আল্লাহর বান্দারা নামায পড়ে থাকেন এবং তারই মাধ্যমে ধৈর্য ও আরোগ্যের জন্য আবেদন করে থাকেন। আর তা করা আবশ্যক।

সুতরাং নামায বাদ যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ চলেই গেলে, তা কাযা তোলা ছাড়া অন্য কোন কাফ্ফারা নেই। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফ্ফারা হল স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া।” অন্য এক বর্ণনায় বলেন, “এ ছাড়া তার আর কোন কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০৩ নং)*

বৈধ কারণে ছুটে যাওয়া অনেক নামাযের কাযা না থাকলেও তার কোন কাফ্ফারা নেই।

পক্ষান্তরে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে বেনামাযী থেকে মারা যায়, তাহলে তার ঐ হিসাব করা কাফ্ফারার কয়েক কিলো চাল বা কয়েক শত কিংবা হাজার টাকা তো দূরের কথা, সারা দুনিয়ার সারা সম্পদ দিলেও আল্লাহ মাফ করবেন না। ইল্লা মা-শাআল্লাহ! যেহেতু (অনেকের মতে) বেনামাযী কাফের। সুতরাং কাফেরের জন্য কাফ্ফারা, দান বা দুআ কোনই কাজে দেবে না।

এই সুযোগে গরীবরা উপকৃত হয় ঠিকই। কিন্তু এই সুযোগ সৃষ্টি করার সুযোগ্য বিধানদাতা আপনি কে?

মীলাদ-ব্যবসা

মীলাদ বা মৌলুদ পাঠ ধর্মে একটি নব আবিষ্কৃত বিদআত। এ কথা অনেক মৌলবী, ইমাম বা মোল্লা স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবল এক পাত মুরগী-পোলাও ও কয়টি টাকার লোভে তা করে থাকেন। ওঁদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক ও বেনামাযীর জানাযা পড়েন না, কিন্তু তার চালসের দাওয়াত গ্রহণ করতে ভুল করেন না। সুতরাং হায়রে অভর পেট! পেটের এমন জ্বালা?

তাঁদেরকে বুঝাতে গেলে বুঝ মানেন না। অনেকে বিদআত স্বীকার করেও 'বিদআতে হাসানাহ' বলে উত্তম মনে করেই করে থাকেন। অনেকে তা সুন্নত প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে এদিক-সেদিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক দলীল উপস্থাপিত করে থাকেন। পরন্তু সমাজে প্রচলিত ঐ বিদআতের কথা বললে নাকি তাঁদের পেটে ছুরি মারা হয়! অনেকে জামাআতের দোহায় দিয়ে বলেন, তিনি যদি মীলাদ না পড়েন, তাহলে জামাআত তাঁকে রাখবে না। যেন ঐ জামাআত তাঁর রুযীর ভার নিয়ে রেখেছে এবং অন্য কোন জামাআত বা মসজিদে তাঁর চাকরি মিলবে না।

বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম সমাজে ঐ শ্রেণীর মৌলবী ও হুযুররা মানুষের নিকট থেকে মীলাদ ইত্যাদি বিদআতী ধর্মানুষ্ঠান করে অসৎ উপায়ে অর্থ গ্রহণ করছেন এবং নিজ ভক্তদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দিচ্ছেন। সত্য পথকে 'ওয়াহাবী' ইত্যাদি নাম দিয়ে তাদের কানে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। অতএব যে সরিষায় ভূত ছাড়বে, সেই সরিষাতেই যদি ভূত জেঁকে বসে, তাহলে সমাজের ভূত আর ছাড়বে কিভাবে?

সমাজের সাধারণ মানুষের উচিত, ধর্মব্যবসায়ীদের ঐ সকল ব্যবসা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। তাদেরকে মুরগী-পোলাও খাইয়ে ফালতু পয়সা খরচ না করা। যাতে আপনার মৃত মাতা-পিতার কোন লাভ হবে না, তা করা ফালতু বৈকি? আর খবরদার! ঐ ধরনের মীলাদে হাযির হবেন না। নাই বা শুনলেন বিদআতী মজলিসে ভালো কথা? ভালো কথা শোনার কি আর কোন উপলক্ষ্য নেই?

ঘর বন্ধ করে কামাই

এ জগতে বাস করতে গিয়ে বালা-মসিবত কার না আসে? বিপদ-আপদ দিয়ে মুমিনকে পরীক্ষা করা হয়। যেমন প্রত্যেক ঘরেই তো দূরের কথা প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান বাস করে। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ঐ বালা-মসীবত, বিপদ-আপদ ও শয়তান থেকে রক্ষা করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে ঐ সব দিয়ে পরীক্ষা করেন। অবশ্য ঐ সব দূর করার শরয়ী পদ্ধতিও আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কিছু অল্প বিদ্যার মানুষ ঐ সব দূর করার জন্য নব আবিষ্কৃত শির্কী পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। সৃষ্টি করে থাকে দুর্বল ঈমানের মানুষদের মনে নানা ভয় ও ত্রাস। অতঃপর পয়সার বিনিময়ে তাদের সে ভয় ও ত্রাস দূর করার ঠিকেদারিও করে থাকে। ফলে সাপ হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝেড়ে বাতিল উপায়ে অর্থ উপার্জন করে খায়। ভূত ও শনির ভয় দেখিয়ে মনগড়া পদ্ধতিতে তা দূর করার অপচেষ্টা করে শির্ক ও বিদআত করে অভর ভুঁড়ির ভাঁড় ভরতি করে!

ঘর বন্ধ করার কাজে পীরের পাদুকা, মাটির ভাঁড়, পেরেক, সিঁদুর, আগর বাতি ইত্যাদি ব্যবহার দেখে প্রত্যেক তওহীদবাদী মুসলিম আন্দাজ করতে পারবে যে, মুসলিম ঘরে শির্কের প্রচলন বাড়িয়ে চলেছেন ঐ শ্রেণীর ওঝা হুযুরের দল। অথচ যে ঘর এবং যে ঘরের মানুষের মন শির্ক বরণ করে নিতে সর্বদা মুক্ত বা খোলা থাকে, সে ঘর শির্ক দিয়ে বন্ধ করা যায় না। পেশাব দিয়ে পায়খানা ধুলে কি পবিত্রতা আসে?

পক্ষান্তরে সমাজ যদি খেয়াল করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, ঘর বন্ধ করার জন্য ঐ খরচের পদ্ধতি কোন ওঝা হুযুর নিজে ব্যবহার করছেন না। ঘরে বর্কত আনয়ন করার জন্য কোন মীলাদী হুযুর নিজের ঘরে মীলাদ পড়াচ্ছেন না। আর তার মানে কি এই নয় যে, চাঁড়ালের ঘরের চালে কাক বসলে, তা চাঁড়ালের পাপের কারণে বসে। পক্ষান্তরে বামনের ঘরের চালে কাক বসলে, কাক নিজের পাপ খন্ডন করাবার উদ্দেশ্যে বসে?

আসলে এক বামন এক চাঁড়ালের ঘরের চালে কাক বসতে দেখে তার কাছ থেকে কিছু বাগিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হল। বামন চাঁড়ালকে ডেকে বলল, তোর ঘরের চালে কাক বসেছে, তুই কি পাপ করেছিস বল তো?

চাঁড়াল হতভম্ব হয়ে বলল ঃ আজ্ঞে আমার জানা মতে আমি কোন পাপ তো করিনি।

বামন বলল ঃ নিশ্চয় করেছিস। তাছাড়া তোর ঘরের চালে কাক বসবে কেন?

চাঁড়াল বলল ঃ তাহলে মশায়, তা খন্ডন করার উপায় কি?

বামন বলল ঃ উপায় খুব সহজ। কাল সকালে একটা মোরগ আর এক সের আতপ চাল নিয়ে আসবি। তোর পাপ খন্ডন করিয়ে দেব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে চাঁড়াল কষ্টেসৃষ্টে তা যোগাড় করে বামনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে পাপ বা দোষ খন্ডনের ব্যবস্থা করতে বলে এল। কিন্তু তার মনে একটি 'কিন্তু' থেকেই গেল?

একদিন সে লক্ষ্য করল যে, বামনের ঘরের চালে কাক বসেছে। ভাবল, কি ব্যাপার? তাহলে কি বামনও পাপ করলেন, নাকি তাঁর ঐ কথা মিথ্যা ও ভাঁওতা মাত্র। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাহস করে বামনকে ডেকে সভয়ে বলল, আজ্ঞে! কিছু মনে করবেন না, আমি একটি কথা বলব।

বামন তাকে অভয় দিয়ে বলতে আদেশ করল। সে বলল, আজ্ঞে আমার পাপের কারণে আমার ঘরের চালে কাক বসেছিল। কিন্তু আপনি আবার কি পাপ করলেন যে, আপনার ঘরের চালে আজ কাক বসেছে?

বামন বলল ঃ নিশ্চয় তুই ভুল দেখেছিস। ওটা হয়তো কাক নয়, পায়রা।

চাঁড়াল বলল ঃ আজ্ঞে না। আমার চোখের কোন দোষ নেই। আপনি নিজে দেখুন, বুঝতে পারবেন।

বামন দেখল, যুক্তির ফাঁসে সে ফেঁসে গেছে। মনে মনে এই ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল এবং কৌশলের সাথে বলল, আরে সত্যই তো কাক। কিন্তু আমার চালে ও কেন বসেছে, তা যদি তুই বুঝবি, তাহলে আমি বামন আর তুই চাঁড়াল হবি কেন? আসলে তোর পাপের কারণে তোর ঘরের চালে কাক বসেছিল। কিন্তু এ কাক নিজ পাপ খন্ডন করানোর জন্য আমার চালে এসে বসেছে!

বেচারা চাঁড়াল নাজবাব হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু তার মন কি তা মেনে নিতে পেরেছিল। কক্ষনই না।

আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, আমাদের সমাজেও অনুরূপভাবে অসৎ উপায়ে সাধারণ মানুষের ধন লুটে খাবার মত লোক বর্তমান রয়েছে?

আনুষঙ্গিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ঘর বন্ধ করার পদ্ধতি উল্লেখ্য ঃ-

শয়তান এমন এক সৃষ্টি যে মানুষের রক্তশিরায় প্রবাহিত হতে পারে, সুতরাং কোন বাঁধ দিয়ে তাকে রোখা, কোন বাধ সেধে তাকে বাধা দেওয়া অথবা কোন বাঁধন দিয়ে তাকে বাঁধা সম্ভব নয়। সে অদৃশ্য জিনিসকে আধ্যাত্মিক কিছু দিয়ে প্রতিহত করতে হয়।

অবশ্য শয়তানকে রাজি ও খোশ করে ভাগানো যায়। কিন্তু সে মানুষের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি হবার নয়। শির্ক করলে সে রাজি হয়, অতএব শির্ক করে তাকে খোশ করে বিদায় জানাতে অনুরোধ করা যায়। কিন্তু মুসলিমদের জন্য তা বৈধ নয়। কারণ শির্ক সবচেয়ে বড় পাপ।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, সে যা পছন্দ করে না, তা দিয়ে ভাগানো। সে যাতে কষ্টবোধ করে তা দিয়ে তাড়ানো। যেমন মরিচের ধোঁয়া মানুষের কাছে বড় কষ্টকর। কোন ঘরে মরিচের ধোঁয়া দেওয়া হলে সে ঘরে কোন মানুষ টিকতে পারবে না। তেমনি শয়তানের জন্য মরিচের ধোঁয়া হল, মহান আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর যিক্‌রে সে জ্বলে ওঠে। আল্লাহর আযান শুনে সে পাদতে পাদতে পলায়ন করে। বলাই বাহুল্য যে, ঘর থেকে তাকে বিতাড়িত করতে, অন্য কথায় শয়তান থেকে 'ঘর বন্ধ' করতে আপনি নিম্নলিখিত আধ্যাত্মিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন ঃ-

১। বাড়ি প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলুন।

২। পানাহার শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলুন।

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫নং)*

৩। যথানিয়মে কুরআন এবং বিশেষ করে সূরা বাক্বারাহ তেলাঅত করুন।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিও না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মত করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ, যে ঘরে ঐ সূরা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।" *(সহীহুল জামে' ১১৭০নং)*

তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা আকাশমন্ডলী ও ধরণী সৃষ্টির দুই সহস্রবৎসর পূর্বে এক গ্রন্থ (লওহে মাহফূয) লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের নিকট অবস্থিত। তিনি ঐ (গ্রন্থ) হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার দ্বারায় সূরা বাক্বারার সমাপ্তি করেন। যে গৃহে ঐ আয়াত দুটি তিন দিন পঠিত হবে, শয়তান সে গৃহের নিকটবর্তী হবে না। *(আহমাদ ৪/২৭৪)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সূরা বাক্বারাহ কোন বাড়িতে পাঠ করা হলে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না। *(সহীহ তারগীব)*

৪। বাড়ি থেকে বাজনা দূর করুন।

মহানবী ﷺ বলেন, "সেই সফর কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যে কাফেলায় ঘন্টা থাকে।" (আহমাদ, আবূ দাঊদ) অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সেই ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যে ঘরে ঘন্টা থাকে।

বলাই বাহুল্য যে, যে বাড়িতে ঘুঙুর-ঘন্টা থেকে আরো বড় আকর্ষণীয় বাজনা-বাদ্য ধ্বনিত হয়, সে বাড়িতে রহমতের ফিরিশ্তা থাকতে পারে না। আর তার মানেই শয়তান ও বর্কতহীনতা সে ঘর হতে বিদায় গ্রহণ করে না।

৫। বাড়ি থেকে মানুষ বা কোন প্রাণীর মূর্তি ও ছবি বা ফটো দূর করুন।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৬। বাড়ি থেকে কুকুর দূর করুন। বিশেষ করে কালো কুকুর শয়তান।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ঘরে কুকুর বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ-এর গৃহে একটি কুকুর প্রবেশ করলে জিবরীল প্রবেশ করেননি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিবরীল বলেছিলেন, "আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং ভাড়াটিয়া ওঝার উপর ভরসা করে শির্ক-বিদআত না করে, নিজের বাড়ি নিজেই বন্ধ করুন। বাড়ি থেকে জিন, শয়তান ও বর্কতহীনতা পলায়ন করবে ইন শাআল্লাহ।

কুরআন খানী

কুরআন-খানী, ফাতেহা-খানী, কুল-খানী, খতমে কুরআন, শবীনা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই, বিধায় তা বিদআত। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে, এক পাত গোশ্তভাত ও কয়েকটি টাকার লোভে কুরআনকে কামায়ের মাধ্যম বানায় এক শ্রেণীর হাফেয ও ক্বারীর দল। যাদের জন্য দুআ করা হারাম, তাদের জন্যও কুরআন-খানী করে; এমনকি অনেকে রাজনৈতিক খাতিরে অমুসলিমের নামেও কুরআনখানী করে! করবেই তো। তারা তো আর সে কাজ মন থেকে করে না। তারা তো আসলে ভাড়াটিয়া মুটে। ভাড়ার জন্য যে কোন মোট বইতে তারা রাযী।

ওদের মধ্যে যাদের মোটেই আল্লাহর ভয় নেই, তারা আবার ভাড়া গিয়েও কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে। গড়গড় করে পড়তে পড়তে জানতে অজানতে মাঝে-মধ্যে কয়েক

পাতা বাদ দিয়ে দিয়ে স্বল্প সময়ে কুরআন খতম করে! ফলে তারা ধোকা দেয় আল্লাহকে, ধোকা দেয় সমাজকে এবং নিজেদেরকেও। ফাল্লাহুল মুস্তাআন!

সমাজে এক শ্রেণীর বোকা মানুষ আছে, যারা মনে করে যে, তাদের আত্মীয় শির্ক করে অথবা ইসলামের বিরোধিতা করে অথবা নামায-রোযা না করে মারা গেলেও যদি তার নামে কুরআন-খানী করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভাড়াটিয়া ঐ শ্রেণীর হাফেয বা কারী ভাড়া করে আত্মীয়র জন্য বেহেশ্তগামী পথ অতিক্রম সহজ করার মানসে বুরাক অথবা দুলদুল ভাড়া করে দেওয়া হয়!

অথবা তারা জানে যে, এটা তার আত্মীয়র কোন কাজে আসবে না। তবুও সমাজের চাপে, সমাজে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে, সমাজের একটি প্রচলিত রসম-রেওয়াজ পাঁচজনের খাতিরে পালন করার উদ্দেশ্যে কুরআন-খানী করিয়ে থাকে। আর এ নিয়তে উক্ত কাজ যে বৃথা ও ফালতু -তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং যে কাজ বিদআত, যে কাজে নোকসান ছাড়া কোন লাভ নেই, সে কাজে ভাড়া খেটে অর্থ উপার্জন ও উদরপূর্তি কি ইসলামে বৈধ হতে পারে?

(দেখুন ঃ মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৩/৩৭৯, ২৮/১১০, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৪২)

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে অথবা নিয়ত ঠিক রেখে কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা অবৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৩১/১০৯)*

মুফতী মুহাম্মাদ শাফী' সাহেব মাআরিফুল কুরআনে বলেন, 'ঈসালে-সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয ঃ আল্লামা শামী 'দুর্রে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান-ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম বা অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহগার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও

বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত।' *(তফসীর মাআরিফুল কুরআন, বাংলা অনূদিত, সউদী আরব ছাপা ৩৫পৃঃ)*

মাযার ও নযর-নিয়ায

এক শ্রেণীর সূফীপন্থী মুসলমান আধ্যাত্মিকতার নামে বুযুর্গ সেজে সাধারণ মানুষের নযর-নিয়ায গ্রহণ করেন। অনেকে কোন রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায়, অনেকে সন্তান লাভের আশায়, অনেকে সুখ-সমৃদ্ধি লাভের আশায় তাঁদের কাছে এলে তাঁদের জন্য বিশেষ উপঢৌকন ও নযরানা পেশ করলে, তাতেও তাঁদের বেশ ধনাগম হয়।

কেরামতি ও বুযুর্গির প্রচার-কার্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে তাঁদের সে ব্যবসা সহজ করে তোলা হয়। কল্পনাপ্রসূত অথবা সত্যই কোন আল্লাহর অলীর কবরকে মাযার বানিয়ে সেখানেও ঐ ধরনের নানা কেরামতি ও আশাপূর্ণ হওয়ার কথা লোকমাঝে প্রচার করে দুর্বল, কম অথবা নেই ঈমানের সাধারণ মানুষদের বিশাল সমাগম ঘটিয়ে প্রচুর ধনাগম করা হয়। আর শির্কের আড্ডাকে কেন্দ্র করে উপার্জিত ঐ অর্থ কি হালাল বলতে পারেন? এটা কি বাতিল উপায়ে মানুষের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার অন্যতম পন্থা নয়?

মহানবী ﷺ বলেন, "--আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (অথবা নিজেকে) সুনাম ও লোক-প্রদর্শনের জায়গায় রেখে (তার ভুয়া প্রশংসা ও মিথ্যা কারামত ও বুযুর্গী বর্ণনা করে উপার্জন করবে), আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন অনুরূপ (মিথ্যুক বলে) প্রচার ও প্রসিদ্ধির জায়গায় রাখবেন।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৮৩নং)*

গণক ও দৈব-চিকিৎসা

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা, গায়বী খবর জানে বলে দাবী করে, গায়বী খবর বলে এবং গায়বী খবর জানতে, রোগ জানতে, হারিয়ে যাওয়া জিনিসের স্থান জানতে, চোর চিহ্নিত করতে হাত, বাতা, বা বাটি চালায়, বদনা ঘোরায়, দাগ টানে, কড়ি চালে, ফালনামা খোলে, রোগীর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে, তার ব্যবহৃত জামা আনতে বলে, কারো পায়ের ধুলো আনতে বলে, মাসিকের জন্য ব্যবহৃত নোংরা ন্যাকড়া (!) আনতে বলে এবং এ সবের মাধ্যমে রোগ ও চোর ধরে ও চিকিৎসা করে। আর তার বিনিময়ে ভালো পয়সা ইনকাম করে।

এই শ্রেণীর ওঝারা গায়বী খবর রাখার দাবী করে। সুতরাং তার নিকট চিকিৎসা করানো বৈধ নয়। যেমন তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করাও অবৈধ।

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,“যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট এসে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তার চল্লিশ রাত নামায কবুল করা হয় না।” *(মুসলিম)*

গণক, দৈবজ্ঞ ও যাদুকরের নিকট যেতে, তাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং তাদের ঐ কথাকে সত্যায়ন বা বিশ্বাস করতে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ থেকে একাধিক হাদীস শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসে এবং সে যা বলে তা সত্য বলে মানে তবে সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয় (কুরআনের) সাথে কুফরী করে (অস্বীকার করে)।” *(সহীহুল জামে’ ৫৯৩৯নং)*

সুতরাং যে ব্যক্তি পাথর মেরে, কড়ি খেলে, মাটিতে দাগ টেনে অথবা রোগীকে তার ও তার মায়ের নাম অথবা কোন আত্মীয়র নাম জিজ্ঞাসা করে গায়বী (অদৃশ্য) জ্ঞানের দাবী করে তবে এসব এই কথারই দলীল যে, সে গণক ও দৈবজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। যাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের কথা সত্যায়ন করতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। অতএব ওদের থেকে এবং কোন গায়বী খবর জানতে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে; বরং ওদের নিকট চিকিৎসা করানো থেকে সাবধান হওয়া ওয়াজেব।

বলা বাহুল্য, ঐ শ্রেণীর ফকীরী চিকিৎসকদের উপার্জিত অর্থ কি হালাল হতে পারে বলছেন?

আদম ব্যবসা

এ কথা বিদিত যে, মানুষকে আল্লাহ সম্মানিতরূপে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীর বুকে স্থান দিয়েছেন। সে সম্মানিত মানুষের ব্যবসা ইসলামে হারাম। হারাম তার যে কোন অঙ্গ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা।

স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করা হারাম খাওয়ারই শামিল। মহানবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।” *(আহমাদ ২/৩৫৮, বুখারী ২২২৭ ও ২২৭০নং, ইবনে মাজাহ ২৪৪২নং)*

বলা বাহুল্য, মানুষ (পুরুষ, নারী বা শিশু) অপহরণ করে বিদেশে, বেশ্যাকোঠায়

অথবা অন্য কোথাও বিক্রয় করা, ভালোবাসার ফাঁদে বন্দী করে অবলা নারীকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে দূরে কোথাও বিক্রয় করা, এক দেশে কোন যুবতীর অভিভাবককে কিছু অর্থ দিয়ে অথবা ভালোবাসার নামে বিবাহ করে ভিন দেশে নারী পাচার করা এবং তার মাধ্যমে মোটা টাকা ইনকাম করা হারাম। হারাম সে টাকা ভক্ষণ ও ব্যবহার।

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হল। সে শিশু চুরি করে ভিন দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। তিনি তার হাত কেটে ফেলতে আদেশ করেছিলেন। *(দারাকুত্বনী, ইরওয়াউল গালীল ২৪০৭নং)*

মৃত মানুষের লাশ বিক্রি করাও হারাম, হারাম তার মাথা বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে বিক্রি করা। যেহেতু পিয়ারা নবী ﷺ বলেন, "মৃত মুমিনের হাড় ভাঙ্গা জীবিতের হাড় ভাঙ্গার সমান।" *(আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনে মাজাহ ১৬১৬ নং আহমাদ ৬/৫৮, বাইহাকী ৪/৫৮ প্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ২৭৪৬নং)* বৈধ নয় রক্ত বিক্রয় ও তার ব্যবসা। *(সহীহুল জামে' ৬৯৪৯নং)*

ভিসা ব্যবসাও হারাম। কারণ, তাতে একটি মানুষ গোলামের মতই নাজেহাল হয়। কোন কোন মানুষ বিদেশ আসার জন্য ত্রিশ হাজারের জায়গায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এজেন্টের ভাঁওতাবাজির শিকার হয়ে বিদেশে এসে বেতন পায় মাত্র ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকার মত। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার বাড়ির লোক, যারা সুখে-দুঃখে রুযী-রুটির জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ডানাকাটা পাখির মত দিনরাত করে। আসল টাকা কি করে তুলবে এবং সূদের উপর নেওয়া ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করবে সেই চিন্তায় তার মাথার চুল পেকে যায়, দেহ কৃশ হয়ে যায়। বিদেশে এসে এমন এক দলদলে ফেঁসে যায় যে, সে সেখান থেকে না আগাতে পারে, আর না পিছাতে। অনেকে এই দুশ্চিন্তা করতে করতে অথবা ঋণের বোঝার কথা স্মরণ করতে করতে আত্মহত্যাও করে বসে। ইসলাম কি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অনুমতি দিতে পারে?

মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।" (অথবা কেউ অপরের ক্ষতি করবে না এবং অপরের ক্ষতি করার পরিবর্তেও ক্ষতি করবে না।) *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫১৭নং)*

তাছাড়া দেশের আইনে ভিসা ব্যবসা অবৈধ। অতএব কেউ ভিসার ব্যবসা করলে সে সরকারী আইনের বিরোধিতা করে। অথচ ইসলামী সরকারের বিরোধিতা করাও ইসলামে বৈধ নয়।

নারীদেহের মাধ্যমে অর্থোপার্জন

ইসলামে নারীর মর্যাদা রয়েছে বিশাল। কিন্তু অর্থলোভে বহু মুসলমানও নারীর কদর করে না। ব্যবহার করে নারী, তার দেহ, সৌন্দর্য ও যৌবনকে অর্থলাভের মাধ্যম ও অসীলারূপে। হীন চরিত্রের নীচ মনের ঐ নোংরা মানুষরা নারীকে পণ্য বানিয়ে অর্থ উপার্জন করে। চুক্তিবদ্ধ মালিক হয়ে, (আসল বা নকল) স্বামী অথবা ভাই হয়ে, এমনকি পিতামাতা হয়েও নারীকে ব্যবসায় নামাতে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না।

ইসলামে পর্দা ফরয। নারীদেহ প্রদর্শন হারাম। নারীর প্রতি কাম নজরে দৃষ্টিপাত হারাম। ব্যভিচার হারাম। কিন্তু তা হলে কি হয়? অর্থলোভ যে বড় ব্যারাম!

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির কামাই ও গণকের উপার্জন গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৫১নং)* তিনি বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কামানো অর্থকে 'খাবীষ' বা অপবিত্র বলেছেন। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৭নং)* কখনো বলেছেন ঐ উপার্জন হল হারাম। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৬নং)* কখনো বলেছেন, "দেহব্যবসার অর্থ হালাল নয়।" *(আবূ দাঊদ ৩৪৮৪নং)*

বলা বাহুল্য, নারীর গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করে অর্থ হারাম তো বটেই, হারাম তার অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহার করেও।

নারী নিজে দেহ-ব্যবসা করুক অথবা কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে করুক, সমাজ বা সরকার তাকে ঘৃণা করুক অথবা 'যৌনকর্মী' বলে সুন্দর নাম দিয়ে সমাদর করুক, সে ব্যবসা হারাম, হারাম তার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ।

হারাম কোন মুসলিমের পতিতালয় চালানো।

হারাম নারীর নগ্ন দেহ দিয়ে ফিল্ম, ব্লু ফিল্ম্ প্রস্তুত।

হারাম পুরুষমহলে নৃত্য করে পয়সা কামানো এবং হারাম যুবতী নর্তকী দিয়ে সংস্কৃতি (?) বার বা নৃত্যশালা চালানো।

হারাম সুন্দরী সেজে (চা, পান, মিষ্টি বা অন্য কোন) দোকান চালানো অথবা সুন্দরীকে বসিয়ে দোকান চালানো।

হারাম রূপসীকে পরিচারিকা রেখে হোটেল চালানো।

হারাম নারীর পুরুষের চুল কেটে সেলুন চালানো অথবা তাকে সেলুনে রেখে পুরুষের চুল কাটানো।

হারাম সুন্দরীর মুখশ্রী ও সুঠাম রম্য আবেদনময়ী দেহ প্রদর্শন করে কোন বাণিজ্য-বিজ্ঞাপন।

হারাম ব্যবসায় উন্নতির জন্য সুন্দরী যুবতীকে ম্যানেজার বানানো।

হারাম যে কোন ব্যবসায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুন্দরীকে পাঠানো।

হারাম কোন অফিসে কার্যসিদ্ধির জন্য নিজে না গিয়ে নিজের আধুনিকা 'মিসেস'কে

পাঠানো।

হারাম যুবতীর দর্জি হয়ে সরাসরি পুরুষ দেহের মাপ নিয়ে জামা-প্যান্ট্ প্রস্তুত।

হারাম পত্রিকায় মডেল যুবতী বা হিরোইনের ছবি ছেপে পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ানো।

মুতা (বা সাময়িক) বিবাহের মোহর মহিলার জন্য হারাম। যেহেতু ঐ বিবাহই ইসলামে অবৈধ।

কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয় নিজের রেহেম (গর্ভাশয়) ভাড়া দেওয়া। সন্তানকামী পুরুষের সাথে সহবাস বা ব্যভিচার করে, তার জন্য সন্তান পেটে ধরা ও ভূমিষ্ঠ করা অথবা সন্তানকামী পুরুষের বীর্যপাত করে সেই বীর্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে স্থাপন করে তার জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় তার বিনিময়ে নেওয়া অর্থ ভক্ষণ করা।

মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা গায়িকা (ক্রীতদাসী) ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে (গান) শিক্ষা দিও না। গায়িকা দাসী ব্যবসায় কোন মঙ্গল নেই এবং তার মূল্য হারাম। আর অনুরূপ কারণে অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন মাজীদের) এই আয়াতঃ-

((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)) (٦) سورة لقمان

অর্থাৎ, এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অসার বাক্য ক্রয় করে (বেছে নেয়) এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। *(সূরা লুক্বমান ৬ আয়াত, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯২২নং)*

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়

মানুষ বড় সম্মানিত জীব। মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বড় সম্মানের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন এবং সারা বিশ্বের সমস্ত জিনিসকে তারই খিদমতের জন্য অধীন করে দিয়েছেন। অতএব তার কেনা-বেচায় তার সম্মানহানি হওয়ার কথা অবশ্যই বটে। অনুরূপভাবে মানুষের কোন অঙ্গ ও অংশ বিক্রয় করাও বৈধ নয়। বৈধ নয় লাশ ও ভ্রূণ বিক্রয়। মানুষের রক্ত, চুল, চোখ, কিডনী প্রভৃতিও বিক্রয় করা হারাম।

তবে হ্যাঁ, রক্ত বা অঙ্গ দান করার পর যদি কোন পক্ষ খুশী হয়ে উপহার স্বরূপ দাতাকে কিছু দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই। যেহেতু তা বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৩৫/৩৪৩-৩৪৪)*

বীর্য বিক্রয়

এ কথা বিদিত যে, মানুষের কোন কিছু বিক্রয় বৈধ নয়; অতএব তার বীর্যও নয়। তাছাড়া তার বীর্য নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্যের গর্ভে প্রক্ষেপ হারাম। সুতরাং তা কোন পর-মহিলার গর্ভের জন্য বিক্রয় করা হারাম।

গৃহপালিত পশুর বীর্যও বিক্রি করা বৈধ নয়। উঁট, ঘোড়া, ষাঁড় বা পাঁঠার বীর্য বিক্রি করে অর্থ বৈধ নয়। কোন মুসলিম ভাই তার গাভী বা ছাগীর মিলন সাধনের জন্য এলে বিনা পয়সায় ষাঁড় বা পাঁঠা ছেড়ে দেওয়া উচিত। যেহেতু আমাদের নবী ﷺ প্রজননের জন্য ষাঁড় ভাড়ায় দিতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম ১৫৬৫নং)* ষাঁড় বা পাঁঠা মিলন ও প্রজনেনর জন্য কাউকে (পাল ধরাতে) দিয়ে তার মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৪৮নং)*

অবশ্য যদি কেউ স্বেচ্ছায় কেউ উপহার স্বরূপ কিছু দেয়, তাহলে ষাঁড় মালিকের তা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। *(তিরমিযী ১২৭৪, নাসাঈ, মিশকাত ২৮৬৬নং)*

চালবাজি করে ব্যবসা

কিছু ব্যবসায়ী আছে, যারা ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভের জন্য চালাকির আশ্রয় নেয়। ক্রেতাকে নানাভাবে ধোকায় ফেলে তার অর্থ শিকার করে।

মহানবী ﷺ বলেন, “ধোকাবাজি ও চালবাজি জাহান্নামে হবে।” *(বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬৭২৫নং)*

ঠকবাজ ও ধরিবাজ সব ব্যাপারে ও সব সমাজেই ঘৃণ্য। ধোকাবাজি কোন ক্ষেত্রেই বৈধ নয়; বৈধ নয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু ব্যবসায়ী ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে হারাম অর্থ কামিয়ে আনন্দবোধ করে থাকে। যেমন ঃ-

১। দালাল লাগিয়ে জিনিসের দাম বাড়ানো।

নির্দিষ্ট ভাড়াটে দালাল লাগিয়ে খদ্দের লাগার সময় পাশ থেকে এসে যে জিনিস খদ্দের কিনতে চায় সেই জিনিসই কিনবার আগ্রহ দেখিয়ে দালাল তার মনে বিশ্বাস জন্মায় এবং মাঝখান থেকে দাম বাড়িয়ে সতর্কতার সাথে সরে পড়ে।

অনেক ক্ষেত্রে কোন মাল নিলামে বিক্রি হওয়ার সময় ঐ শ্রেণীর ভাড়াটে দালাল ভুয়া

ডাক দিয়ে কেবল দাম বাড়িয়ে বড় কৌশলের সাথে কেটে পড়ে। পরিশেষে সাধারণ ক্রেতা ধোকায় পড়ে সেই মাল চড়া দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

অথচ আমাদের দয়ার নবী ﷺ এইভাবে পণ্য ক্রয় করার নিয়ত ছাড়া তার মূল্য বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

সুতরাং বিক্রেতা ও দালাল উভয়েই উক্ত হারামে সমানভাবে শরীক।

২। দামী কিছু খাইয়ে খদ্দের বাঁধা।

কোন কোন অসৎ ব্যবসায়ী আছে, যারা তাদের দোকান ঢুকতেই মিষ্টি অথবা পেপসী খাইয়ে বাহ্যতঃ বড় সম্মান প্রদর্শন করে। অবশ্য তারা যে নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে না, তা সুনিশ্চিত। যেহেতু তারা যখনই খদ্দেরকে খাইয়ে আপ্যায়ন করবে, তখন কোন্ লজ্জায় খদ্দের তাদের দোকানে মাল না কিনে বের হতে পারবে? আর মাল কিনলেই তার আপ্যায়নের পয়সা সূদ সহ ওসূল করে নেবে ঐ শ্রেণীর ধোকাবাজ ব্যবসায়ীরা।

৩। ব্যবসার পণ্য খাদ্যদ্রব্য হলে যথেষ্ট পরিমাণ টেষ্ট্ করতে দিয়ে ক্রেতাকে বেঁধে নিয়ে ইচ্ছামত দামে তা বিক্রয় করা।

৪। প্যাঁচের কথা বলে খদ্দের শিকার করা। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এমনভাবে কথা বলে, যাতে মনে হয় জিনিস সস্তা। অতঃপর ওজন করা, প্যাকিং খোলা বা খাওয়ার পর বেশী দাম চেয়ে বসে। ৫ টাকা কেজি শুনে দাম দেওয়ার সময় যখন ৫ টাকা পোয়া চায় তখন লজ্জায় আপনি দিতে বাধ্য। নতুবা ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে গালিমন্দ খেয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় মারও খেতে পারেন।

৫। অনেক হারামখোর ব্যবসায়ী আছে, যারা তাদের দোকানে ঢুকলে এবং পছন্দ না হয়ে পণ্য না নিতে চাইলে লজ্জা বা গালি দিয়ে কিনতে বাধ্য করে। আর মান রক্ষার জন্য তাদের কথা উপেক্ষা করে আপনি দোকান থেকে বের হয়ে আসবেন তার উপায় নেই। অবশেষে পছন্দ ও মাপ মত না হলেও কথার বাঁধুনি ও বিঁধুনির জ্বালায় তাই কিনে আনতে বাধ্য হবেন।

৬। চোখে ধুলো দিয়ে, যুবতীর ইজ্জত দেখিয়ে দাঁড়ি মেরে ব্যবসা হারাম ব্যবসা সে কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

৭। তদনুরূপ একটি তার জুড়ে ম্যাকানিকদের মোটা পারিশ্রমিক নেওয়া হারাম, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ সময় ও স্থানে ব্যবসা

শরীয়তের আইনে যে কাল-পাত্রে ব্যবসা নিষেধ, সে কাল-পাত্রে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা হারাম এবং শরীয়তের কথা লংঘন করার ফলে সে উপার্জন হারাম।

যেমন জুমআর দিন দ্বিতীয় আযানের (অর্থাৎ খুতবার আযানের) পর ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন প্রকার কাজ করতে থাকা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(সূরা জুমআহ ৯ আয়াত)*

অনুরূপভাবে ফরয নামাযের আযান শোনার পর কোন মুসলিমের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিভুল থাকা বৈধ নয়। বৈধ নয় 'হাইয়া আলাস স্বালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ'র আহবানে সাড়া না দিয়ে দুনিয়াদারি কাজে ব্যস্ত থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)) (٣٧) سورة النور

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহকে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)*

যেমন মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে কেবল ইবাদত হয়। সেখানে দুনিয়াদারি নিষিদ্ধ। তাই মসজিদের ভিতর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা মসজিদে কাউকে কেনা-বেচা করতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন বর্কত না দিন।' আর যখন কাউকে কোন হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন।' *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব ২৮৭নং)*

যে জায়গায় শির্ক ও বিদআত ও পাপাচরণের আড্ডা, সে জায়গায়, সে (মূর্তি, মাযার, উরস, আস্তানার) মেলায় জন-সমাবেশের সুযোগ গ্রহণ করে কোন কিছু বিক্রি

করে অর্থ উপার্জন করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সূর্য ওঠার পূর্বে কোন জিনিসের দর-দাম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪৭১৯নং)*

অপরের ব্যবসার উপর ব্যবসা

কোন পণ্যের উপর ক্রেতা-বিক্রেতার দর-দাম চললে তৃতীয় ব্যক্তির বিক্রেতার কাছে উপস্থিত হয়ে দাম বেশী দিয়ে ক্রয় করা অথবা ক্রেতার কাছে উপস্থিত হয়ে তার থেকে কম দামে পণ্য বিক্রয় করা এবং পূর্বের ঐ চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে বৈধ নয়।

যেমন শামসুল জমি বিক্রয় করবে কামরুলকে। দাম-দর ও কথাবার্তা এক রকম পাকাপাকি। মাঝখান থেকে বদরুল শামসুলের কাছে গিয়ে বলল, তুমি যে দামে জমিটা দিচ্ছ, আমি তার থেকে ১০ হাজার টাকা বেশী দেব। আর তার ফলে শামসুল কামরুলের সাথে কথা ভঙ্গ করে বদরুলকে জমিটা বিক্রয় করে বসল।

অথবা শামসুল ধান বিক্রয় করবে কামরুলকে। দাম-দর ও কথাবার্তা এক রকম পাকাপাকি। মাঝখান থেকে বদরুল কামরুলের কাছে গিয়ে বলল, তুমি যে দামে ধান নিচ্ছ, আমি তার থেকে ১০ টাকা রেট কম নেব। আমার কাছ থেকে ধান নাও। আর তার ফলে কামরুল শামসুলের সাথে কথা ভঙ্গ করে বদরুলের কাছে ধান ক্রয় করে বসল।

অথবা কারীমুল আরিফুলের কাছে একটি জিনিস কেনার জন্য দাম-দর করছে। মাঝখান থেকে হাফিযুল বলল, এই দামে এর চাইতে ভালো জিনিস আমি তোমাকে দিতে পারি। ফলে কারীমুল সেই ভাঙ্গানিতে কান দিয়ে আরিফুলের নিকট সেই জিনিস না নিয়ে হাফিযুলের নিকটেই নিল।

এমন ধরনের ব্যবসা ও খদ্দের ভাঙ্গানো ইসলামে বৈধ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং তার জন্য তার ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহ-প্রস্তাবের উপর বিবাহ প্রস্তাব -তার ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত- হালাল নয়। *(বুখারী, মুসলিম ১৪১৪নং)*

(২) মিথ্যা বলে কামাই

মিথ্যা বলা মানুষের একটি কদর্য ও ঘৃণ্য আচরণ। মিথ্যার মাধ্যমে মানুষের হক নষ্ট করা হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নাহক অর্থ হরণ করা হয়। এমন উপার্জন যে হারাম তা বলাই বাহুল্য।

মিথ্যুক ব্যক্তি যে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ)) (٢٨) سورة غافر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত (হেদায়াত) করেন না। *(সূরা মু'মিন ২৮ আয়াত)*

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গোনাহর কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলা।"

ইতিপূর্বে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত কথাটি বলার সময় হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন। অতঃপর এ কথা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, শেষ অবধি আমরা বললাম, 'হায় যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ৫৯৭৬, মুসলিম ৮৭নং, তিরমিযী)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে বেহেশ্তের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুন সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।" *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

মিথ্যা বলার অভ্যাস কোন মুসলিমের হতে পারে না। তার কর্ম ও পেশা যাই হোক, কোন ক্ষেত্রেই সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আসলে মিথ্যা বলা মুনাফিকদের হীন চরিত্রের একটি নিকৃষ্ট গুণ।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।" *(বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে, "যদিও সে ব্যক্তি নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।"

বহু উকীল আছেন, যাঁরা মুআক্কেলকে কেসে জিতাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ব্যবহার করেন। বহু লেখক আছেন, যাঁরা মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে লিখে লোককে হাসিয়ে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। বহু ব্যবসায়ী আছে, যারা মিথ্যা বলে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এরা বলে 'মিথ্যা না বললে কি ব্যবসা চলে নাকি?' আসলে মিথ্যা বলাটা এদের নিকট ব্যবসার একটা 'টেকনিক।'

বহু ব্যবসায়ী পণ্যের মিথ্যা গুণ বর্ণনা করে পণ্য বাজারে চালু ও প্রসিদ্ধ করে।

বাণিজ্য-বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জিত মিথ্যা উপকারিতার কথা প্রচার করে জন-সাধারণের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে। সকল কোম্পানীর পণ্যের চাইতে তার কোম্পানীরই পণ্য শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে অনেক সময় মিথ্যা বলে। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির সময় মিথ্যা বলে লাভ করে এরা। মিথ্যা করে বলে, আমার ১০ টাকায় কেনা, আপনি আমাকে ১ টাকা লাভ দিয়ে ১১ টাকা দিন। এর দাম ২৫ টাকা, শুধু আপনাকে ২০ টাকায় দিচ্ছি। (অথচ ২০ টাকায় অনেককেই দেয়।) অমুক বা অমুকের মাল অপেক্ষা আমার মাল বেশী ভালো। আমার মালে কোন প্রকার ভেজাল নেই। ইত্যাদি।

অনেক সময় ক্রেতাও বিক্রেতাকে মিথ্যা বলে চমক ধরিয়ে দেয়। বলে, ওমুক দোকানে সস্তা, অথচ আপনার দোকানে আক্রা। এই জিনিসই অমুক দোকানে ১০ টাকায় দেয়, আর আপনি ১৫ টাকা বলছেন? আমরা আপনার দোকান ছাড়া অন্য দোকানে মাল নিই না। ইত্যাদি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়।---" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

'মিথ্যা না বললে কি ব্যবসা চলে নাকি?' -এ কথা ওদের নিকট ধ্রুব ও চিরন্তন সত্য বলেই আমাদের মহানবী ﷺ আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, "ব্যবসায়ীরাই 'ফাজের' (পাপাচারী)।" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি?' তিনি বললেন, "অবশ্যই। কিন্তু তারা কসম করে পাপ করে এবং কথা বলতে মিথ্যা বলে।" *(আহমাদ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৭৮৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন ফাজের (পাপাচারী) হয়ে (কবর থেকে) উঠবে। তবে সে নয়, যে (তার ব্যবসায়) আল্লাহকে ভয় করে, (লোকের প্রতি) এহসানী করে এবং সত্য কথা বলে।" *(তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৪নং)*

লক্ষ্যণীয় যে, মহান আল্লাহ আল-কুরআনে এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করে বলেন,

((أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ)) (٧) سورة المطففين

অর্থাৎ, ওরা কি বিশ্বাস করে না যে, ওরা পুনরুত্থিত হবে, সে মহান দিবসে? যেদিন

সকল মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে। না, কক্ষনই না! পাপাচারী (ফাজের)দের আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে--। *(সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন ৪-৭ আয়াত)*

কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়

সাধারণতঃ সকল মানুষই জানে যে, ব্যবসায়ীরা বিনা লাভে কোন পণ্য ক্রেতাকে দিতে পারে না। কথায় বলে, পাইকার বাপের কাছেও লাভ নেয়। তাদের মধ্যে কেউ কম নেয়, কেউ বেশী। সুতরাং ব্যবসায়ী সাধারণতঃ সমাজে অবিশ্বস্ত। আর সেই জন্য দরকার পরে মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার। অন্য দিকে প্রত্যেক মুসলিমই কসমের মান জানে। কোন কথা বিশ্বাস না হলে তা যদি কসম করে বলা হয়, তাহলে শ্রোতা তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নেয়। আর সেই জন্যই বহু অসৎ ব্যবসায়ী আছে, যারা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। নিজের ধান্দা চালাবার জন্য কসমের ধাঁধায় ফেলে ক্রেতাকে অনায়াসে শিকার করে। সামান্য দুনিয়ার ফায়দা লুটার জন্য মহান আল্লাহর নামকে ব্যবহার করে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল অনধিকার আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে কসম করে, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।” আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথার সমর্থনে আল্লাহর কিতাব থেকে এই আয়াত আমাদের জন্য পাঠ করলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭৭ আয়াত) (বুখারী ৬৬৭৬, ৬৬৭৭, মুসলিম ১১০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা ব্যবসা-বণিজ্যে অধিকাধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থেকো। কারণ, কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।” *(মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৭৯৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; অত্যধিক কসম খেয়ে

পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী রাজা (শাসক)। *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং বেহেশ্ত্‌ হারাম করে দেন।" লোকেরা বলল, 'যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল?!' বললেন, "যদিও বা পিল্লু (গাছের) একটি ডালও হয়।" *(মালেক, মুসলিম ১৩৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

অনেক ব্যবসায়ী আবার মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রি করে। মিথ্যা কসম করে বলে, আল্লাহর কসম! আমি এতে লাভ করছি না, অথচ সে করছে। বলে, আল্লাহর কসম! আমি এততে কিনেছি, অথচ সে কিনেছে তার কমে। বলে, আল্লাহর কসম! এ জিনিস বাজারের সেরা, অথচ তা সেরা নয়। বলে, আল্লাহর কসম! শুধু আপনার জন্য এই রেট, অথচ ঐ রেটে অনেককেই দেয়।

বলা বাহুল্য, অনেক মানুষ ব্যবসায়ীর কসমের চমক ও নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে পণ্য ক্রয় করে এবং অনেকে ধোকাও খায়। আসলে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা স্বল্প পার্থিব লাভের জন্য আল্লাহর নামকে মিথ্যায় ব্যবহার করে এবং নিজেদের আখেরাত বরবাদ করে। এই পন্থায় যে অর্থ উপার্জন করে, তা হারাম অর্থ হয়। ব্যবসায়ীর ব্যবসা চলে, মাল কাটে ও লাভ হয় বটে, কিন্তু তার বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

আবূ যার্র ؓ বলেন, একদা নবী ﷺ বললেন, "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।" তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।" *(মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার

অবাধ্যাচরণ করা এবং মিথ্যা কসম করা।” *(বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১নং, নাসাঈ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন এমন বিষয়ে (জেনে-শুনে) মিথ্যা কসম খেল; যে বিষয়ে কাফ্ফারা অথবা গোনাহ অনিবার্য, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল।” *(আবূ দাউদ ৩২৪২নং, হাকেম ৪/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩২নং)*

অনেক বিক্রেতা আছে, যারা ক্রেতার মনে চমক ধরানোর জন্য কসম করে বলে, এ জিনিস এত দাম ছাড়া বিক্রি করব না। কিন্তু পরক্ষণে কসম ভঙ্গ করে তা তার থেকে কম দামে বিক্রি করে। কখনো কসম করে বলে, এই দামে বিক্রি করব না। কিন্তু পরক্ষণে সে সেই দামেই বিক্রি করে। এমন ব্যবসায়ীরা যে আল্লাহর মর্যাদা ও কসমের মান রক্ষা করে না এবং দুনিয়ার বদলে আখেরাতকে বিক্রি করে, তাতে কি কারো সন্দেহ থাকতে পারে?

আবূ সাঈদ খুদরী ؓ বলেন, একদা এক বেদুঈন একটি বকরী নিয়ে (আমার) পাশ দিয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তুমি এটাকে ৩ দিরহামে বিক্রি করবে?’ উত্তরে সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম!’ অতঃপর সে সেটাকে (ঐ ৩ দিরহামেই) বিক্রি করল। আমি এ খবর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, “সে তার দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করেছে।” *(ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৬৪নং)*

গোদের উপর বিষফোঁড়া, অনেকে আবার গায়রুল্লাহর নামে কসম খেয়ে মাল বিক্রি করে। কেউ খায় কা’বার কসম। কেউ বলে কিবলার দিকে মুখ করে। কেউ করে ছেলের দিব্যি। কেউ খায় পীর বা মাযারের শপথ! সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ আচরণ হারাম ও কাবীরা গোনাহ থেকে যে শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে থাকে তা বলাই বাহুল্য।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা-নানী বা গায়রুল্লাহর কসম খেয়ো না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেয়ো না এবং সত্য ছাড়া (মিথ্যা কসম) খেয়ো না।” *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৭২৪৯নং)*

দালালি করা

বিক্রেতার সাথে চুক্তি করে ক্রেতা ক্রয় করতে এলে পণ্যের ঝুটা প্রশংসা করে অথবা নিজে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এক শ্রেণীর দালাল। যার ফলে সে বিক্রেতার নিকট কমিশন বা বখশিস পায়। অথচ এমন দালালি আমাদের শরীয়তে নিষেধ। মহানবী ﷺ দালালি করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী)*

বলা বাহুল্য, এমন কামাই যে হারাম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়ীকে খদ্দের যোগাড় করে দিয়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বা

কমিশন নেওয়া হারাম নয়।

(৩) অবৈধ কাজে সহায়তা করে ব্যবসা

ইসলামের একটি নীতিগত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, যা হারাম,তার ব্যবসা হারাম; যা খাওয়া ও ব্যবহার করা হারাম তার ব্যবসা করা হারাম। যেহেতু সেই হারাম বস্তু নিজে ভক্ষণ না করলেও অপরকে ভক্ষণ করতে সাহায্য করা হয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎকার্য ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, এটি একটি চিরন্তন নীতি, আর তা হল এই যে, ন্যায় ও সওয়াবের কাজে সহযোগিতা করতে হবে এবং অন্যায় ও গোনাহর কাজে কোন প্রকার সহযোগিতা করা যাবে না। অর্থাৎ, ন্যায় ও সওয়াবের কাজে সহযোগিতা করলে সওয়াব হবে এবং অন্যায় ও গোনাহর কাজে কোন প্রকার সহযোগিতা করলে গোনাহ হবে।

সুতরাং উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত যে সকল ব্যবসা ও উপার্জন হারাম তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা

মহান আল্লাহর বিধানে মদ একটি নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তু। এই বস্তু যেমন পান করা হারাম, তেমনি হারাম তা প্রস্তুত করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া, বহনের জন্য গাড়ি ভাড়া দেওয়া, মদের কোন সাজসরঞ্জাম (যেমন গুড়, আঙ্গুর, গম, তাল বা খেজুরের রস ইত্যাদি) মদ্য প্রস্তুতকারককে বিক্রয় করা। কারণ, এ সব কাজে মদ্যপায়ীকে সহযোগিতা করা হয় তাই।

যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবনে সহযোগিতা করে অর্থোপার্জন করা বৈধ নয়। বৈধ নয় বিড়ি পাতা বিক্রয় করা, বিড়ি কোম্পানীকে সুতো বিক্রি করা, সিগারেট প্রস্তুত করা, সিগারেট কোম্পানীকে সিগারেটের কাগজ বিক্রয় করা। হালাল নয় এ সবের ব্যবসা, এ সবের কারখানা বা দোকানে চাকরি করা, তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া, তার

প্যাকেট তৈরী করা ও বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তামাক চাষ করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)* ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় মহানবী ﷺ ঘোষণা করেছিলেন যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ, মৃত, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মৃত পশুর চর্বি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? যেহেতু তা দিয়ে পানিজাহাজ ও চামড়া তেলানো হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "না। তাও হারাম।" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ ইয়াহুদকে ধ্বংস করুন। কারণ, আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃত প্রাণীর চর্বিকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল!" *(বুখারী, মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, যে দ্রব্য মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে তাই মাদকদ্রব্য।

মাদক দ্রব্য কম হোক অথবা বেশী, তার সবটাই হারাম।

অল্পবেশী সুরা ও সব ধরনের মাদক দ্রব্যের ব্যবসা হারাম।

মুসলিম কোন মুসলিম অথবা অমুসলিমকে সুরার উপহার দিতে পারে না, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পান করতে দিতে পারে না, পারে না মজুরী স্বরূপ মজুরকে খোশ করার জন্য অথবা ঘুস স্বরূপ কোন ঘুসখোরকে খোশ করার জন্য পেশ করতে।

যে মজলিসে সুরা পরিবেশিত হয়, সে মজলিস মুসলিম ত্যাগ করতে বাধ্য।

মাদক দ্রব্য কোন ওষুধ হতে পারে না। বাধ্য হলে সে কথা ভিন্ন।

২। মূর্তি ও ছবির ব্যবসা

ইসলাম মূর্তির ঘোর বিরোধী। যেহেতু ইসলামের মূল বুনিয়াদ হল তওহীদ। আর শির্কের মূল উৎপত্তিস্থল হল মূর্তি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় যারা এই ছবি (বা মূর্তিসমূহ) নির্মাণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে; বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত কর।" *(বুখারী)*

আবু জুহাইফা رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ রক্ত ও কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর সুদখোর, সুদদাতা, চেহারা (নকশা করার জন্য)

দাগে বা দাগায় এমন নারী এবং মূর্তি (বা ছবি) নির্মাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। *(বুখারী)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন ছবি বা মূর্তি নির্মাণ করবে (কিয়ামতে) তাকে ওর মধ্যে রূহ ফুঁকতে (প্রাণ দিতে) আদেশ করা হবে। অথচ সে ফুঁকতেই পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, যে কোন মূর্তি ও ছবি প্রস্তুত ইসলামে অবৈধ। তার মধ্যে সব থেকে বেশী হারাম হল শির্কী মূর্তি বা ছবি; কোন ফিরিশ্তা, নবী, সাহাবী বা অলীর কাল্পনিক মূর্তি বা ছবি। অতঃপর এমন মূর্তি বা ছবি যাতে আছে নগ্নতা ও অশ্লীলতা।

সুতরাং কোন মুসলিম মূর্তি বা ছবি প্রস্তুত করতে পারে না। পারে না মূর্তির রূপে কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করতে, পারে না তার ব্যবসা করতে, তার ব্যবসার জন্য ঘর, দোকান বা গাড়ি ভাড়া দিতে।

প্রাণীর মূর্তিবিশিষ্ট বাচ্চাদের খেলনার ব্যবসা একটি সন্দিগ্ধ ব্যবসা, অতএব তা প্রস্তুত ও তার ব্যবসা করা থেকে দূরে থাকাই উচিত। যেহেতু অনেক উলামার মতে বর্তমান যুগের খেলনা ও পুতুল বৈধতার আওতাভুক্ত নয়। *(মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১১/২৬৩)*

ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা বা তার জন্য স্টুডিও খোলাও তেমনিই একটি সন্দিগ্ধ ব্যবসায়। যদিও প্রয়োজনে ছবি তোলা বৈধ এবং সেই বৈধতার জন্য স্টুডিও প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হল, সেই স্টুডিওতে অপ্রয়োজনীয় ছবি তোলার লোকও তো ছবি তুলতে আসবে? ছবি তুলতে আসবে প্রেমিক-প্রেমিকারা। তখন কি আপনি হারাম থেকে বাঁচতে পারবেন? অতএব উপার্জনের এ পথ বর্জন করাই উচিত।

সিনেমা বা ভিডিও হল খোলা, নোংরা ফিল্মের ব্যবসা, তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া ইত্যাদিও বৈধ নয়। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সবের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র ধ্বংস হয়।

৩। বাদ্য যন্ত্র তৈরী, তার ব্যবসা, তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া, ভিডিও বা গানের ক্যাসেট প্রস্তুত, তার ব্যবসা ও তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া হারাম। যেহেতু ইসলামে গান-বাজনা হারাম। *(এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ঃ 'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান')*

৪। সেলুন খুলে তাতে লোকের দাড়ি চেঁছে নেওয়া অর্থ হারাম। হারাম পুরুষ হয়ে মহিলার এবং মহিলা হয়ে পুরুষের চুল কেটে এবং ঐ শ্রেণীর সেলুন খোলার জন্য ঘর ভাড়া দিয়ে কামানো পয়সা।

৫। রূপমহলে মহিলাদের অবৈধ রূপ আনয়ন করে পয়সা কামানো বৈধ নয়, কালো কলপ দিয়ে চুল রঙিয়ে, দেগে নক্সা করে, ভ্রূ চেঁছে, দাঁত ঘসে পাতলা করে, নাভির

নিচের লোম সাফ করে অথবা উক্ত রূপমহল খোলার জন্য ঘর ভাড়া দিয়ে অর্থ কামানো।

৬। অবৈধ খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ব্যবসা অবৈধ।

৭। মেলা চালিয়ে অর্থ উপার্জন বৈধ নয়; যে মেলায় থাকে নানা নোংরা প্রদর্শনীর আকর্ষণ। যে মেলা হয় জুয়া ও প্রেমিকদের প্রেমের আড্ডা।

৮। মূর্তি ও মাযার পূজার শির্কী মেলায় দোকান করে অর্থ উপার্জন বৈধ নয়।

৯। ইন্টারনেটের দোকান খোলা; যে ইন্টারনেটে নোংরা জিনিস দেখা হয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা হয়।

১০। সূদী ব্যাংকে যে কোন পদের চাকুরী করা; অফিসার, ড্রাইভার, ঝাড়ুদার, পাহারাদার হওয়া হারাম। তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি যে কোন প্রকারের সহযোগিতা করা হারাম। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬৮১পৃঃ)*

১১। প্রেস খুলে শির্কী ও বিদআতী তথা নোংরা ছবি সম্বলিত অশ্লীল বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ছাপা, অবৈধ কিছুর বিজ্ঞাপন ছাপা, এমন ছাপাখানায় চাকরি করা, শির্কী, বিদআতী ও নোংরা বই-এর দোকান বা স্টল খুলে তার ব্যবসা করা, তার জন্য গাড়ি বা ঘর ভাড়া দেওয়া, কম্পিউটার বা টাইপ-রাইটারে অবৈধ লেটার ছেপে অর্থ কামানো অবৈধ।

১২। শির্ক বা বিদআতের সহযোগিতা করে এমন যে কোন জিনিসের ব্যবসা বৈধ নয়। বৈধ নয় তসবীহ-দানার ব্যবসা, মূর্তি বা মাযারের পাশে ফুল ব্যবসা, কবরে চড়ানোর জন্য চাদর ব্যবসা, কবরে দেওয়ার জন্য ধূপ ও বাতির ব্যবসা, মাদুলি নির্মাণ ও তা ক্রয়-বিক্রয়, তাজিয়ার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় ইত্যাদি অবৈধ।

১৩। যা ইসলামে ব্যবহার করা বৈধ নয়, তার ব্যবসা করা যেমন; পরচুলা (টেসেল), কালো কলপ, ইত্যাদি প্রস্তুত ও তা দোকানে বিক্রয় করা অবৈধ।

১৪। এমন হোটেলে (পরিচ্ছন্নতার) কাজ করা উচিত নয়, যে হোটেলে মদও বিক্রয় ও পরিবেশন করা হয়। আর যাকে সরাসরি মদ পরিবেশন করতে হয় তার জন্য ঐ কাজ হারাম। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৭২পৃঃ)*

১৫। জেনেশুনে চুরির মাল ক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ তাতে চুরির এক প্রকার সহযোগিতা এবং তাতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। বৈধ নয় চুরির মালের ব্যবসা করা; চাহে সে মাল সরকারী হোক অথবা বেসরকারী।

১৬। গান-বাজনার জন্য মাইক ভাড়া দেওয়া, শির্ক বিদআত বা অন্যায় কোন কাজে গাড়ি ভাড়া দেওয়া, প্যান্ডেল ভাড়া দেওয়া, বাঁশ ভাড়া দেওয়া, ঘর ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি হারাম।

১৭। এমন হালাল জিনিসও এমন লোককে বিক্রি করা বৈধ নয়, যে লোক সম্বন্ধে বুঝা যাবে যে, সে ঐ জিনিস হারাম কাজে ব্যবহার করবে। যেমন গুড় হালাল জিনিস, কিন্তু যে মদ তৈরী করবে তাকে তা বিক্রয় করা হারাম। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে যাকে সন্দেহ হয় তাকে বিষ বিক্রয় করা হারাম। পুরুষকে (তার নিজের ব্যবহারের জন্য আংটি, বোতাম কলম ইত্যাদি) স্বর্ণ বিক্রয় হারাম। শির্ক বা হারাম কাজে ব্যবহার করবে বলে যার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকে, তাকে সেই ধরনের কোন যন্ত্র বিক্রয় হারাম।

১৮। আমাদের দেশে যে সকল ফিল্ম্ দেখানো হয়, তা সাধারণতঃ নারীর রূপ, যৌবন, প্রেম ও যৌন আবেগ নিয়ে গঠিত। তার উপর থাকে লজ্জাকর কথোপকথন, চরিত্র ধ্বংসকারী ফ্যাক্ট্ ও দৃশ্য, মন-মাতানো প্রেমের গান ও অর্ধনগ্ন পোশাকের নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি। বলাই বাহুল্য যে, সুরুচিসম্মত ধর্ম ইসলামে এ সবের কিছুই বৈধ নয়।[৫]

সুতরাং ফিল্ম্-ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক হয়ে, সিনেমা বা ভিডিওর হল খুলে, ভিডিও বা সিডি-প্লেয়ার যন্ত্র ফিল্ম্ দেখার জন্য ভাড়া দিয়ে কামানো অর্থ হারাম। হারাম ফিল্মের পরিচালক, সংযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরা-ম্যান, কর্মচারী বা অন্য কোন প্রকার চাকরি করে কামানো পয়সা।

১৯। গান-বাজনা বা অবৈধ ও নোংরা কোন ফিল্মের ক্যাসেট বা সিডি রেকর্ড করে দেওয়ার মাধ্যমে কামানো অর্থ হালাল নয়।

২০। মুসলিমদের গৃহযুদ্ধের সময় অস্ত্র বিক্রি করা অবৈধ। *(আল-মুলাখখাসুল ফিকহী ২/ ১২)*

(৪) আমানতে খেয়ানত করে উপার্জন

আমানত নষ্ট করা বা আমানতে খেয়ানত করা মুসলিমদের আচরণ নয়; বরং এ আচরণ মুনাফিকদের। মুসলিম বা মুমিনদের আচরণ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, (সফলকাম মু’মিন তারা) যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। *(সূরা মু’মিনূন ৮, সূরা মাআরিজ ৩২ আয়াত)*

আমানত রক্ষার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঘোষণা হল,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ

[৫] *বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য ‘আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ’।*

بِٱلْعَدْلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর এবং তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, ---অনন্তর যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত, অন্যের গচ্ছিত (প্রাপ্য) প্রত্যর্পণ করা এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষী গোপন না করা। আর যে কেউ তা (সাক্ষ্য) গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্যের) খেয়ানত করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

আমানতে খেয়ানত করে কেউ পরিত্রাণ পেয়ে যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

((وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ))

অর্থাৎ, যে কেউ আত্মসাৎ করবে সে তার আত্মসাৎ করা (মাল) সহ কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা আ-লে ইমরান ১৬১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তা তাকে প্রত্যর্পণ কর এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তার খেয়ানত করো না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৩নং)*

আমানতে খেয়ানত করা হল মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও গুণ।

নবী করীম ﷺ বলেন, 'মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খেয়ানত করে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭১৭৯নং)*

উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁকে (যাকাত) সদকাহ আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, “হে আবূ অলীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি সত্যই তাই?’ বললেন, “হ্যাঁ, তাই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে।” (উবাদাহ) বললেন, ‘তাহলে সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকুরী করব না।’ *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৭৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

তহবিল তসরুফ ও পরের ধন আত্মসাৎ

নিজ হস্তগত অথবা আয়ত্তে থাকা পরের কোন জিনিসকে গোপনভাবে নিজের বানিয়ে নেওয়াকে তসরুফ (তাসার্রুফ) বা আত্মসাৎ করা বলে।

সাধারণতঃ হিসাব রক্ষা অথবা কোন জিনিসের ভাগবন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে এই অপরাধ করে বসে বহু তাকওয়াহীন মানুষ। সুযোগই মানুষকে চোর হতে সহযোগিতা করে। আর এই সুযোগের ফলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ‘ঘরের পাছে মরাই, গুটি গুটি সরাই’ নীতি গ্রহণ করে। অথচ সে জানে না অথবা মানে না যে, মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। এই পর্যায়ের কত শত হারামখোর রয়েছে সমাজে তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। জনসাধারণের নামে সরকারী অনুদান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আত্মসাৎ করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ; বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির উপদ্রুত এলাকায় সরকারী অনুদান এলে, তা হতে বহু এমন লোক ঐ অনুদান আত্মসাৎ করে, যারা তার হকদার নয়। রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যে টাকা সরকারের কোষাগার থেকে আসে,

তার অনেকটাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কুক্ষিগত করে।

২। কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মাদ্রাসা, এতীমখানা, বায়তুল মাল প্রভৃতি)র ক্যাশিয়ার, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ হয়ে অনেক হতভাগা তলায় তলায় তহবিল তসরুফ করে।

৩। কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষক হয়ে অনেকে অর্থভক্ষকের কাজ করে। ভুল হিসাব দিয়ে অথবা নকল ভাউচার বানিয়ে অর্থ কুক্ষিগত করে।

৪। মালিকের বিনা অনুমতিতে অনেক বেতনভোগী কর্মচারী দোকান থেকে বিভিন্ন জিনিস খায় ও বন্ধু-বান্ধবকে খাইয়ে থাকে। এমন খাবারে মালিকের অনুমতি না থাকলে, তা হারাম খাওয়া হবে। মালিকের দোকান থেকে বন্ধুর খাতির নয়, বরং নিজের হিসাবে তা করতে হবে।

৫। মালিক কর্তৃক নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দামে মাল বিক্রি করে বাড়তি পয়সা পকেটে ভরে অনেক বেতনভোগী কর্মচারী; অথচ তা হারাম। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৮৯পৃঃ)*

৬। অনেক বেতনভোগী কর্মচারী দোকানে নিজে অতিরিক্ত মাল গোপনে রেখে ব্যবসা করে আর ওদিকে মালিকের মাল বিক্রয় না হয়ে পড়ে থাকে।

৭। মালিকের বিনা অনুমতিতে 'মাযরাআ' (শস্যক্ষেত বা বাগান) থেকে কিছু খাওয়া বা খাওয়ানোর অভ্যাস আছে অনেক বেতনভোগী কর্মচারীর। অথচ মালিকের অনুমতি ছাড়া একটি ফলও খাওয়া বৈধ নয় মালী বা কর্মচারীর।

৮। সরকারী গাড়ির তেল বিক্রয় করে খায় অনেক সরকারী ড্রাইভার, কয়লা-ইঞ্জিনের কয়লা বিক্রয় করে খায় অনেক পাইলট।

৯। অনেক অফিসার আছেন, যাঁরা নিজের ব্যক্তিগত কাজেও সরকারী গাড়ি, ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তদনুরূপ অনেক কর্মচারী ও হাউস-ড্রাইভার আছে, যারা নিজের কাজে বিনা অনুমতিতে মালিকের গাড়ি ব্যবহার করে। অথচ তা তাদের জন্য বৈধ নয়।

১০। অনেক লেবারেই মাটি কাটার সময় মাটি চুরি করে থাকে। মাঝখানে ও চারিপাশে উঁচু জায়গাটি রেখে চৌকোর মাপ দেয়। তার ফলে যতটা পরিমাপ মাটি তারা কাটেনি, তার থেকে বেশী পরিমাপ দেখিয়ে তার দাম ধরে নেয়। ঐ বেশী পরিমাণের ধরা টাকাটি কিন্তু তাদের জন্য হারাম।

১১। অনেক জেলে আছে, যারা অপরের মাছ ধরার সময় নিজ পরিহিত কাপড়ে অথবা জালে মাছ চুরি করে ভরে রাখে। ঐ মাছ খাওয়া তাদের জন্য হারাম।

১২। আটা বা চালকলের কর্মচারী পরিশেষে কিছু আটা বা চাল মেশিনের ভিতরে

লুকিয়ে রেখে চুরি করে। ঐ আটা বা চাল খাওয়া তাদের জন্য হারাম।

১৩। তদনুরূপ ঘানি-ওয়ালা কর্মচারী কিছু তেল ঘানিতে ভরে রেখে তেল চুরি করে। অথচ ঐ তেল খাওয়া তার জন্য বৈধ নয়।

১৪। কিছু হোটেল আছে, যেখানে খরচ দিয়ে খানা পাকানো যায়। কিন্তু সে হোটেল-ওয়ালাদের ভাত-মাংস চুরি করে খাওয়া হারাম।

১৫। কোন কোন জায়গায় কসাইখানায় আছে, যেখানে পশু নিয়ে গিয়ে খরচ দিয়ে গোশ্ত্ বানিয়ে আনা যায়। সেখানকার কর্মচারী কসাইদের জন্য গোশ্ত চুরি করে রাখা ও পরে তা খাওয়া বা বিক্রি করা হারাম।

১৬। অনেক দর্জি আছে, যারা মাপ নেওয়ার সময় বেশী মাপ ধরে কাপড় চুরি করে। এমন চুরি অবশ্যই হারাম।

১৭। অনেক কামার (কর্মকার) আছে, যাদেরকে কিছু গড়তে লোহা দিলে তা হতে কিছু লোহা চুরি করে। আর সেই লোহা বিক্রি করে অথবা তার দ্বারা অন্য কিছু গড়ে বিক্রি করে হারাম খায়।

১৮। অনেক স্বর্ণকার আছে, যাদেরকে কিছু গড়তে সোনা-রূপা দিলে তা থেকে কিছু অংশ চুরি করে এবং তার জায়গায় খাদ ভরে দিয়ে ওজন পূর্ণ করে। আর তা অথবা তা দিয়ে অন্য কিছু গড়ে বিক্রি করে হারাম খায়।

১৯। লাইব্রেরী বা অফিসের বই, কলম ইত্যাদি নিজের কাজে ব্যবহার করা এক প্রকার চুরি।

২০। আদায়কারীর নয়কে ছয় করে চুরি; ৫০ কে ৫ বানিয়ে অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা বানিয়ে, মিথ্যা খরচ দেখিয়ে কেটে রাখা টাকা তার জন্য হালাল নয়।

২১। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস তার মালিক জানা সত্ত্বেও গোপন করে ভক্ষণ হারাম।

২২। চাষ করতে করতে গোপনে জমি নিজের নামে রেকর্ড করে নেওয়া, হকদারের হক মেরে নিজের নামে করা অবশ্যই অবৈধ।

২৩। পশুরক্ষক রাখালের গোপনে কোন পশু বিক্রি করা এবং বাঘের নামে চাপিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই হারাম।

২৪। নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করতে করতে তার জমি-জায়গা বা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্য চাকরী নিজের নামে করে নেওয়া মহা অন্যায়।

২৫। ভাগচাষের ভাগ ঠিকমত না দেওয়া, কুটুরির নিচে রাশ চুরি করা বৈধ নয়।

২৬। মালিকের গাড়ির ভাড়া গোপন করে ভক্ষণ করা হারাম।

২৭। ট্রিপ চুরি করে অতিরিক্ত ট্রিপের ভাড়া নিজের পকেটে ভরা হারাম।

২৮। পার্টনারশিপ ব্যবসায় পার্টনারের টাকা গোপন করে ঠিকমত ভাগ না দেওয়া

এবং নিজে বেশী নিয়ে তা খাওয়া হারাম।

২৯। একটি জিনিস কয়েকবার বিক্রি; একটি জমি, জায়গা বা পুকুর কয়েক জনকে বিক্রি করে উধাও হওয়া। পায়রা, গরু, ছাগল প্রভৃতি বিক্রির পর তা বাড়িতে ফিরে এলে ক্রেতাকে খবর না করে পুনরায় অন্য জনকে বিক্রি করা এবং সে টাকা খাওয়া হারাম।

৩০। চাকরিস্থলে যথাকর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করা, গাফলতি করা, অফিসে ঘুমানো এক এক প্রকার খেয়ানত। সুতরাং তার ফলেও চাকরির কিছু বেতন হারাম হতে পারে। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৫২পৃঃ)*

৩১। কর্তব্যে নিজ আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতকে প্রাধান্য দেওয়া, আইন বাইরে সুযোগ দেওয়া, লাইনে আগে জায়গা দেওয়া, জরুরী কাগজ-পত্র বিনা কিছু দেওয়া ইত্যাদিও খেয়ানত। *(ঐ ৫৫১পৃঃ)*

৩২। আমানত স্বরূপ রাখা টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে লাভ ভোগ করাও বৈধ নয়।

যদি কেউ আপনার কাছে কিছু টাকা বা সম্পদ আমানত রাখে, তাহলে তার বিনা অনুমতিতে সেই টাকা বা সম্পদ কোন কাজে লাগাতে পারেন না। প্রয়োজনে ঋণস্বরূপও নিতে পারেন না। কারণ, তা আমানত। আর যার আমানত তার অনুমতি ছাড়া আমানত ব্যবহার করাই হল আমানতের এক প্রকার খেয়ানত।

সুতরাং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মতোয়াল্লী, সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার প্রভৃতি যাঁরা টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাঁরাও ঐ ফান্ড্ বা মাল থেকে কিছু ঋণস্বরূপ নিয়েও নিজের কাজে লাগাতে পারেন না। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৬৮পৃঃ)*

তদনুরূপ কেউ যদি আপনার মাধ্যমে কিছু অর্থ-সম্পদ কোথাও প্রেরণ করে, তাহলে প্রেরণে দেরী করে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া আপনার জন্য হারাম। সুতরাং মানি-অর্ডার, হুন্ডি প্রভৃতি এক্সচেঞ্জ কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে যথা সময়ে যথাস্থানে অর্থের আমানত পৌঁছে দেওয়া জরুরী।

আমানতে খেয়ানত ছাড়া এর অবৈধতার একটা কারণ এও হতে পারে যে, আমানতদাতা তার নিজ প্রয়োজনে যথাসময়ে আমানত ফিরে পাবে না।

শরীক হঠাৎ মারা গেলে তার শরীকানার কথা গোপন থাকলে তার ওয়ারেসদেরকে তার মাল ফেরৎ না দেওয়া আমানতে খেয়ানত। এ ক্ষেত্রে লাভ সহ শরীকের অর্থ ফেরৎ দেওয়া ওয়াজেব।

অপরের একাউন্টে টাকা রেখে অথবা কাউকে 'নমিনি' করে মারা গেলে তার টাকা গোপন করে নিজে আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। বরং যার টাকা তার ওয়ারেসদেরকে ফেরৎ দেওয়া জরুরী।

অনুরূপ স্ত্রীর নামে টাকা জমা রেখে অথবা তাকে 'নমিনি' করে হঠাৎ স্বামী মারা

গেলে সেই টাকা গোপন করে স্ত্রীর বগল বাজানো উচিত নয়। বরং তার যা অংশ তা নিয়ে বাকী অর্থ স্বামীর ওয়ারেসদেরকে ফেরৎ দেওয়া জরুরী।

তদনুরূপ বাপ যদি কোন ছেলের নামে টাকা জমা রাখে অথবা কাউকে 'নমিনি' করে মারা যায়, তাহলে কেবল ঐ ছেলের সমস্ত টাকা ভক্ষণ করা বৈধ নয়। বরং গোপন না করে বাপের সকল ওয়ারেসকে ঐ টাকা ভাগ দেওয়া জরুরী।

এই মত কত শত চুরির মাঝে পরের মাল আত্মসাৎ করার পদ্ধতি আছে, তার ইয়ত্তা নেই। চোরের শুধু চৌষট্টি বুদ্ধিই নয়; বরং তার থেকেও বেশী বুদ্ধি আছে তার। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

মহানবী ﷺ বলেন, "অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর মালে নাহক তসরুফ (তাসার্রুফ) করে থাকে। তাদের জন্য কিয়ামতে জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোন চাকরী দান করলাম, অতঃপর সে একটি সুচ বা তার থেকে বড় কিছু গোপন (করে আত্মসাৎ) করল, সে আসলে খেয়ানত করল এবং কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৬০২৪নং)*

(৫) জালিয়াতির কামাই

কৃত্রিম বা নকল দলীল, সার্টিফিকেট, ভাউচার প্রভৃতি বানিয়ে জালিয়াতি করে অর্থ উপার্জন হারাম এবং তা ভক্ষণ করলে হারাম ভক্ষণ করা হয়। যেহেতু তাতে অপর পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রকৃত হকদার নিজ হক থেকে বঞ্চিত হয়। দুঃখের বিষয় যে, এমন জাল-জুয়াচুরি করে খাওয়ার লোকও সমাজে বর্তমান।

১। মাদ্রাসার সদকাহ-যাকাত আদায়কারীর আদায় করতে গিয়ে ৫০ টাকাকে ৫ টাকা অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা করে খাবার মত লোক যদি যাকাত খাওয়ার হকদার না হয়, তাহলে ডবল হারাম খায়; চুরি ও যাকাত।

২। দলীল নকল করে পরের জমি-জায়গা জবর-দখল করে চাষ-বাস করা জালিয়াতি করে খাওয়ার শামিল।

৩। নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে 'শো' করে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬১৭পৃঃ)*

৪। বৈধ নয় নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে নিজ আত্মীয়কে মর্যাদায় উচ্চ করে স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশ পাঠানো এবং আসল হকদার ও যোগ্য ছাত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো।

৫। অপরকে নিজের নামে পরীক্ষায় বসিয়ে পাশ করে সার্টিফিকেট অর্জন করে তার মাধ্যমে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়।

৬। পরীক্ষায় চিট (নকল) করে পাস করে সার্টিফিকেট অর্জন করে তার মাধ্যমে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়। কোন শিক্ষকের জন্যও বৈধ নয় নকল করা দেখে চুপ থাকা।

৭। অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ইন্টারভিউ-এ বসিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৬১৬পৃঃ)*

৮। অনেক সময় স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এক একটি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা বই লিখতে আদেশ করা হয়। অনেকে তা নিজে লিখতে না পেরে অর্থের বিনিময়ে অপরের নিকট থেকে লিখিয়ে নেয়। যারা লিখে দেয়, তারা ঐ ছাত্রদের ক্ষতি করে এবং কর্তৃপক্ষকে ধোকা দেয়। আর তার জন্যই এটিও অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল। সুতরাং তাদের ঐ অর্থ হালাল নয়।

৯। স্কুল বা মাদ্রাসার অর্গানাইজ করতে গিয়ে পুরনো ১০ বছরের হাজরীর নকল খাতা তৈরী করে তা 'শো' করে সরকারকে ধোকা দিয়ে স্কুল বা মাদ্রাসা অনুমোদন করা ও তাতে চাকরি নেওয়া হারাম।

১০। প্রতিষ্ঠানের বা মালিকের মাল কিনতে গিয়ে রশিদে বেশী লিখিয়ে কম অর্থ দিয়ে বাকী নিজে মারা হারাম।

১১। কর্মবিষয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে, তার চিকিৎসার দায়িত্ব কোম্পানী নিয়ে থাকে, গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে তার খরচ কোম্পানী বহন করে থাকে। কিন্তু কারো যদি কর্মের বাইরে দুর্ঘটনা ঘটে এবং কর্মের ভিতরে বলে চালিয়ে দেয়। আর সেই সাথে খরচ নেয় কোম্পানীর কাছে, তাহলে তা হারাম। *(ঐ ৫৫৯পৃঃ)*

১২। দুই জায়গা বা দুই সময়ের কর্মদায়িত্ব নিয়ে চুক্তি করে, তা যথার্থরূপে পালন না করে পূর্ণ বেতন খাওয়া হারাম। *(ঐ ৫৫৮পৃঃ)*

১৩। দুই মালিক বা কোম্পানীর কাজ নিয়ে একের কাজ অন্যের ডিউটিতে করা হারাম। *(ঐ ৫৫৭-৫৫৮পৃঃ)*

১৪। ডিউটিতে দেরী করে এসে সময় পিছিয়ে সাইন করা এবং আগে বেরিয়ে গিয়ে ঠিক সময় লিখে সাইন করা হারাম। তাতে কিছু বেতন হারাম হবে। অবশ্য ১০/১৫ মিনিট আগে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকলে ভিন্ন কথা। *(ঐ ৫৫৬পৃঃ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে (মানুষকে) ধোকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম*

১০১নং)

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে’ ৬৪০৮ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, নকল পাশপোর্ট-ভিসা করে বিদেশ এসে উপার্জন করা টাকা হারাম নয়। যেমন অনুরূপভাবে সফর করে হজ্জ করলে হজ্জ অশুদ্ধ নয়। অবশ্য পাশপোর্ট-ভিসা নকল করার জন্য সে গোনাহগার হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাস্টম ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা বা শুল্কাদি ফাঁকি দিয়ে (বেআইনী) চোরাকারবার বৈধ নয়।

(৬) ধোকা ও ফাঁকি দিয়ে অর্থ সঞ্চয়

মানুষকে ধোকা দেওয়া হারাম ইসলামে। যারা অপরকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ঠকিয়ে পয়সা রোযগার করে, তাদের রোযগার হালাল নয়। মানুষকে নানান প্রবঞ্চনায় ফেলে তার নিকট থেকে অর্থ লুটে যে চালাক ও ধরিবাজ মানুষ, সে আসলে একজন হারামখোর।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?” ব্যাপারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।’ তিনি বললেন, “ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।” *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে (মানুষকে) ধোকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(মুসলিম ১০১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে’ ৬৪০৮ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

তিনি আরো বলেন, “দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার

জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তার কোন ত্রুটি বয়ান না করে (গোপন করে রাখে)।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৭০৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(বিক্রয়-স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে) উভয়ের এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং যদি উভয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে ও (পণদ্রব্যের দোষ-গুণ) প্রকাশ করে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত লাভ হয়। অন্যথা যদি তারা মিথ্যা বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" *(বুখারী ২০৭৯ নং, মুসলিম ১৫৩২ নং)*

উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত নিম্নের কারবার দ্বারা অর্থোপার্জন হারাম উপার্জন ঃ-

❁ ভেজাল দিয়ে কোন জিনিস বিক্রয়। ওষুধে ভেজাল, দুধে পানির ভেজাল, ধানে ধুলোর ভেজাল, ধানে পানি বা ভিজে তুষ মিশিয়ে ওজন বাড়িয়ে বিক্রয়, শাকে পানি দিয়ে ওজন বৃদ্ধি করে বিক্রয়। আটাতে কম দামী কোন শস্যের আটা মিশিয়ে বিক্রয়। খেজুর গুড়ের সাথে আখের গুড় মিশিয়ে বিক্রয়। তেলে অন্য সস্তা তেল ভেজাল দিয়ে বিক্রয়। আতরে তেল মিশিয়ে বিক্রয়। কাঁসা-পিতল বা সোনা-রূপায় অন্য ধাতুর খাদ মিশিয়ে বিক্রয়।

❁ ফলের কার্টুনে উপরে ভালো এবং নিচে খারাপ ভরে বিক্রয়। শস্যের উপর ভাগে ভালো এবং নিচের ভাগে খারাপ ভরে বিক্রয়।

❁ ভুয়া ডিস্কাউন্টের লোভ দেখিয়ে, দাম বাড়িয়ে বলে বা লিখে পরে মোটা টাকা কম করা।

❁ কম দাম বলে খাইয়ে টেষ্ট করিয়ে নেওয়ার পর জোর করে বেশী দাম নেওয়া।

❁ ভালো জিনিস টেষ্ট্ করিয়ে খারাপ জিনিস বিক্রয় করা। যেমন মিষ্ট আম, তরমুজ প্রভৃতি টেষ্ট করিয়ে অমিষ্ট বিক্রয় করা। ভালো জিনিসের নমুনা দেখিয়ে খারাপ জিনিস প্যাকেটে দেওয়া।

❁ এক সেন্টের নমুনা শুঁকিয়ে অন্য খারাপ সেন্ট্ বিক্রয় করা।

❁ গিফটের লোভ দেখিয়ে মাল বিক্রয় করা, মালের ভিতরে নগদ টাকা বা সোনা আছে এই লোভ দেখিয়ে ক্রেতা আকৃষ্ট করা। এতে অনেক সময় অনেকে ১০ টাকার সস্তা উঁট কিনতে গিয়ে তার সাথে ১০ হাজার টাকার বিড়ালটা কিনতে বাধ্য হয়।

❁ যবেহর পর রক্ত বন্ধ করে গোশ্ত লাল করে বিক্রয়, খাসির মাথা দেখিয়ে মাদির

গোশ্ত বিক্রয়, বাঁঝ গায়ের মাথা দেখিয়ে বুড়ো গরুর মাংস বিক্রয়।

❁ কয়েক দিন দুধ না দুইয়ে হঠাৎ দুইয়ে অনেক দুধ দেখিয়ে চড়া দামে গাভী বিক্রয়। নিস্তেজ গরুর নাকে দুর্গন্ধময় কোন জিনিস দিয়ে সতেজ স্ফূর্তিময় দেখিয়ে তা বিক্রয়।

❁ বিদেশী লেবেলে দেশী জিনিস অথবা উচ্চ মানের পণ্যের প্যাকেটে নিম্ন মানের পণ্য ভরে বিক্রয়।

❁ উচ্চমানের চালু পণ্যের কাছাকাছি নাম দিয়ে নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়।

❁ পুরাতন মালের উপর রঙ চড়িয়ে নতুন বলে বিক্রয়।

❁ ক্রেতাদের যৌথ ফন্দিতে নিলামের মাল কম দামে ক্রয়।

❁ বাজারের বাইরে কোন লোক পণ্য আনলে বিক্রেতা-কমিটির কৌশলে একজন ছাড়া অন্য কেউ সেই পণ্যের দাম-দর না করে (দাম না বাড়িয়ে বিক্রেতাকে বাধ্য করে) কেবল তাদের মধ্যে একজন কম দামে তা ক্রয় করে পরে সকলের সেই পণ্যে শরীক হওয়া।

❁ পণ্যের ঝুটা দোষ বর্ণনা করে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা ভাঙ্গিয়ে নিজে তা ক্রয় করা।

❁ মিথ্যা ওষুধ বানিয়ে বিক্রয় করা, ভুয়া চিকিৎসা করে পয়সা নেওয়া, মিথ্যা জিনের ভয় দেখিয়ে, বেবর্কতি বা বেরোযগারির ভয় দেখিয়ে, বালা-মসীবত আসার ভয় দেখিয়ে দুআ-তাবীয করে অর্থ উপার্জন।

❁ আন্দাজে গায়বী খবর বলে, হাত গণনা করে, ফালনামা খুলে চিকিৎসা করে পয়সা কামাই।

❁ ট্রেনে-বাসে টিকিট না কেটে ফাঁকি দিয়ে বিনা পয়সায় যাতায়াত করে বাঁচানো অর্থ।

❁ ওভার টাইম, খাওয়া ফ্রি ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে ভিসা ব্যবসা।

❁ অনেক চাকরিজীবী মানুষ আছে যারা ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে পয়সা কামাই করে। চাকুরিস্থলে এসে সাইন করে নিজের কাজ করে অথবা অন্য কারো ওভার টাইম করে। এরা আসলে আমানতের খেয়ানত করে, কর্তৃপক্ষকে ধোকা দেয়; ফলে তাদের বেতন হারাম।

একটি লোকের বেতন যদি ২৪০০ টাকা হয় এবং চাকুরির ডিউটি হয় মোট ৮ ঘন্টা, তাহলে সে (ছুটি বা অনুমতি না নিয়ে) মাসে একদিন ফাঁকি দিলে বা কামাই করলে ৮০ টাকা তার হারাম ঢোকে এবং এক ঘন্টা কাজে ফাঁকি দিলে ১০ টাকা হারাম তার পকেটে অনুপ্রবেশ করে।

কাজ ফেলে রেখে পেপার পড়তে থাকা অথবা অন্য কোন খেলা বা কাজে ব্যস্ত হওয়া এবং লোকের আজকের কাজকে কালকের জন্য পিছিয়ে দেওয়া অবশ্যই বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, চাকুরিস্থলে কাজ বাদ দিয়ে কুরআন পড়াও বৈধ নয়। যেহেতু যার জন্য আপনি বেতন নিচ্ছেন, তা পালন করা আপনার জন্য ওয়াজেব। আর কুরআন পড়া

আপনার জন্য নফল। সুতরাং ওয়াজেব ছেড়ে নফল পালন করলে গোনাহগার হতে হয় এবং পকেটে হারামও অনুপ্রবেশ করে।

তদনুরূপ মাদ্রাসার মুদার্রেসী বা মসজিদের ইমামতির কর্তব্য বাদ দিয়ে ছুটি না নিয়ে দাওয়াত ও তবলীগের মত ভালো কাজও করা বৈধ নয়। কারণ বেতনভোগী যে কাজে বেতন নেয়, তা পালন করা ফরয। পক্ষান্তরে নিজের সাংসারিক কাজ অথবা অন্য কোন দ্বীনের কাজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি জরুরী।

যেমন নিজের কর্তব্য উপেক্ষা করে হজ্জ-উমরা পালন করতে যাওয়াও বৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

❁ সঠিক ভাড়া বা বেতন না দিয়ে অর্থ কামাই। মালিককে দোকানের ভাড়া না দিয়ে দোকানদারির অর্থ হারাম।

❁ তদনুরূপ যারা চুক্তির বাইরে লেবারকে অতিরিক্ত ডিউটি বা কাজ করিয়ে নেয়, তাদেরও অর্থে হারাম প্রবেশ করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামাকা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

রাহমাতুল লিল-আ'লামীন ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(বুখারী ২২২৭,২২৭০নং)*

তিনি আরো বলেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" *(সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

সুতরাং সেই কাজের মালিক সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি যার নিকট বেতন চাইতে গেলে বলে, 'পরে পরে।' কর্মচারী যদি বলে, 'খাব কি?' বলে, 'মাটি খা।' বলে, 'আমার স্ত্রী বা মায়ের অসুখ, টাকার দরকার।' বলে, 'মরুক সে!' এতে কি সেই মালিকের প্রতি গরীব মানুষের ঘৃণা ও হিংসা সৃষ্টি হবে না? এই মযলূম মানুষদের বদ্দুআ কি ঐ মালিকের সর্বনাশ ডেকে আনবে না?

❁ গাড়ি, ঘড়ি, টেপ, টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, এসি, ফ্রিজ প্রভৃতির মেকানিক্যাল

কাজে ৫ টাকার কাজে ৫০ টাকা নেওয়া। পার্ট্‌স চেঞ্জ্ না করে পার্ট্‌সের দাম নেওয়া, 'সময়ের দরকার আছে ও মেহনতের কাজ আছে' বলে ভাঁওতা দিয়ে মেকানিকদের তার জুড়ে অথবা এদিক-সেদিক করে মোটা পয়সা নেওয়া, নিজের পার্ট্‌স বিক্রয়ের জন্য খারাপ পার্টস না সেরে পরিবর্তন করা, ভালো পার্ট্‌স খুলে নিয়ে চলার মত লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি হারাম।

❁ ঠিকেদারির কাজে ফাঁকি, প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র না দিয়ে অল্পে কাজ সেরে বাঁচানো এবং প্রয়োজনীয় সময় না দিয়ে অল্প সময়ে কাজ সেরে বাঁচানো পয়সা হারাম পয়সা।

বড় আশ্চর্যের কথা যে, একদা ইন্টারনেটে ঘোষণা দেওয়া হল, অল্প দিনের ভিতরে যাঁরা মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে মিলিওনিয়ার কিভাবে হওয়া যায় তা জানতে চায়, তারা নিম্নের ঠিকানায় মাত্র এক ডলার পাঠিয়ে সত্বর জেনে নিন। কিছু দিনের ভিতরে প্রায় মিলিয়ন জন মানুষ সেই ঠিকানায় ডলার পাঠায়। পরিশেষে ইন্টারনেটে জবাব আসে, 'এইভাবে!'

বলা বাহুল্য, চাকরী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে, বিয়ে দেওয়ার কথা দিয়ে বা অন্য প্রকার ধোকা দিয়ে পরের অর্থ লুটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

পরিশেষে ফাঁকিবাজদেরকে একটি সত্বর শাস্তির প্রচলিত কথা মনে করিয়ে সতর্ক করে দিই,

'ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে,
মারা পয়সা যায় ডাক্তার ঘরে।'

দাঁড়ি মেরে জিনিস বিক্রয়

ইসলাম আমাদেরকে দাঁড়ি মেরে জিনিস বিক্রয় করতে নিষেধ করেছে। যারা এ ধোকাবাজির কাজ করে, কুরআন কারীমে তাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦ ﴾ (المطففين ١-٦)

অর্থাৎ, দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়; যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন তাদেরকে (কিছু) মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সে মহান দিবসে; যেদিন সমস্ত মানুষ সারা জগতের প্রতিপালকের সামনে খাড়া হবে। *(সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ১-৬ আয়াত)*

ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ স্রষ্টা মানুষের জন্য "আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড। যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনে কম না দাও।" *(সূরা রহমান ৭-৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا ٱلْمُسْتَقِيمِ بِٱلْقِسْطَاسِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণমাপে দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। *(সূরা ইসরা ৩৫ আয়াত)*

পৃথিবীর আইকাহ ও মাদইয়ান শহরে এক জাতি ছিল; যে জাতি এই প্রকার নিকৃষ্ট কাজে ব্যাপক আকারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ সেই জাতির মাঝে নবী শুআইব ﷺ-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা নবীর কথা প্রত্যাখ্যান করে তাদের সেই হীন আচরণ চালিয়ে যেতে লাগল। নবী তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন, "তোমরা ওজন ও মাপ পূর্ণ মাত্রায় দাও। সঠিক মাপযন্ত্র দিয়ে মাপ-ওজন কর। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না এবং পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"

কিন্তু তারা আপোসে বলল, "আমরা যদি শুআইবের কথা মেনে নিই, তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।" তারা নবীকে বলল, "আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি। যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকত, তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম। আর আমাদের নিকট তোমার কোন মর্যাদা নেই।" মোট কথা তারা নবীকে মিথ্যায়ন করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা ও ষড়যন্ত্র শুরু করল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ বিকট গর্জন ও ভূ-কম্পন দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করলেন। *(সূরা আ'রাফ ৮৫-৯৩, সূরা হূদ ৮৪-৯৫, সূরা শুআরা ১৭৬-১৯০ আয়াত)*

সে কাজ করলে তার সত্বর শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---- যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

তিনি আরো বলেন, "--- যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।" *(বাইহাকী, ইবনে*

মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)

দাঁড়ি মারারও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে হারামখোরদের; যেমন পাল্লা হিলিয়ে ওজনে কম দেওয়া। কাঁটা অথবা বাটখারা কমিয়ে রাখা অথবা যে পাল্লায় জিনিস রাখা হয়, সেই পাল্লার নিচে এমন ভারী জিনিস রাখা; যাতে ধরা পড়লে সহজে তা সরিয়ে ফেলা যায়। চোখে ধুলো দিয়ে দাঁড়ি মারা বা জিনিস পাল্টে দেওয়া। যুবতীদের নিজ ইজ্জত দেখিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁড়ি মারা। পায়ের দিকে অথবা অন্য কোন দিকে ইঙ্গিত করে ক্রেতার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাঁড়ি মারা বা জিনিস পাল্টে দেওয়া।

নানা পেশা নানা কাজ

'জীবিকার নাই উচ্চ বা নীচ, কোন কাজ নয় হীন,
আলস্য পাপ, তাই সঞ্চিত পুণ্যেও করে ক্ষীণ।'

ইসলাম মানুষকে কাজ করে খেতে উদ্বুদ্ধ করে। বসে থেকে কেউ সম্মানের রুযী পায় না, কিন্তু দৈহিক পারিশ্রমিক করে যে কোন কাজ করে মানুষ সম্মানের রুযী পেতে পারে। অবশ্য ইসলাম এ শর্ত অবশ্যই আরোপ করে যে, সে কাজ বৈধ হতে হবে এবং তাতে কোন প্রকার প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত ক্ষতি থাকবে না। অর্থাৎ, সেই কাজ যেন ইসলামী শরীয়ত মতে হারাম না হয় এবং সেই কাজের পরিণতিতে অথবা কৃত জিনিসে যেন মুসলিমদের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধনে কোন প্রকার ক্ষতি না থাকে।

উক্ত দুটি শর্তের মধ্যে কোন একটি না থাকলে সে কাজ ও পেশা হারাম এবং তার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম।

বৈধ কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোক হল, যার মধ্যে দুটি গুণ পাওয়া যাবে; প্রথমতঃ সে লোক কর্মঠ হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সে হবে আমানতদার।

নবী শুআইব ﷺ-এর এক কন্যার পিতাকে উপযুক্ত মজুর রাখতে পরামর্শ দেওয়ার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)) (٢٦) سورة القصص

অর্থাৎ, তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। *(সূরা কাসাস ২৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে যেন তা নৈপুণ্যের সাথে করে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "শ্রেষ্ঠ উপার্জন হল (শ্রমজীবীর) হাতের উপার্জন; যদি সে (তার কাজে) হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩২৮৩নং)*

সমাজে বিভিন্ন পেশাদার পুরুষ ও মহিলা থাকে, যারা নিজেদের পেশা অনুসারে অর্থোপার্জন করে থাকে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, উপর্যুক্ত শর্তের ভিত্তিতে সে পেশা অবলম্বন করা তার জন্য বৈধ নয়। পেশা বৈধ হলেও পয়সা হালাল করার জন্য শরীয়তের নিয়ম-কানুন পেশাদারকে মানতেই হয়। তা না হলে তার উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি অসৎ হলে, উপার্জিত অর্থ অপবিত্র ও হারাম হবে। কিছু পেশাদার মানুষের জন্য এখানে সাধারণ শরয়ী নিয়ম উল্লেখ করা হল, যাতে সচেতন মানুষ এর মাধ্যমে সতর্ক হতে পারে।

যাদুকর

ইসলামী শরীয়তে যাদুকরের পেশা মোটেই বৈধ নয়। যেহেতু যাদুর প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানী সহায়তায় ঘটে থাকে। তাই যাদুবিদ্যা শিক্ষা মুসলিমের জন্য অবৈধ ও হারাম। জিন ও শয়তান দ্বারা যাদু করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত। কোন ঔষধ বা জড়িবটী দ্বারা হলে তা শির্ক না হলেও গোনাহে কাবীরা (মহাপাপ) বটে।

যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জিন বা শয়তানকে বশীভূত করে যাদুর কাজে ব্যবহার করে, সে কাফের। *(সূরা বাকারাহ ১০২ আয়াত)* ইসলামী আইনে তার শাস্তি হত্যা। *(তিরমিযী ১৪৬০নং)* যেমন, যে মনে করে যে তার যাদু আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা ইষ্ট অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে, সেও কাফের।

যাদু করার জন্য তা শিক্ষা করা যেমন হারাম, তেমনি যাদু ছাড়াবার জন্যও তা শিক্ষা করা হারাম। *(আবূ দাঊদ ৩৮৬৮-নং)*

বলাই বাহুল্য যে, যাদুকরের উপার্জনও হারাম।

গণক ও জ্যোতিষী

সকল প্রকার ভুত-ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। *(সূরা আনআম ৫৯, সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত)* আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়বী খবর জানে বলে বিশ্বাস করলে মুমিন ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে। *(আহমাদ ২/৪০৮, আবূ দাঊদ ৩৮০৪নং)*

আল্লাহ তাআলা তারকারাজিকে আকাশমন্ডলীর সৌন্দর্য ও সুশোভনতার উপকরণ, গোপনে আসমানী তথ্য সংগ্রহকারী শয়তান দলকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের প্রতি ক্ষেপণীয় অস্ত্র (উল্কা)স্বরূপ এবং অন্ধকারে জল ও স্থলপথের পথিকদের জন্য পথ নির্দেশক ও দিক নির্ণায়ক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা আনআম ৯৭, নাহ্‌ল ১৬, স্বাফ্‌ফাত ৬- ১০,*

মুল্ক ৫ আয়াত) পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ঘটনাঘটনের সাথে তাঁর এই সৃষ্টি-বিচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুসলিম জ্যোতিষবিদ্যার শুভাশুভ বিচারে বিশ্বাসী নয়। বৃষ্টি-বর্ষা ও ফল-ফসলের বিধাতাও আল্লাহই। কোন রাশিচক্রের বলে না বৃষ্টি হয়, না ফসল ফলে। সব কিছু তাঁরই ইঙ্গিতে ঘটে থাকে, মানুষ অনুমান ও ধারণা করে মাত্র।

কারো হস্তরেখা দেখে ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপণ, দৈহিক কোন লক্ষণ যেমন, টেরা চক্ষু, জোড়া ভ্রূ,কূপগাল, ছয় আঙ্গুল, তিল, জড়ুল প্রভৃতি দেখে ভাগ্য বা চরিত্র বিচার, 'আবজাদি' হিসাব জুড়ে, ফালনামা খুলে, শুভাশুভের অক্ষর বা হরফ নির্দিষ্ট করে চক্ষু বুজে হাত দিয়ে, ফালকাঠি টেনে, বা পাখী উড়িয়ে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা যাত্রা-কর্ম ইত্যাদির শুভাশুভ নির্ধারণ জাহেলিয়াতি ও মূর্খতা। ইসলাম এ সবকে সমর্থন করে না। *(সূরা মাইদাহ ৯০ আয়াত দ্রঃ)* মুসলিম এসবে বিশ্বাস করে না। তদনুরূপ হাত চালিয়ে, বদনা ঘুরিয়ে সাপ দেখা, চোর ধরা বা কিছু বলাও অনুমান মাত্র।

বলাই বাহুল্য যে, হাত গণা, ভাগ্য-গণনা ও ভাগ্যরাশির জ্যোতিষীর পেশার উপার্জন ইসলামে বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, দিন পঞ্জিকার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি হিসাবের জ্যোতিষ অবৈধ নয়।

পীর-দরবেশ

যে সকল পীর-দরবেশদের মাঝে শির্ক ও বিদআতের বেসাতি আছে, তাদের বেসাতি অবশ্যই হারাম। যারা সাধারণ মানুষের নিকট থেকে অসৎ উপায়ে নযর ও নযরানার নামে টাকা-পয়সা উপার্জন করে দুনিয়া চালায়, তাদের সে পেশা অতি নিকৃষ্ট নিশ্চয়ই।

দৈব বা ফকীরী চিকিৎসক

এক শ্রেণীর হাতুড়ে চিকিৎসক আছে, যারা ফকীরী চিকিৎসা করে থাকে। তাদের সেই চিকিৎসায় নানান শির্কী পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। শির্কী ঝাড়ফুঁক করে (মন্ত্র পড়ে), কখনো বা শির্কী তাবীয লিখে। জিন ছাড়াতে পীরের পাদুকা ব্যবহার করে, পশু যবেহ করে, রোগীর দেহে লোহা বাঁধে, মাটির ভাঁড়, সিঁদুর ও পেরেক আদি দিয়ে ঘর বন্ধ করে, ভালোবাসা সৃষ্টি অথবা নষ্ট করার জন্য যোগ-যাদুর সাহায্য নিয়ে থাকে, কোন যুবতীর বিবাহের বয়স পার হতে গেলে তার সত্বর বিবাহ দেওয়ার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে একাকী বন্ধ কক্ষে সেই অনূঢ়া পূর্ণযৌবনা যুবতীর পেটে তেল মালিশ করে চিকিৎসা

করে, মহিলার মাসিকের ন্যাকরা নিয়ে চিকিৎসা, নোংরা জিনিস দিয়ে কুরআনের আয়াত লিখে চিকিৎসা, কোন অলীর কাপড়, কবরের ধুলো দিয়ে চিকিৎসা করে।

অনেকে চিকিৎসায় রোগীর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে, তার পরিহিত জামা আনতে আদেশ করে, জিন ছাড়াতে গায়রুল্লাহর নামে পশুবলি করে, আগুন দ্বারা চিকিৎসা করে ইত্যাদি।

উক্ত শ্রেণীর ফকীরী চিকিৎসা যে হারাম এবং একজন মুসলিমের জন্য এ ধরনের পেশা অবলম্বন করা যে অবৈধ, তা কোন তওহীদবাদী মুসলিমের কাছে অস্পষ্ট নয়।

জ্ঞাতব্য যে, যে ইমাম শির্কী তাবীয লিখে, চিকিৎসায় অবৈধ শির্কী পদ্ধতি ব্যবহার করে তার পিছনে নামায হবে না। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১৪৩৮-পৃঃ)*

ভিক্ষুক-ফকীর

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা পেশাদার ভিখারী। অনেকের বংশই আবার ফকীর বংশ। তাদের নাকি ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন পেশা অবলম্বন করা বৈধই নয়।

অনেকে তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ না বুঝে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের নাম নিয়ে দুনিয়াদারী বর্জন করে মানুষের উপর তাওয়াক্কুল করে হাত পেতে খায়।

অনেকে আছে ব্যবসাদার ফকীর!

অথচ একান্ত নিরুপায় ছাড়া ইসলামে ভিক্ষা করা বা চাওয়ার জন্য মানুষের কাছে হাত পাতা বৈধ নয়। বৈধ নয় উপায় থাকতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা।

হস্তশিল্পী

এক শ্রেণীর মুসলিম আছে, যাদের পেশা হল, পাথর, মাটি, কাঠ বা কোন ধাতুর মূর্তি তৈরী করা, কোন বিচরণশীল প্রাণীর ছবি আঁকা, তোলা ইত্যাদি। এ ধরনের পেশা অবলম্বন করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

যেহেতু ইসলাম মূর্তি ও ছবির ঘোর বিরোধী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে যায়? অতএব তারা একটিমাত্র শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি মাত্র যব সৃষ্টি করুক তো।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন সব চেয়ে কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীরা।"

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, "নিশ্চয় যারা এই ছবি (বা মূর্তিসমূহ) নির্মাণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে; বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন ছবি বা মূর্তি নির্মাণ করবে (কিয়ামতে) তাকে ওর মধ্যে রূহ ফুঁকতে (প্রাণ দিতে) আদেশ করা হবে। অথচ সে ফুঁকতেই পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ রক্ত ও কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর সুদখোর, সুদদাতা, চেহারা (নকশা করার জন্য) দাগে বা দাগায় এমন নারী এবং মূর্তি (বা ছবি) নির্মাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। *(বুখারী)*

সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, আমি ছবি (বা মূর্তি) নির্মাণ করি অতএব এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে এস। লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আরো কাছে এস। লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস বলেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। *(মুসলিম)*

বিশেষ করে অশ্লীল ছবি; নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি অধিক হারাম।

অবশ্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলাকে উলামাগণ বৈধ বলেছেন। অতএব সেই বৈধ সীমার ভিতরে যদি কেউ চলতে পারে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

প্রকাশ থাকে যে, হস্তশিল্পে শাড়ি বা শালের উপর নকশা করা বৈধ। কিন্তু তাতে মানুষ বা প্রাণীর ছবি তোলা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে অন্যায়ের সহযোগিতা হবে তাই।

দেহ-ব্যবসায়ী, যৌনকর্মী

ইসলামে ব্যভিচার ও সমকাম হারাম। অতএব ব্যভিচার বা সমকামের মাধ্যমে উপার্জন হারাম। বলা বাহুল্য, দেহোপজীবিনী ও যৌনকর্মীর উপার্জিত অর্থ অপবিত্র ও হারাম।

মহানবী ﷺ বলেন, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির কামাই ও গণকের উপার্জন গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৫১নং)*

তিনি বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কামানো অর্থকে ‘খাবীষ’ বা অপবিত্র বলেছেন। *(সহীহুল জামে’ ৩০৭৭নং)* কখনো বলেছেন ঐ উপার্জন হল হারাম। *(সহীহুল জামে’ ৩০৭৬নং)* তিনি বলেছেন, “বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল নয়।” *(আবূ দাঊদ ৩৪৮৪নং)*

প্রকাশ থাকে যে, অনৈসলামী সরকার-অনুমোদিত পেশাদার বেশ্যাদের উপার্জন যেমন হারাম, তেমনই লুকোচুরি করে ঢেমনদের গোপনে দেহদানের বিনিময়ে নেওয়া অর্থও হারাম।

কোটনা-কুটনী

সমাজে কোন কোন পুরুষ অথবা মহিলা গোপন প্রণয় ও ব্যভিচারের দূত হিসাবে কর্ম করে উভয় পক্ষ থেকে অর্থ গ্রহণ করে থাকে এবং গোপন প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে সতর্কতার সাথে মিলন সংসাধন করে। তাদের এ অর্থও খবীষ ও হারাম।

গান-শিল্পী

ইসলামে গান হারাম। অতএব গায়ক-গায়িকার পেশা অবলম্বন করাও ইসলামে হারাম। হারাম তার মাধ্যমে কামানো সকল অর্থ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ‘যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান’)*

নৃত্যশিল্পী, নর্তকী

অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে নেচে-গেয়ে মানুষের মনমুগ্ধ করা বিশেষ করে কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। অতএব বৈধ নয় তার মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়।

বাদক

ইসলামে বাজনা হারাম। মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র

ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।” *(বুখারী ৫৫৯০, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, সহীহুল জামে’ ৫৪৬৬ নং)*

তিনি বলেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!” *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ৫৪৫৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।” *(সহীহুল জামে’ ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।” *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭০৮ নং)*

বলা বাহুল্য, যে কোন প্রকারের বাজনা বা মিউজিক বাজানোর পেশা কোন মুসলিম গ্রহণ করতে পারে না। পারে না তার মাধ্যমে কোন অর্থ উপার্জন করতে। কারণ তা অপবিত্র ও অবৈধ।

অভিনেতা-অভিনেত্রী, মডেলিং

অবৈধ অভিনয় কোন মুসলিম করতে পারে না। বর্তমান চলচিত্র জগতের যে সকল ছবি তৈরী হয়, তার প্রায় সবটাই প্রেম ও যৌনতা থেকে মুক্ত নয়। অতএব ঐ শ্রেণীর কোন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

অভিনয় হল প্রদর্শনের জন্য। মুসলিম মহিলা বেগানা কোন পুরুষকে এমনিই দেখা দিতে পারে না। না সরাসরি, আর না ক্যামেরা বা ছবির মাধ্যমে। সুতরাং কোন মুসলিম মহিলার অভিনেত্রী হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বলাই বাহুল্য যে, কোন মুসলিম নারী নিজ রূপ-লাবণ্যের ব্যবসা করে খেতে পারে না।

হাস্য-কৌতুক

হাস্য-কৌতুককে একটি কলা ও পেশা হিসাবে অবলম্বন করে কোন কোন মুসলিম এর শিল্পী হয়ে মানুষের মনজয় করে থাকে। অথচ প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকেদেরকে হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার

জন্য।” *(আবুদাউদ ৪৯৮৯নং, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৭০১৩)*

তিনি আরো বলেন, “শোনো! যে ব্যক্তি এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে লোকেদেরকে হাসাতে চায় সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ আকাশ হতে দূরবর্তী স্থানে নিপতিত হয়। শোনো! তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে নিজ সঙ্গীদেরকে হাসাতে চায় সম্ভবতঃ তার দরুন আল্লাহ ঐ মানুষের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে জাহান্নামে না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না।” *(সহীহ তারগীব ২৮৭৭নং)*

বলাই বাহুল্য যে, এ পেশা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। হালাল নয় এর মাধ্যমে উপার্জিত ধন।

লটারীর এজেন্ট

ইসলামে জুয়া ও লটারী বৈধ নয়। অতএব কোন মুসলিম লটারী খেলা ছেড়ে অথবা লটারী টিকিটের এজেন্ট হয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে না।

বিমার এজেন্ট

সূদী বিমা বা ইনশুরেন্স ইসলামে বৈধ নয়। অতএব সূদী কারবারের কোন ব্যাংকে অথবা বিমা অফিসে চাকরী করে অথবা তার এজেন্ট হয়ে বেতন অথবা কমিশন নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে না। যেহেতু সূদের অর্থ অপবিত্র। অপবিত্র সূদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থও।

মহাজন (ঋণ দিয়ে সূদী কারবার)

নিঃস্বার্থে ঋণ দেওয়া একটি মহৎ কাজ এবং সে কাজ মুসলিমের। পক্ষান্তরে সূদ নিয়ে অর্থ উপার্জন করার স্বার্থে ঋণদান করে মহাজনী পেশা কোন মুসলিমের হতে পারে না।

বিড়ি বাঁধা

পেশা হিসাবে বিড়ি বাঁধাকে গ্রহণ করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু বিড়ি

পান করা ইসলামে হারাম এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে ধূমপান বিষপান করার সমান। অতএব হারাম ও বিষপানে সহযোগিতা কোন মুসলিম নরনারী করতে পারে না।

খেলোয়াড়

কেবলমাত্র খেলা ও খেলোয়াড় বলে ইসলামে কোন পেশা নেই। বিশেষ করে যে খেলা হারাম সে খেলার খেলোয়াড় হওয়াও হারাম। মুষ্টিযুদ্ধ, স্বাধীন মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি খেলা, ষাঁড়-লড়াই ইত্যাদি খেলা - যাতে অঙ্গহানি ও প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে এবং জিহাদী কোন কাজের সহায়ক নয় - সেসব খেলা ইসলামে বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১৭৪৩পৃঃ)*

বক্তা

বক্তৃতা করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া পারতপক্ষে সকল মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। কিন্তু বক্তৃতাকে পেশা ও উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করা এবং রেট বেঁধে তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। *(দ্বীনী ইলমের নৈতিকতা দ্রষ্টব্য)*

অবশ্য সমাজ খুশী হয়ে যদি বক্তাকে অনেক কিছু দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই। যেমন অসামর্থ্যবান বক্তার রাহাখরচ চেয়ে নেওয়াও দোষাবহ নয়।

আর এতে তাঁর সমালোচনা হওয়া উচিত নয়। কারণ, দীপশিখা থেকে আমরা যদি কেবল আলো আশা করি এবং তাতে তেল ঢালার ব্যবস্থা না রাখি, তাহলে সে দীপ জ্বলবে কিভাবে?

অবশ্য বক্তাকে তাঁর বক্তৃতায় খেয়াল রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ বলেন,

"সুতরাং যে ব্যক্তি বিনা ইলমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা আনআম ১৪৪ আয়াত)*

"বল যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা পরিত্রাণ পাবে না।" *(সূরা ইউনুস ৬৯ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন,

"মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়।" *(সহীহুল জামে' ৪৩৫৮-নং)*

"সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(ঐ ৭০১৩নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা আমার উপর মিথ্যা বলো না। যেহেতু যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখে প্রবেশ করল।” *(বুখারী, মুসলিম)*

“যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলল, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল। *(বুখারী ১/২০১)*

“যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা তবে সে মিথ্যুকদের অন্যতম।” *(মুসলিম)*

বনী ঈসরাঈল লিখিত গ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতকে বর্জন করে বসেছিল। *(সহীহুল জামে' ২০৪৪নং)*

তারা যখন আসল হেদায়াতের কিতাবের উপর আমল ত্যাগ করে বসল, তখন কেচ্ছা-কাহিনী বলতে শুরু করল। *(ঐ ২০৪৫নং)*

বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান যুগেও এমন অনেক বক্তা, দ্বীনের দায়ী, উলামা ও সাধারণ মানুষ আছেন, যাঁরা কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন না করে যয়ীফ, জাল, মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনী ও স্বপ্ন ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের কিতাব ও মজলিস সরগরম করে রাখেন। সত্যই বলেছেন মহানবী ﷺ, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)” সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, “তবে আবার কার?” *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ করে নেবে।” *(সহীহুল জামে' ৭২১৯ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ এমন বাক্‌পটু মানুষকে ঘৃণা করেন, যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।” *(সহীহুল জামে' ১৮৭৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “এক সম্প্রদায় হবে, যারা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা পেট চালাবে, যেমন গরু মাঠ থেকে (ঘাস) ভক্ষণ করে থাকে।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩৬৭০নং)*

অর্থাৎ, তারা রুযী-রোযগারের জন্য নিজের জিহ্বাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করবে, যেমন গরু তার একমাত্র অঙ্গ জিহ্বার সাহায্যে ঘাস বা লতাপাতা ভক্ষণ করে থাকে। গরু যেমন শুক্‌না ও ভিজা এবং তেঁতো-মিঠার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, বরং সামনে যা আসে তাই ভক্ষণ করে, অনুরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষরা হক ও বাতিল এবং

হালাল ও হারামের তমীয না করে নিজেদের জিহ্বায় যাচ্ছেতাই বলে শ্রোতাদের মন আবিষ্ট করে রুযী-রোযগার করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বক্তৃতার ডেট নেওয়ার সময় যে টাকা এ্যাডভান্স্ নেওয়া হয়, ডেট ফেল করলে সে টাকা বক্তার জন্য হালাল নয়। সে টাকা দাতাকে ফেরৎ দেওয়া জরুরী। অবশ্য দাতা মাফ করে দিলে সে কথা ভিন্ন।

লেখক

লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত দেওয়াও যাঁরা পারেন তাঁদের জন্য ওয়াজেব। ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা এবং ইসলামের প্রতি আরোপিত অপবাদ খন্ডন করে প্রত্যেক লেখাই প্রশংসিত।

পক্ষান্তরে ইসলাম-বিরোধী লেখা, কুফ্‌রী ও তাগূতের সপক্ষে লেখা, অশ্লীল ও নোংরা কথা, নৈতিকতা-বিরোধী কথিকা, গল্প, উপন্যাস, (আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের মত) রূপকথা, কৌতুক প্রভৃতি লেখা, কারো সমালোচনা করার সময়, তার নাম নিয়ে, গালি দিয়ে, ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে লেখা অবশ্যই বৈধ নয়।

জনৈক আরবী কবি কি সুন্দরই না বলেছেন,

وما من كاتب إلا سيفنى   ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء   يسرك في القيامة أن تراه

অর্থাৎ, প্রত্যেক লেখকই এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে তা, যা তার হস্ত লিপিবদ্ধ করেছে। সুতরাং তুমি তোমার হস্ত দ্বারা এমন জিনিস ছাড়া অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করবে না, যা দর্শন করে কিয়ামতে আনন্দবোধ করতে পার।

এক নিকৃষ্ট লিখা ও তার মাধ্যমে উপার্জনের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

((فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ)) (٧٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য অর্জনের জন্য বলে, এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ (রয়েছে)। *(সূরা বাকারাহ ৭৯ আয়াত)*

কোন কোন লেখক নিজের কথা লিখে না, বরং তার বিক্রি করা কলম তাই লিখে যা ক্রেতা আদেশ করে। উৎকোচ, অনুগ্রহ বা কৃপাপ্রাপ্ত লেখক যেন মনে মনে বলে, 'দোষ-গুণ নাহি দেখি যে কিছু লেখাও লিখি, কলমে বসিয়া কৃপাময়।'

এরা অন্যায়ে সহযোগিতাকারী এক শ্রেণীর সাহিত্য-ব্যবসায়ী। অপরাধে এরাও মূল অপরাধীর চাইতে কম নয়।

প্রকাশক, বই ব্যবসায়ী

যে বই শির্ক ও বিদআত সম্বলিত অথবা নোংরা ও অশ্লীল, সে বই প্রকাশ বা তার ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে হারামের সহযোগিতা হয়।

বৈধ নয় কাউকে অন্যায় বা অবৈধ কিছু লিখে বা ছেপে দিয়ে কামানো অর্থ।

বিচারক, উকিল

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে,

((فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنــزَلَ اللّــهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (٤٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালেম (অত্যাচারী)। *(সূরা মাইদাহ ৪৫ আয়াত)*

((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (٤٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় না তারা ফাসেক (সত্যত্যাগী)। *(সূরা মাইদাহ ৪৭ আয়াত)*

সুতরাং কুরআন মাজীদের উক্ত বিধান অনুসারে কোন মুসলিমের জন্য মানব-রচিত আইন-কানুন দ্বারা বিচার-মীমাংসা করা বৈধ নয়। বৈধ নয় সে দেশ ও সে কোর্টের বিচারক ও উকিল হওয়া, যে দেশ ও যে কোর্টে আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করা হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২০/ ১৭৭)*

জেনে রাখা ভালো যে, বিচারক বা উকিল ঐ পেশা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অবলম্বন করে থাকেন।

১। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব-রচিত আইন উত্তম।

২। অথবা তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইন অপেক্ষা মানব-রচিত আইন উত্তম নয়, তবে তার সমকক্ষ।

৩। অথবা তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইন অপেক্ষা মানব-রচিত আইন উত্তম নয়, তবে বর্তমান যুগে তার প্রয়োগ যথার্থ নয়।

৪। অথবা তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইন অপেক্ষা মানব-রচিত আইন উত্তম নয়, তবে মানব-রচিত আইন দিয়েও বিচার-মীমাংসা করা বৈধ।

উক্ত কোন এক প্রকার বিশ্বাস রাখাই একজন মুসলিমের কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, সে লোকের উপার্জন যে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫। অথবা তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইন অপেক্ষা মানব-রচিত আইন উত্তম নয়, কিন্তু রুযী-রোযগারের জন্য উক্ত পেশা গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গোনাহগার হবেন এবং তাঁর উপার্জনও হারাম হবে।

৬। অথবা তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আইন অপেক্ষা মানব-রচিত আইন কোনরূপেই উত্তম নয় এবং তার প্রয়োগ কোন কালে বৈধ নয়। কিন্তু তিনি মুসলিমদের প্রয়োজনে মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য হক জেনে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ায়ের উদ্দেশ্যে এ পেশা অবলম্বন করে উক্তভাবেই অর্থোপার্জন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তা হারাম হবে না ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু মুসলিমদের প্রয়োজনে উকিল হলেও সে পেশায় শরীয়ত-বিরোধী কোন ফায়সালা দেওয়া বৈধ নয়। যেমন অন্যায়ের ঠিকেদারী করাও তাঁর জন্য অবৈধ। মুআক্কেল হকের উপর হলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন। তা না হলে হক প্রকাশ করে তাকে হারাম হতে রক্ষা করে সাহায্য করবেন। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৭০৪)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তুমি তোমার অত্যাচারিত ও অত্যাচারী ভায়ের সাহায্য কর।” বলা হল, (হে আল্লাহর রসূল!) অত্যাচারীকে সাহায্য কিভাবে করব? তিনি বললেন, “তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখবে; তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।” *(আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ১৫০২নং)*

মুসলিম উকীলের জন্য বৈধ নয় কোন অপরাধ বা কুফরের পৃষ্ঠপোষকতা করা। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

((وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً))

অর্থাৎ, আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বল না যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। *(সূরা নিসা ১০৭ আয়াত)*

((فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ)) (٨٦) سورة القصص

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি কখনও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সহায় হয়ো না। *(সূরা কাসাস ৮৬)*

আল্লাহর নবী মূসা ﷺ যা বলেছিলেন, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন,

((قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ)) (١٧) سورة القصص

অর্থাৎ, সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, আমি এরপর আর কখনো অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হব না। *(সূরা কাসাস ১৭ আয়াত)*

আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ বাতিলের মাধ্যমে হককে খন্ডন করে কোন যালেমকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব উঠে যায়।" *(সহীহুল জামে' ৬০৪৮/ ১নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি বিবাদের সময় অন্যায় দ্বারা অথবা কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা থেকে বিরত না হয়।" *(ইবনে মাজাহ ২৩২০, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬০৪৯নং)*

বলাই বাহুল্য যে, বিচারক বা উকিল যদি তাঁদের পেশায় শরীয়ত অনুসারে হককে হক ও বাতিলকে বাতিলরূপে প্রতিষ্ঠা করার এবং প্রকৃত হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দেওয়ার ও মযলূমকে সাহায্য করার নিয়ত রাখেন, তাহলে তা বিধেয় কাজ। যেহেতু তা সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহযোগিতার পর্যায়ভুক্ত। অন্যথা ঐ পেশা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে পাপ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা হয়। আর ইসলামের একটি মৌলিক মহান নীতি হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা সৎকার্য ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

এ ছাড়া ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত বিচার অবশ্যই করতে হবে উকিল ও বিচারককে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা যখন কথা বলবে, তখন তা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্যভাবে বলবে। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। *(সূরা নিসা ১৩৫ আয়াত)*

﴿ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, (বিবদমান দুই গোষ্ঠী) যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং সুবিচার কর। আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৯ আয়াত)*

((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

প্রকাশ থাকে যে, অন্যায়ের সাহায্য অন্যায় দিয়ে, মিথ্যা মামলা সাজিয়ে, মিথ্যা সার্টিফিকেট বা দলীল বানিয়ে, মিথ্যা সাক্ষী ও জাল স্বাক্ষর উপস্থিত করে একজন অপরাধীর সহযোগিতা কোন মুসলিম করতে পারে না।

ডাক্তার

ডাক্তারি একটি উত্তম পেশা। অর্থের সাথে সাথে এর মাধ্যমে সৃষ্টির খিদমত করার মহান সুযোগ লাভ হয়। আর সেই সাথে দ্বীনের জ্ঞান থাকলে দাওয়াতের কাজ করারও সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন ডাক্তার। অবশ্য ডাক্তারের ঘাড়েও বড় আমানত আছে, তাতে খিয়ানত করা তাঁর জন্য বৈধ নয়। যেমন ঃ-

বৈধ নয় পুরুষ ডাক্তারের জন্য অপ্রয়োজনে রোগিণীর কোন গোপন অঙ্গ দেখা।

বৈধ নয় অপ্রয়োজনে মহিলার দেহ স্পর্শ করে চেকিং করা।

বৈধ নয় নার্স বা রোগিণীর সাথে একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করা।

বৈধ নয় চিকিৎসায় রোগীর প্রতি কোন প্রকার অহিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা।

বৈধ নয় দু' নম্বর ওষুধ দেওয়া।

বৈধ নয় ওষুধে কোন প্রকার ভেজাল দেওয়া।

বৈধ নয় বিনা মূল্যের সরকারী ওষুধ বিক্রয় করা।

বৈধ নয় সমাজে প্রচলিত এই ধারণাকে বাস্তব প্রমাণ করা ঃ 'জল জোলাপ জুয়াচুরি, তিন নিয়ে ডাক্তারি।'

বৈধ নয় অনুমানে চিকিৎসা করা।

বৈধ নয় রোগীর কোন গুপ্তরোগের কথা অপরের কাছে প্রচার করা।

বৈধ নয় অল্প খরচের চিকিৎসা-পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও ব্যয়বহুল চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীর অর্থ অপচয় করা।

বৈধ নয় অনিবার্য কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা করা।

বৈধ নয় জন্ম-নিরোধক ওষুধ দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যভিচারে সহযোগিতা করা।

বৈধ নয় যথেষ্ট পয়সা না পেয়ে যথোচিত চিকিৎসা না করে রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

বৈধ নয় আন্দাজে ভুল ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দিয়ে অথবা চিকিৎসায় অবহেলা প্রদর্শন করে কোন রোগীর অঙ্গহানি অথবা প্রাণহানি ঘটানো।

বলাই বাহুল্য যে, না জেনে ডাক্তারি করা ডাক্তারের জন্য বৈধ নয়। নচেৎ তাঁর কুচিকিৎসার ফলে রোগীর যে ক্ষতি হবে, তার জন্য দায়ী হবেন ঐ নাড়ীটেপা হাতুড়ে ডাক্তার।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তারি করে, অথচ ডাক্তারি করা তার কাজ নয়, সে ব্যক্তি (রোগীর জন্য) যামিন।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬১৫৩নং)*

কথায় বলে, 'নীম মুল্লা খাতরায়ে ঈমান, নীম হাকীম খাতরায়ে জান।' অতএব রোগ, ওষুধ ও রোগীর পরিস্থিতি বুঝেই ডাক্তারি করা কর্তব্য।

সৃষ্টিকর্তার হাতে মানুষের জান থাকে। কিন্তু তা নষ্ট করার কারণ মানুষ হলে সৃষ্টিকর্তা তাকে ছাড়বেন না। সুতরাং একজন ডাক্তারকে নিম্নের আয়াত ও হাদীস মনে রাখা দরকার।

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, বান্দা যখন যে কাজ করে, তখন তা যেন সে নৈপুণ্যের সাথে করে।" *(শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৮৮০নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, এ কারণেই বানী ইসরাঈলকে এ বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের বদলা নেওয়া ছাড়া কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে, সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করে এবং যে

কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন পৃথিবীর) সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন।" *(বুখারী ৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম ৪/৩৫১, আবু দাউদ, সহীহুল জামে' ৪৫২৪নং)*

তিনি বলেন, "একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।" *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

প্রকাশ থাকে যে, ডাক্তারের মতই দায়িত্ব রয়েছে কম্পাউন্ডার ও ফার্মেসিষ্টের।

নার্স (নারী ও পুরুষ)

রোগীর খিতমতের জন্য পুরুষ এবং রোগিণীর খিদমতের জন্য মহিলা নার্স হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ইসলামে কোন বেগানা পুরুষ-মহিলা নির্জনতা অবলম্বন করতে পারে না, তাদের আপোসে পর্দা ওয়াজেব এবং একে অন্যের দেহ স্পর্শ অবৈধ। শরীয়তের আদব মেনে চলতে পারলে তবেই এ পেশা বৈধ। আর প্রয়োজনয়ীতার কথা অবশ্যই ভিন্ন।

আমীন

মানুষের জমি-জায়গা জরিপ করা একটি বড় আমানতদারির কাজ। সুতরাং আমানত বজায় রেখে কাজ করলেই এ পেশায় হালাল রুযী লাভ করা সম্ভব। কারো পক্ষপাতিত্ব করে এক জনের (কিছু পরিমাণও) হক নিয়ে অপরকে দান করা আমানতের খেয়ানত। সুতরাং সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আমীনকে।

ব্যবসায়ী, হকার

ব্যবসা পেশা হিসাবে মন্দ নয়। মন্দ হল, অসৎ উপায়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, ধোকা দিয়ে অথবা হারাম মালের ব্যবসা বৈধ নয়। হালাল নয় অসাধু ব্যবসায়ীদের উপার্জন।

এখানে ব্যবসায়ীর উপকারের জন্য মহানবী ﷺ-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তিনি বলেন,

“যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তার উচিত হল এই যে, সে যেন আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে ঠিক সেই রকম ব্যবহার প্রদর্শন করে, যে রকম ব্যবহার সে তাদের নিকট থেকে পেতে পছন্দ করে।” *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

“দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।” *(মুসলিম ৫৫নং)*

ফেরি-ওয়ালা

যারা গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে-ফিরে ব্যবসা করে, তাদের জন্য অতিরিক্ত উপদেশ এই যে, তারা যেন লোকের মা-বোনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। ‘হাগনদারী’র লাজ না থাকলেও ‘দেখনদারী’র লাজ যেন থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, “যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয় তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৫০৪৫নং)*

পশু-পাইকের

পশুব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই জন্য যে, এদের মধ্যে দালালি, মিথ্যা কসম, গায়রুল্লাহর নামে কসম, কৃত্রিম তেজ দেখিয়ে অথবা দুধ না দুইয়ে জমা রেখে বেশী দেখিয়ে পশু বিক্রয় ইত্যাদি অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং হালাল রুযী-সন্ধানী পাইকেরের জন্য এটি হল একটি সতর্কপত্র।

চাকুরিজীবী

হালাল কাজে হালাল জায়গায় চাকুরি করা মুসলিমের জন্য হালাল। কেবল কলম টেনে অফিস চালিয়ে চুক্তি অনুযায়ী মোটা টাকা বেতন নেওয়া হারাম নয়। অবশ্য চাকরির ডিউটি বা কর্তব্য সঠিকমতে পালন করা ওয়াজেব। ওয়াজেব যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া ও থাকা। যেমন চাকরিস্থলের কোন প্রকার আমানতের খিয়ানত করা তার জন্য বৈধ নয়। যার চাকুরি করা হয়, তার প্রতি যেন হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে। নচেৎ চাকুরির বেতন হারাম বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে চাকরি মাত্রই হালাল নয়। যে চাকরির কাজে মুসলিমদের জান, ঈমান, মান, জ্ঞান বা ধনের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন হয় সে চাকরি করা বৈধ নয়।

যে চাকরিতে নিজের জান, ঈমান, মান, জ্ঞান বা ধনের কোন প্রকার ক্ষতি হয়, সে চাকরি করা বৈধ নয়।

যে চাকরিতে হারাম কাজ বা অন্যায়ের সহযোগিতা হয়, সে চাকরি বৈধ নয়।

যে চাকরিতে মানুষের চরিত্রগত ক্ষতি হয়, সে চাকরি করা বৈধ নয়।

বহু খোঁজাখুঁজির পর হালাল চাকরি না পেয়ে অসুবিধায় পড়েও হারাম চাকরি গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেহেতু সে চাকরী নেওয়া থেকে তার অন্য কাজ; যেমন দিন-মজুরী ইত্যাদি কাজের পথ খোলা আছে।

কল-কারখানায় বা অফিসে-আদালতে নারী-পুরুষ একত্রে কাজ করা এবং আপোষে অবাধ মিলামিশা করা শরীয়তে বৈধ নয়। এমনই কোন অফিস বা কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হলে মুমিনের ঈমানের দাবী হল চক্ষু ও ইয্যতের হিফাযত করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, চাকুরিজীবীর অসুখের ছুটি নেওয়ার পর ছুটি শেষ হওয়ার আগেই যদি অসুখ ভালো হয়ে যায়, তাহলে সুস্থ অবস্থায় অবশিষ্ট দিন ছুটিরূপে কাটানো বৈধ নয়। বরং অসুখ ভালো হওয়া মাত্র কর্মে যোগদান করা কর্তব্য। অবশ্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে সে কথা ভিন্ন। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ৫৬০পৃঃ)*

পোষ্ট-মাষ্টার, পিয়ন

দেশ-বিদেশ থেকে কত চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা ও মাল-সামান আসা-যাওয়া করে ডাকবিভাগের কর্মীদের মাধ্যমে। লোকেরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে তাদের ঘাড়ে নিজেদের আমানত রেখে থাকে। সেই আমানত পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ নেই। ইচ্ছাকৃত কোন জিনিস তাদের তত্ত্বাবধান থেকে নষ্ট হলে, তার দায়ী তারাই। আর মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)) (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

সাংবাদিক (পুরুষ ও নারী)

সাংবাদিকতার কাজ করে অর্থোপার্জন বৈধ। তবে তাতে শর্ত হল আমানতদারী রক্ষা করে কোন বিষয়ে লিখা ও মন্তব্য করা। ধারণা করে কোন কথা না লিখা বা বলা। কোন দেশ বা ব্যক্তির প্রতি অনুমান করে মিথ্যা অপবাদ আরোপ না করা। কারো অবৈধ জাসূসী, সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করা। পরিকল্পিত মিথ্যা ও অনুমানভিত্তিক তথ্য-প্রবাহের ঝড় সৃষ্টি না করা। মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ))

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান হল গোনাহর কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَاناً وَّإِثْمًا مُّبِيْناً)

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, “সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, মি’রাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিল তামার নখ; যা দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষঃস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, ‘ওরা কারা হে জিব্রাইল?!’ জিব্রাইল বললেন, ‘ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।” *(আহমাদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না (পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না), তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---” *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ২৬৭৯নং)*

সাংবাদিক হবে ইসলামের পতাকাবাহী। কোন মুসলিম সাংবাদিক ইসলামের বিরুদ্ধে বলতে-লিখতে পারে না। প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট সীমা আছে। বাক্-স্বাধীনতারও নির্দিষ্ট সীমা আছে ইসলামে। সাংবাদিক বা কোন বক্তা-লেখকের জন্য সেই সীমা লংঘন করা বৈধ নয়। স্বাধীনতার নামে পাগলামি করা জ্ঞানীদের কাজ নয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে দূর থেকে ছোবল হেনে ইসলাম সম্বন্ধে মূর্খতার পরিচয় জ্ঞানী সাংবাদিকগণ দেন না। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও ঝাল রেখে নিজের স্বাধীনতা প্রকাশ করলে বিষ ছাড়া আর কি উদ্গারণ করতে পারেন তাঁরা।

বহু নাম-সর্বস্ব মুসলিমের আচরিত কুসংস্কার ও লোকাচারকে ইসলাম মনে করা এবং তা নিয়ে সমালোচনা করা মূর্খামি নয় কি?

বাক্-স্বাধীনতার নামে ‘ছাগলে কি না খায় এবং পাগলে কি না বলে’ -এই প্রবাদের মূর্ত প্রতীকরা মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে উস্কানি দেয় এবং ধর্মহীনতা ও অশ্লীলতার প্রতি মানুষকে আহবান করে। এদের কাছে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ, তাঁদের আলেম-উলামা ও ধর্মভীরু ব্যক্তিবর্গরা উপহাসের পাত্র, ঠিক তদ্রূপই ওরাও তাঁদের কাছে অধিকতর উপহাস ও ঘৃণার পাত্র। তবে পার্থক্য হল ওদের হাতে মিডিয়া আছে, আর এঁদের হাতে ততটা নেই। ওরা ওদের ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও কর্মে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধচিত্ত, আর এঁদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কপট, মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতক। ওদের

মাঝে রয়েছে একতা, আর এঁদের মাঝে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যহীনতা। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

প্রকাশ থাকে যে, সাংবাদিক নারী হলে পর্দা তথা অন্যান্য ইসলামী আদব অবশ্যই পালন করতে হবে।

রাখাল (পশুপালক)

অপরের পশু চড়িয়ে রুযী-সন্ধানের কাজ নিকৃষ্ট নয়। প্রত্যেক নবী তাঁর জীবনের কোন এক সময় পশু চড়ানোর কাজ করেছেন। আর তারই মাধ্যমে মানুষ চড়ানোর পদ্ধতি শিক্ষা করে রাজকার্যও চালিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে পশু চড়ানোর কাজও বড় আমানতদারির কাজ। যাতে কোন পশু হারিয়ে না যায় বা হিংস্র কোন প্রাণীর পেটে না যায় এবং অপরের ক্ষেত-ফসলের ক্ষতি না করে, তার খেয়াল রেখে আমানত পালন করতে হয় প্রত্যেক রাখালকে। বলাই বাহুল্য যে, আমানতে খেয়ানত হলে রুযী হালাল হতে পারে না।

ভৃত্য, চাকর-চাকরানী

অপরের হাউস-ড্রাইভার বা দাস-দাসীরূপে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীকে জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামে কোন বেগানা পুরুষ-মহিলা নির্জনতা অবলম্বন করতে পারে না, তাদের আপোসে পর্দা ওয়াজেব এবং একে অন্যের দেহ স্পর্শ বৈধ নয়।

বৈধ নয় বাড়ির ভিতরের কোন সম্পদের খিয়ানত করা।

বৈধ নয় কোন কিছু লুকিয়ে রেখে নেওয়া।

বৈধ নয় পরিবারের কোন গোপন কথায় কান করা।

বৈধ নয় পরিবারের কোন গোপন কথা বাইরে প্রচার করা।

বৈধ নয় পরিবারের কারো কুটনামি ও চুগলামি করা।

বৈধ নয় বাড়ির লোকের সাথে দাসীর বেপর্দা হওয়া।

বৈধ নয় চাকরের বাড়ির মেয়েদের দিকে নজর তোলা।

বৈধ নয় যথাকর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের)

একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

সাধ্য, সময়, কর্তব্য বা বেতনের বাইরে অতিরিক্ত কাজে যদি কেউ বিরক্ত হয় বা কষ্ট পায়, তাহলে তাতে ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখা উচিত।

বিবাহ পড়ানো কাযী

কনের অলী বিবাহে রাযী না থাকলে অথবা অপহৃতা হলে, কনে বরের কোন মাহরাম হলে, কনে তার বর্তমান স্ত্রীর আপন বা সৎ বোন হলে, বুনঝি বা ভাইঝি অথবা খালা বা ফুফু হলে, কনে কোন স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী হলে, কনে গর্ভবতী হলে অথবা পূর্ব স্বামীর ইদ্দতে থাকলে এবং আরো যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ নয়, সে সব ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর অবস্থায় লুকিয়ে-ছুপিয়ে দুটো পয়সার লোভে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া বৈধ কাজ নয়।

তদনুরূপ তালাকনামা লিখার সময়ও সুন্নী না বিদয়ী তালাক, ন্যায় না অন্যায় তালাক তা দেখা দরকার কাযীকে।

একজন মহিলার ইয্যতকে একজন পুরুষের জন্য হালাল বা হারাম করে দেওয়ার ব্যাপার নিশ্চয়ই সহজ নয়। সুতরাং এর মাধ্যমে যাঁরা রুযী অনুসন্ধান করেন, তাঁদেরকে ভেবে দেখা দরকার।

ইমাম-মুআয্যিন-দ্বীনী মুদার্রিস

ইমাম ও মুআয্যিন ও দ্বীনী মুদার্রিসের কাজ হল দ্বীনী কাজ, এ কাজ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিত। যেহেতু কোনও দ্বীনী কাজের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদ অনুসন্ধান করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।” *(আহমাদ)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্‌ম অন্বেষণ করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি তা সে কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(আবু দাউদ,*

আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

মহানবী ﷺ বলেন, "জামাআতের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির খেয়াল করে নামায পড়াও। আর এমন মুআয্যিন রেখো না, যে আযানের জন্য পারিশ্রমিক চায়।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৭৩নং)*

অবশ্য কেউ ইমাম বা মুআয্যিন ও মুদার্রিসের পেশা অবলম্বন করলে তাঁর সংসার চালাবার মত ব্যবস্থা করে দেওয়া কর্তব্য হল ইসলামী সরকার অথবা মুসলিম জনগণের। আর সে ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে নিয়ত পরিবর্তন করার। অর্থাৎ তিনি ঐ কাজের পশ্চাতে প্রধান নিয়ত রাখবেন আখেরাতের ফললাভ করা। অতঃপর যে রুযী পাওয়া যাবে, সেটি হবে তার নেক কাজের সহায়ক স্বরূপ। এইরূপ নিয়ত না রাখলে কোনও দ্বীনী কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কারো জন্য বৈধ হবে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব কোন বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সে ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়। যার হিজরত কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার প্রাপ্যও তাই। যে যে নিয়তে হিজরত করবে সে তাই পেয়ে থাকবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১নং)*

শিক্ষক

দুনিয়াদার শিক্ষকের ক্ষেত্রে উক্ত শ্রেণীর নিয়তের প্রয়োজন নেই। যেহেতু তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেবেন, তা হল পার্থিব বিষয়। অবশ্য কোন হারামকৃত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হারাম। যেমন শিক্ষকতার সময় দ্বীনী দাওয়াত ও ইসলামী চরিত্রগঠনের নিয়ত রাখলে শিক্ষক সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন।

মুদার্রিস ও শিক্ষকই সভ্য জাতি গঠন করার দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর ইখলাস ও মহান প্রচেষ্টায় চরিত্রবান জাতি সৃষ্টি হয়। তাঁর তরবিয়তের ফলে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। ছাত্ররা তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করে। অতএব তিনি যদি আদর্শবান না হন, তাহলে তাঁর আমানতে খেয়ানত হবে না কি?

প্রকাশ থাকে যে, ইমামতি, মুআয্যিনি, মুদার্রিসি ও শিক্ষকতার কাজও এক শ্রেণীর চাকরি। অতএব কর্তব্যে কোন প্রকার ফাঁকি দিলে সে অর্থও হারামে পরিণত হয়ে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার

একজন ইঞ্জিনিয়ার; যন্ত্রশিল্পী, বাস্তুশিল্পী, প্রকৌশলী বা স্থপতির যে কাজ তাতেও আমানতদারির নীতি পালন করতে হয় একজন মুসলিমকে। আমানতে খেয়ানত হলে তাঁর রোযগার ও পারিশ্রমিক হারাম হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী শরীয়তে যে জিনিস নির্মাণ ও প্রস্তুত নিষিদ্ধ, তার পরিকল্পনা বা তত্ত্বাবধান করাও নিষিদ্ধ।

ঠিকেদার

ঠিকেদারির কাজেও আমানতদারি পালন করতে হয় মুসলিমকে। চুক্তিতে উল্লেখিত কোন বিষয়ে কোন প্রকার কমি করে অধিক অর্থ বাঁচিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন প্রকার ফাঁকি দিয়ে কম খরচ করে বেশি খরচ দেখিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করা।

যেমন যে কাজ ইসলামে হারাম, সে কাজের ঠিকে নেওয়াও হারাম।

স্বর্ণকার

স্বর্ণকারের কাজেও আমানতদারির পরীক্ষা আছে। পরের স্বর্ণে লোভ করে তার বিনিময়ে নিজের ঈমান বিক্রয় করা বৈধ নয় কোন মুসলিমের। বৈধ নয় স্বর্ণে ভেজাল দিয়ে ওজন বাড়িয়ে স্বর্ণের সমান দাম নেওয়া।

মহান আল্লাহ কাজের নৈপুণ্য পছন্দ করেন। অতএব মুসলিমেরও উচিত সে যেন তার কর্মে তা প্রকাশ করে।

প্রকাশ থাকে যে, নতুন সোনার পরিবর্তে পুরাতন সোনা বিনিময় করার সময় সমান সমান পরিমাণ হতে হবে। নচেৎ নতুন সোনার বদলে পুরনো সোনা বেশী নিলে অথবা সমান নিয়ে অতিরিক্ত দাম নিলে তা সূদ ও হারামে পরিণত হয়ে যাবে। *('দেনা-পাওনা' দ্রষ্টব্য)*

কর্মকার

ইসলামে লোহার কাজ মুসলিমও করতে পারে। দাঊদ নবী ﷺ লোহার কাজ করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, স্বর্ণকারের মতই কর্মকারের কাজেও আমানতদারির

পরীক্ষা দিতে হয়। ভেজাল ভরে দিয়ে সোনাচুরির মত লোহাচুরির অভ্যাস যদি কর্মকারের থাকে, তাহলে তার উপার্জনও হারামে পরিগণিত হবে।

কুম্ভকার

মাটি দিয়ে পাত্র তৈরীর কাজ মুসলিমরাও করতে পারে। অবশ্য আমানতদারি বহাল রাখতে কোন নোংরা বা অপবিত্র মাটি দ্বারা তা নির্মাণ করা বৈধ নয়। মানুষ যাতে রান্না করবে ও পানাহার করবে, তা পবিত্র রাখা তার কর্তব্য। যেহেতু ক্রেতা তার খবর জানবে না।

ছুতোর

ছুতোর বা কাঠ-মিস্ত্রির কাজও উত্তম পেশা। যাকারিয়া ﷺ ছুতোর ছিলেন। অতএব আমানতদারি রক্ষার সাথে এই পেশার মাধ্যমে হালাল রুযী অনুসন্ধান করা যায়। অবশ্য কাঠ সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, যাতে কারো মালিকানাধীন জায়গা থেকে তা সংগ্রহ না করা হয় এবং তাতে কোন প্রকার ধোকা-ধাপ্পার কারবার না থাকে।

রাজমিস্ত্রী

পরিশ্রমের কর্মাবলীর মধ্যে রাজমিস্ত্রির কাজও উত্তম। তবে তাতেও আমানতদারির খেয়াল রাখতে অবশ্যই হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে বাড়ি-ওয়ালা তার কাজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কাজে কোন প্রকার ফাঁকিবাজি না থাকে। যেমন শরীয়তে অবৈধ এমন ঘর (কবর, আস্তানা, সিনেমা হল প্রভৃতি) বানানো তার জন্য বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, ছুতোর বা রাজমিস্ত্রি কারো জন্য কোন মূর্তি নির্মাণ করা বৈধ নয়। বলা বাহুল্য, মূর্তি নির্মাণ করার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল নয়।

ঘরামি

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরের ঘর বানিয়ে বা ছুইয়ে অর্থ উপার্জন করা রুযী সন্ধান করার একটি হালাল পদ্ধতি। সুতরাং সকল আমানতদারির সাথে এ কাজ করলে মুমিন হালাল রুযী পেতে পারে।

এ কথা বিদিত যে, শরীয়তে যে ঘর অবৈধ, তা বানিয়ে অর্থ উপার্জন করাও অবৈধ।

লেবার

দিন-মজুরের কাজও মেহনতের বলে হালাল রুযী কামায়ের একটি পথ। অবশ্য তাতেও আমানতদারি আছে। প্রত্যেক কাজেই মুসলিমকে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হয় এবং দূরে থাকতে হয় ফাঁকি ও ধোকা থেকে। তা না হলে ফাঁকি ও ধোকার পরিমাণ মত হারাম ঢুকে যায় তার রুযীতে। যেমন সে যে কাজ করবে, সে কাজ করা শরীয়তে বৈধ হওয়া জরুরী। তা না হলে সে কামাইও হারাম বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাজের পোশাকেও ইসলামী আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে। বলা বাহুল্য হাঁটুর উপর কাপড় খেঁচে বাঁধা বা তুলে পরা কারো জন্য বৈধ নয়। যেমন শরীয়তে যে কাজ হারাম, সে কাজে লেবার খাটা বৈধ নয়।

ইলেক্ট্রিসিয়ান, ম্যাকানিক, প্লাম্বার

আমানতদারি ও নৈপুণ্যের সাথে এই সকল কাজ করার মাধ্যমেও হালাল রুযী আসতে পারে। তা না হলে অথবা কাজে ফাঁকি ও ধোকাবাজি হলে উপার্জন হারাম হয়ে যাবে।

জোলা-তাঁতি

কাপড় বা তাঁত বোনার কাজ কোন ঘৃণ্য পেশা নয়। হালাল রুযীর জন্য যে কোন মুসলিম সে পেশা গ্রহণ করতে পারে। তবে নৈপুণ্য ও আমানতদারির খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে এমন কাপড় না বোনা হয়, যা কোন হারাম বা অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

দর্জি

কাপড় সিলাই করার কাজও মন্দ নয়। বরং পা দুলিয়ে হালাল রুযী উপার্জন করা যায় এ পেশায়। তবে নৈপুণ্য ও আমানতদারির আদব অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেমন কাপড় মারা ও ওয়াদা খেলাপি করা থেকে সুদূরে থাকতে হবে দর্জিকে। দূরে থাকতে হবে মহিলার পোশাকের সরাসরি মাপ নেওয়া হতে। দূরে থাকতে হবে এমন কাপড় সিলাই করা হতে, যে কাপড় কোন অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

ধোপা

ধোপা ও লোন্ড্রির কাজও হালাল রুযী সন্ধানের একটি বৈধ পেশা। অবশ্য তাতেও আছে নৈপুণ্য ও আমানতদারির আদব। তা মেনে চললে হালাল রুযী অর্জন হবে সেই পথে।

নাপিত

নাপিতের চুল কাটা পেশা অবৈধ বা ঘৃণিত নয়। এ পেশার মাধ্যমে হালাল রুযী লাভ করা যায়। তবে অন্যান্য পেশার মত এ পেশাতেও নৈপুণ্য ও আমানতদারির কথা খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে।

যেমন শরীয়তে যে লোম বা চুল কাটা হারাম তা কিন্তু কাটলে চলবে না। অতএব কারো দাড়ি কেটে দেওয়া বৈধ নয় নাপিতের জন্য। বৈধ নয় গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। যেমন কোন মহিলার চুল পুরুষের জন্য এবং পুরুষের চুল মহিলার জন্য কাটা বৈধ নয়। বৈধ নয় কাফেরদের অনুকরণে নানা কাটিং-এর চুল কাটা। যেহেতু তাতে অন্যায়ের সহযোগিতা হয় তাই।

হাজাম

শৃঙ্গ বা কোন নলের মাধ্যমে দেহ থেকে বদ বা দূষিত রক্ত বের করার পেশাদার লোককে হাজ্জাম বলা হয়। অবশ্য আমাদের দেশে কোন কোন এলাকায় যে লোক লিঙ্গত্বকছেদ (খতনা) করে তাকেও হাজাম বলা হয়ে থাকে। পেশা হিসাবে লোকে তা ঘৃণা করলেও তার উপার্জন কিন্তু হারাম নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ নিজে দূষিত রক্ত বের করিয়ে হাজ্জামকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। যদি তার কামাই অপবিত্র হত, তাহলে তিনি তা প্রদান করতেন না। *(আবূ দাঊদ ৩৪২৩নং)*

মেথর

মেথরের কাজ ঘৃণ্য হলেও সমাজে এমন লোকের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি উত্তম কাজ না পেয়ে ঐ কাজকেই নিজের পেশা বলে বরণ করে অর্থোপার্জন করে তবে তা হারাম নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শরীয়তের আদব পবিত্রতার সময় পবিত্রতা ইত্যাদির

কথা খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

জুতা সেলাই

জুতা সিলাই-এর কাজও মন্দ নয়। যে কোন মুসলিম সে কাজ করে রুযী সন্ধানের ব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য এ পেশাতেও নৈপুণ্য ও আমানতদারির কথা খেয়াল অবশ্যই রাখতে হয়। চেয়ে-মেগে খাওয়া থেকে নিজের হাতের কামাই করে খাওয়া অবশ্যই উত্তম। যেমন সমাজের কারো জন্য এমন শ্রেণীর মানুষদেরকে ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বৈধ নয়।

ময়রা

ময়রার মিষ্টি বানানোর কাজও উত্তম কাজ। যে কোন মুসলিম সে কাজ করে নিজের সংসার চালাতে পারে। অবশ্য নৈপুণ্য ও আমানতদারির কথা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কোন জিনিসে কোন প্রকার ধোকা ও ভেজাল দেওয়া চলবে না। চলবে না নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বা খারাপ হওয়া কোন খাবার জিনিস বিক্রয় করা। চলবে না ময়লা হাত ও পাত্রে কোন খাবার জিনিস স্পর্শ করা ও রাখা।

জেলে

মাছ ধরে বিক্রয় করার পেশা অবলম্বন করেও মুসলিম হালাল রুযী পেতে পারে। তবে সে কাজে ও ব্যবসায় তার আমানতদারি থাকতে হবে। অপরের পুকুরে মাছ ধরলে নিজের চুক্তি ও ভাগের বেশী একটিও বেশী মাছ মালিকের বিনা অনুমতিতে লুকিয়ে নিতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, বর্ষার সময় যে মাছ পুকুর ছেড়ে বের হয়ে যায়, সে মাছ পুকুর সীমানার ভিতর থেকে ধরে খাওয়া মালিক ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয়। বৈধ নয় আংশিক মালিকের তা ধরে সম্পূর্ণ ভোগ করা। অবশ্য পুকুরের বাইরে সাধারণ নালা বা খালে চলে এলে এবং তা পানির স্রোতে নদী বা সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হবার কথা নিশ্চিত হলে তা যে কেউ ধরে খেতে পারে।

কসাই

হালাল পশু যবেহ করে তার গোশ্ত বিক্রয় করার পেশা মন্দ ও নিকৃষ্ট নয়। মন্দ হল তাতে আমানতদারি না থাকার কথা। মন্দ হল শরয়ী ছাড়া অন্য পদ্ধতিমতে যবেহ করা, যবেহর পর রক্ত ধরে রেখে গোশ্ত্ লাল দেখিয়ে খদ্দেরকে ধোকা দেওয়া, গরুর মাথা লটকে রেখে মহিষের গোশ্ত্ বিক্রয় করা অথবা খাসির মাথা সামনে রেখে পাঁঠীর গোশ্ত্ বিক্রয় করা, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

রাঁধুনী

পরের রাঁধা রেঁধে দেওয়ার কাজও মন্দ নয়। তবে নৈপুণ্য, হিতাকাঙ্ক্ষা ও আমানতদারির কথা তার মনে-মগজে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সে না খেলেও কোন হারাম জিনিস অপরের জন্য পাকিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় নিজের হাত ও পাত্রের উচিত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কথা খেয়াল না রাখা।

চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল, রুটির কারখানা বা অন্য কোন খাদ্যবস্তু প্রস্তুতকারী কারখানার কর্মচারীর জন্য ঐ আমানতদারী রক্ষা করে চলা ওয়াজেব। কারো জন্য বৈধ নয়, কোন প্রকারের অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। বৈধ নয় বিড়ি-সিগারেট পান করা ও তা পান করতে করতে খাদ্য তৈরীর কাজ করা। বৈধ নয় গা-পা চুলকিয়ে অথবা নাক ঝেড়ে বা মুছে পুনরায় হাত না ধুয়ে খাদ্য বস্তুতে হাত দেওয়া।

যা নিজের জন্য পছন্দনীয় নয়, তা অপরের জন্যও পছন্দ করা বৈধ নয়। ঐ কর্মচারীর চোখের সামনে যদি কেউ গা চুলকিয়ে হাত না ধুয়ে খাবারে হাত দেয় এবং সেই খাবার তার জন্য পেশ করে, তাহলে তার কি তা রুচি হবে?

আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

দারোগা-পুলিশ

পুলিশের চাকরিতেও সততা ও আমানতদারির কথা ভুলবার নয়। ঠিকমত ডিউটি পালন করা এবং কার্যক্ষেত্রে কোন প্রকার উপঢৌকন, ঘুস বা বখশিস গ্রহণ না, অপরাধী চিহ্নিত করা ও তাকে উচিত শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি না করা এবং নিরপরাধ মানুষকে খামাখা হয়রান না করা আমানতদারির লক্ষণ।

প্রয়োজনে মহিলা পুলিশের ক্ষেত্রে পৃথক বাসস্থানে থেকে এবং পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে কেবল মহিলা অপরাধিণী ধরার জন্য চাকরি নেওয়া বৈধ। তবে শরয়ী আদব উল্লংঘন করে সে চাকরি করা বৈধ নয়।

সৈনিক

ইসলাম ও মুসলিম দেশ রক্ষার জন্য সৈনিকের কাজ একটি মহান কাজ।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৪৪৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “এক দিবারাত্রির (শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) প্রতিরক্ষা-কার্য এক মাসের রোযা ও নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ঐ প্রতিরক্ষা কাজে রত ব্যক্তি) যদি মারা যায়, তাহলে তার সেই আমল জারী থেকে যায়; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার জন্য তার রুজী জারী করা হয়; আর (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।” *(মুসলিম ১৯১৩ নং)*

এ ছাড়া জিহাদ করা ও জিহাদে শহীদ হওয়ার বিশাল মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে।

ইসলামে কোন মহিলা সৈনিকের পেশা গ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু সে কাজ নারীত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরন্তু শত্রুর হাতে ধরা পড়লে তার অবস্থা কি হবে, তা বলাই বাহুল্য। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৫৪৯-৫৫০)*

মহিলার জন্য জিহাদও ফরয নয়। একদা মা আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ আছে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “হ্যাঁ, সেই জিহাদ আছে, যাতে কোন খুনাখুনি নেই; হজ্জ ও উমরাহ।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ২৯০১নং)*

এক মহিলা জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে অনুমতি না দিয়ে ঘরে থাকতে আদেশ করেছেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭৪০নং)*

অবশ্য যেখানে মহিলা জিহাদ করতে বাধ্য এবং যথেষ্ট পুরুষ না থাকার জন্য জিহাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য, সেখানের কথা ভিন্ন। যেমন উহুদ যুদ্ধে বিভিন্ন মহিলা অংশগহণ করে মুজাহিদদের সহযোগিতা করেছিলেন।

পরিশেষে যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কোন নেতার হুকুম পালন করে চাকরি করেন, তাঁদেরকে মহানবী ﷺ-এর এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেন, "স্রষ্টার আদেশ লংঘন করে কোন সৃষ্টির আদেশ পালন করা যাবে না।" *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৫২০নং)*

প্রাইভেট সেক্রেটারী

পুরুষের জন্য আমানতদারি রক্ষা করে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করা রুযী সন্ধানের একটি হালাল উপায়। কিন্তু মহিলার জন্য কোন মহিলার প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়া ছাড়া কোন পুরুষের প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়া বৈধ নয়। কেননা, মহিলা সে ক্ষেত্রে শরয়ী আদব পালন করতে পারবে না। সে তার ঐ অফিসারের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে, সেখানে সে পর্দা বজায় রাখতে পারবে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নিজেকে ব্যভিচারের ছোবল থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হিসাব-রক্ষক

হিসাব-রক্ষক বা একাউন্টারের পেশাও বৈধ পেশা; যদি তাতে আমানতদারি রক্ষা পায় তাহলে। আমানতের খেয়ানত হলেই খেয়ানত করা অর্থ এবং সে পেশায় কামানো মাল হারাম হয়ে যাবে।

ড্রাইভার (নারী ও পুরুষ)

আমানতদারি ও বৈধতার সাথে গাড়ি চালিয়ে হালাল রুযী উপার্জন করা সম্ভব। তবে এ পেশাতে ইসলামিক ও ট্রাফিক আইন মেনে চলা জরুরী। যেমন অবৈধ লোক বা জিনিস বহন করার জন্য ভাড়া যাওয়া বৈধ নয়। গাড়ির মালিকের সাথে নির্দিষ্ট টাকার চুক্তি করে প্রত্যহ বা মাস ভিত্তিক নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া বৈধ নয়। মালিককে ফাঁকি দিয়ে অল্প ভাড়ার কথা বলে নিজে পয়সা মারা বৈধ নয়। বৈধ নয় মালিকের

চোখে ধুলো দিয়ে ট্রিপ চুরি করা। বৈধ নয়, অপরিচিত মুসাফিরকে অচেনা পথে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাছের রাস্তাকে দূর দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা।

পথে-ঘাটে নানা বিপদের আশঙ্কা আছে বলেই ইসলাম কোন মহিলার জন্য ড্রাইভারীর পেশাকে বৈধ মনে করে না।

কন্ডাক্টর, খালাসী

কোন গাড়িতে ড্রাইভারের সহায়ক হিসাবে কন্ডাক্টর অথবা খালাসীর কাজ আমানতদারি ও নৈপুণ্যের সাথে করে হালাল রুযী কামানো যায়। তাতে গোপনভাবে টাকা লুকিয়ে আত্মসাৎ করলে অবশ্যই আমানতের খেয়ানত হয়। আমানতের খেয়ানত হয় কাজে ফাঁকি দিলে। আর তখনই উপার্জন হারামে পরিণত হয়।

কুলি, মুটে

নিজের পরিশ্রমকে ভাড়ায় দিয়ে অর্থ উপার্জন করা রুযী অনুসন্ধানের অন্যতম হালাল পথ। তবে তাতেও আমানতদারির খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। ধোকা ও ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জন করলে সে অর্থ অবশ্যই হারাম হবে।

বলা বাহুল্য, কুলির জন্য বৈধ নয় অল্প কাজে অস্বাভাবিক পারিশ্রমিক দাবী করা।

বৈধ নয়, অপরিচিত মুসাফিরকে দূর পথের কথা শুনিয়ে ধোকা দিয়ে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আদায় করা।

বৈধ নয়, জেনে-শুনে কোন হারাম মাল বহন করা।

বৈধ নয়, মুসাফিরকে মাত্রাধিক ভাড়া আদায় করতে বাধ্য করা।

বৈধ নয়, কমিটি করে একজনের মাল বইতে চড়া পারিশ্রমিক তলব করা; এতে প্রথম জন চড়া ভাড়া বলে সরেও যায় না যে, মালের মালিক অন্য মুটে দেখবে। ফলে সেই মুটেকেই তার ইচ্ছামত ভাড়া দিয়ে মাল বহন করাতে বাধ্য হয়।

অনেক মুটে আছে, যারা ভারি বোঝ তোলার সময় 'ইয়া আলী' বলে আলী ﷺ-এর স্মরণ নিয়ে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করে থাকে। অথচ তা হল পাকা শির্ক।

অনেকে যৌন উত্তেজনামূলক নোংরা ও অশ্লীল কথা বলে শরীরে শক্তি আনয়ন করে। আসলে তাও যে বড় পাপ তা কি তারা জানে না?

হোটেল, রেষ্টুরেন্ট

বৈধভাবে হোটেল বা রেষ্টুরেন্ট চালিয়ে অর্থ উপার্জন করায় কোন দোষ নেই। দোষ হল সেখানে অবৈধ খাবার বিক্রয় করা, মাদকদ্রব্য বিক্রয় করা, মহিলা পরিচারিকা রেখে তার রূপ বা দেহ ব্যবসা করা, কামরায় কামরায় টিভি রেখে অশ্লীল ফিল্ম্ দেখার সুযোগ করে দেওয়া, জেনেশুনে কোন সমাজ-বিরোধী, অপরাধী বা প্রেমিক-প্রেমিকাকে রুম ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

চাষী

হালাল রুযীর জন্য চাষ একটি উত্তম পন্থা। চাকরি ও ব্যবসায় সন্দিগ্ধ মাল প্রবেশ করার যত বেশী ছিদ্রপথ আছে, নিজের জমির চাষে তত বা মোটেই তা নেই।

তবে চাষ ও সবুজ ফল-ফসল যেহেতু মানুষকে উদাসীন করে ফেলে এবং অনেক ফরয থেকে বিরত রাখে, সেহেতু কোন কোন অবস্থায় তাকে খারাপ বলা হয়েছে; যেমন ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখন তোমরা ‘ঈনাহ’ ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।” *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

তিনি বলেন, “----- এক জাতি হবে যারা গরুর লেজ ধরে চাষবাস করবে এবং জিহাদে বিমুখতা প্রকাশ করবে, তারা হবে ধ্বংস।” *(আবূ দাউদ ৪৩০৬, মিশকাত ৫৪৩২ নং)*

একদা তিনি হাল-চাষের কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “যে জাতির ঘরে এই জিনিস প্রবেশ করবে, সেই জাতির ঘরে আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবিষ্ট করবেন।” *(বুখারী, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০ নং)*

অবশ্য কেবল চাষই নয়, বরং যে কোন পেশা নিয়ে মানুষ আল্লাহর কাজ থেকে বিরত হলে তা তার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, “বল, তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য; যাতে তোমরা মন্দার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান; যা তোমরা ভালবাস - এ সব যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন

না।" *(সূরা তাওবাহ ২৪ আয়াত)*

কিন্তু পেট চালাবার জন্য নিজে অথবা লেবার দিয়ে চাষ করা ছাড়া যাদের উপায় নেই, তাদের অবশ্যই উচিত, আল্লাহর হক; ওশর ও অন্যান্য ফরয আদায়ে শৈথিল্য প্রকাশ না করা।

ভাগচাষ

যার জমি আছে, তার নিজে চাষ করা উচিত। সে যদি নিজে চাষ করতে না পারে, তাহলে তা পড়ে থাকতে না দিয়ে তার কোন মুসলিম ভাইকে কোন বিনিময় ছাড়া চাষ করতে দেওয়া উচিত। তা যদি না চায়, তাহলে সে জমি ফেলে রাখতে পারে। *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু জমি ফেলে রাখলে মালিকের ক্ষতি। ক্ষতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির। সুতরাং ফেলে রাখার চেয়ে তা চাষ করা বা করানোই উত্তম। আসলে জমি ভাগে বা ভাড়াতে দেওয়ার চাইতে মুসলিম ভাইকে চাষ করে খেতে দেওয়াই উত্তম ইসলামে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ জমি ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেননি। আসলে তিনি বলেছেন, "নির্দিষ্ট কিছু নেওয়ার বিনিময়ে মুসলিম ভাইকে জমি চাষ করতে দেওয়ার চাইতে, তাকে বিনিময় ছাড়া চাষ করে খেতে দেওয়া উত্তম।" *(বুখারী)*

ভাগচাষে চুক্তি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ভাগ অর্ধেক, একের-তিন অথবা যেমন উভয়ের পক্ষে সুবিধা তেমন একটা ভাগ নিয়ে জমি চাষ করানো বৈধ। মহানবী ﷺ খায়বারের জমি ইয়াহুদীদেরকে অর্ধেক ভাগে চাষ করতে দিয়েছিলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

অবৈধ হল নির্দিষ্ট পরিমাণের অথবা জমির নির্দিষ্ট একটা দিকের ফসল নিয়ে ভাগচাষ করা বা করানো। কারণ তাতে ধোকার আশঙ্কা আছে।

যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া দেওয়াও বৈধ। *(বুখারী, মুসলিম ১৫৪৭নং)* তাতে মালিক পাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঐ টাকা এবং চাষী ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন করে নিতে পারবে।

প্রকাশ থাকে যে, জমির মালিক যদি নিজ জমির চাষ নিজে নাই করতে পারে, তাহলে তার জমির মালিকানা হাতছাড়া হবে না। অন্য কাউকে চাষ করতে দিলে চাষীর নামে রেকর্ড হয়ে যাবে না। যেহেতু শরীয়ত মতে কোন বিনিময় বা দান করা ছাড়া কোন কিছু বেহাত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া দেশের সরকার যদি সেই জমি মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে কাউকে দান করে, তাহলেও তা তা গ্রহণকারীর জন্য হালাল হবে না। বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারবে যে, এ জমির

উপর তার কোন অধিকার নেই, তখন তা গ্রহণ করে চাষ করে খাওয়া এবং মালিককে ফসলের ভাগ মোটেই না দেওয়া তার জন্য বৈধ নয়। বিচারে জমি তার হলেও কোন বিচার হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে পারে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে আসছ। সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ একে অন্যের চাইতে হুজ্জত ও দলীল পেশকরণে অধিক পারদর্শী। ফলে আমি তার নিকট থেকে আমার শোনা মতে তার সপক্ষে ফায়সালা দিয়ে তার ভায়ের কিছু হক তাকে দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। যেহেতু আমি তো (এ অবস্থায়) তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের একটি অংশ কেটে দিই।" *(বুখারী, মুসলিম ১৭১৩নং)*

আর শরীয়তের ফায়সালা হল, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া চাষ করবে, সে কেবল চাষের খরচ পাবে এবং জমির ফসলের কোন ভাগ পাবে না।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬২৭২নং)*

সুতরাং মুসলিম বর্গাদারগণ একটু ভেবে দেখবেন যে, পরের জমি তাগূতী আইনের বলে জবরদখল করে ভোগ করলে তাঁরা সেই ব্যক্তিদের দলভুক্ত হচ্ছেন কি না, যাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২নং)*

"যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!" *(আহমাদ ৪/১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)*

"যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি নাহক জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত নিচে ধসিয়ে দেবেন।" *(বুখারী)*

ভাগচাষ করতে গিয়ে বর্গাদারি করে মালিককে ভাগ না দিয়ে এবং তাকে সেই জমির স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেই জমির ফসল নিজের মনে করে খেয়ে যাওয়া হারাম খাওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? দেশের আইন সমর্থন করলেও তা যে আল্লাহর আইন সমর্থন করে না, তা জেনে রাখা উচিত আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী

মুসলিমদের।

অবশ্য সরকার যদি তার অধিকৃত জমি কাউকে বৈধভাবে স্বত্বাধিকার প্রদান করে থাকে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

জমি বন্ধক রেখে চাষ

অপরকে ঋণ দিয়ে তার জমি বন্ধক রেখে সে যতদিন ঋণ পরিশোধ না করতে পেরেছে, ততদিন সেই জমি চাষ করে তার ফসল খেয়ে যাওয়া কোন চাষীর জন্য বৈধ নয়। *('দেনা-পাওনা' দ্রষ্টব্য)*

হারাম চাষ

ইসলামে যে জিনিস ব্যবহার অবৈধ, তার ব্যবসাও অবৈধ; অবৈধ তার উৎপাদন এবং চাষও। ইসলামে গাঁজা, আফিম, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি হারাম, হারাম তামাকের চাষও। বৈধ নয় আফিম গাছ ও বিড়ি পাতার চাষ করা।

যেমন যে হালাল জিনিস হারাম কাজে ব্যবহৃত হবে বলে সুনিশ্চিত, তার চাষ করে বিক্রয় বৈধ নয় মুসলিম চাষীর জন্য। যেমন ফুলচাষ করে কোন মাযারী বা পূজারীকে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়, আঙ্গুর চাষ করে তা কোন শুঁড়ীকে বিক্রয় করা বৈধ নয়।

আর এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশর না দিয়ে ফসল ভক্ষণ করে গেলে, সেই ফসলের অনেকটা হারাম খাওয়া হয়। যেহেতু ওশর আদায় হিসাব মত না করলে, শস্য অপবিত্র থেকে যায়। *('যাকাত ও খয়রাত' দ্রষ্টব্য)*

সন্দিগ্ধ মাল

যা হারাম তা নিয়ত ভালো রেখে খেলেও হারাম। হারাম খাওয়ার জন্য হালাল অসীলা অথবা হালাল খাওয়ার জন্য হারাম অসীলা অবলম্বন করা হারাম। হারাম খাওয়ার জন্য কোন প্রকার ছল-বাহানা বা কূট-কৌশল অবলম্বন করাও হারাম। হারামের হালাল বা সুন্দর নাম দিলেও তা হারাম। কোন জিনিস হারাম বলে সন্দেহ হলে তা হারাম। সুতরাং তা বর্জন করাই জরুরী।

কোন এক জিনিসকে যদি এক শ্রেণীর উলামা বলেন 'হারাম' এবং অন্য এক শ্রেণীর উলামা বলেন 'হালাল', তাহলে দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তকে মেনে

নিন। কিন্তু দলীল বুঝার ক্ষমতা যদি না থাকে অথবা দলীল সহ দুটির মধ্যে কোন একটি মত আপনার কাছে প্রাধান্য না পায়, তাহলে সেটি আপনার নিকট সন্দিগ্ধ রয়ে যাবে। আর তখন তা বর্জন করাই হবে আপনার জন্য উত্তম। নচেৎ এ সম্ভাবনাই বেশী আছে যে, আপনি হারামে আপতিত হবেন।

মহানবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে আপতিত হবে। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ এড়িয়ায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ।” *(বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, “যে জিনিসে সন্দেহ কর তা বর্জন করে তুমি সেই জিনিস গ্রহণ কর যাতে সন্দেহ নেই।” *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৩৩৭৭নং)*

হারাম কোন্ সময় হালাল হয়?

যে সকল বস্তু ইসলামে হারাম, তা ব্যবহার করতে মুসলিম বাধ্য ও নিরুপায় হলে রহমতের ধর্মে হালাল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হালাল-হারামের বিধানদাতা মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (البقرة : ١٧٣)

অর্থাৎ, নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবাই কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা বাকারাহ ১৭৩ আয়াত)*

((قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (١٤٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, আহারকারী যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আনআম ১৪৫ আয়াত)*

((وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)) (١١٩)

অর্থাৎ, আর তোমাদের কি হয়েছে যে যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারী সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আনআম ১১৯ আয়াত)*

কিন্তু বাধ্য, নিরুপায় বা অনন্যোপায় হওয়ার অর্থ কি?

অত্যন্ত ক্ষুধা লাগলে, না খেয়ে মরণ উপস্থিত হবে বলে আশংকা হলে এবং জলে-স্থলে খোঁজা সত্ত্বেও হারাম ছাড়া অন্য কোন খাবার না পাওয়া গেলে তবেই উপায়হীন অবস্থা বুঝা যায়। আর সেই সময় বিষ ছাড়া যে কোন হারামকৃত খাদ্য কেবল জান বাঁচানোর মত খাওয়া বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন,

((...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (المائدة : ٣)

অর্থাৎ, ---তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝোঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

এ ক্ষেত্রে হারাম খাদ্যের মজা গ্রহণ করে পেট পুরে খাওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় সে খাদ্যের উপর ভরসা করে হালাল খাদ্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা না করা।

যেমন মুসলিম বা অমুসলিম প্রতিবেশীর কাছে হালাল খাবার মজুদ থাকা সত্ত্বেও মৃত পশু বা শূকর-কুকুর খাওয়া কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। অর্থ থাকলে তা কিনে খেতে হবে। অর্থ না থাকলে তাদের নিকট থেকে তা চেয়ে খেতে হবে। চেয়ে তা না দিলে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায় করে নিজের জীবন রক্ষা করতে হবে।

মাঠে-বাগানে বা বনে-পানিতে যে সকল খাদ্য আছে, তা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারবে। এ সব কিছুর মাধ্যমেও খাদ্য সংগ্রহ না হলে, তখন সে কোন মৃত পশু বা হারাম জানোয়ার হত্যা করে খেতে বাধ্য হবে; তার আগে নয়। অনুরূপ চেষ্টা না থাকলে সে 'অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী' বলে পরিগণিত হবে এবং ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

কোন হারাম বস্তু খাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করানো হারাম। হারাম কোন এ্যালকুহল মিশ্রিত ওষুধ খেয়ে চিকিৎসা করানো। কিন্তু বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তারের মতে যদি ঐ হারাম বস্তু ছাড়া আর কোন অন্য ওষুধ না থাকে এবং তা না খেলে জীবন চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে তাই খেতে হবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি বড় দয়াবান। তিনি ধর্মের বিধান দিয়ে মানুষকে জানে মারতে চান না। তিনি বলেন,

((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কষ্ট চান না। *(সূরা বাকারাহ ১৮৫ আয়াত)*

((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

উপার্জিত হারাম থেকে বাঁচার উপায়

যাঁরা হারাম উপার্জনের মাধ্যমে বহু কিছু করে ফেলেছেন; বাড়ি-গাড়ি, জমি-জায়গা ও ব্যাংক্ ব্যালেন্স্ করে ফেলেছেন এবং হারাম জ্ঞান হওয়ার পর বিবেকের কামড়ে সেই হারাম থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা পোষণ করছেন, তাদের জন্য এই শিরোনামের অবতারণা।

এ দুনিয়াতে বহু মানুষই আছেন, যাঁরা ভুল করার পর ভুল স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বরং এ দুনিয়ার কষ্ট থেকে পরকালের আযাবকে অধিক কঠিন জ্ঞান করেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে তওবা করেন। আর এ তওবা সকলের জন্য ওয়াজেব। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। ধন তো দূরের কথা, নিজের জীবন দ্বারাও ত্যাগ স্বীকার করে পবিত্র হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। অতএব সুসংবাদ তাঁদের জন্যই। যেহেতু আল্লাহ তাঁদের গোনাহর পর্বতসমূহকে নেকীর পর্বতসমূহে পরিবর্তন করে দেবেন।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তাঁদের এই প্রত্যাবর্তনের ফলে খুশীও হবেন। *(বিস্তারিত জানতে 'সুখের সন্ধান' দ্রষ্টব্য)*

সাধারণভাবে এই তওবার রয়েছে কয়েকটি শর্ত; সে শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হয় না ঃ-

১। তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অন্য কাউকে খোশ করার জন্য অথবা কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তওবা হলে চলবে না।

২। সাথে সাথে পাপ (হারাম উপার্জন) বর্জন করতে হবে। পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা গ্রাহ্য নয়।

৩। বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে। লজ্জিত না হলে উন্নাসিকতার সাথে তওবা গ্রহণীয় নয়। হযরত আলী ﷛ বলেন, 'পাপের কাজ করে লজ্জিত হলে পাপ কমে যায়। আর পুণ্য কাজ করে গর্ববোধ করলে পুণ্য বরবাদ হয়ে যায়।'

৪। পুনরায় মরণ পর্যন্ত তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। তা না হলে তওবা বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ কি?

৫। কোন মানুষের অধিকার হরণ করে পাপ করলে সে অধিকার আদায় করে তবে তওবা করতে হবে। তা না হলে কুঁয়োতে মরা বিড়াল ফেলে রেখে পানি তুলে পানি পাক করার ব্যবস্থা নিলে কি হবে?

৬। তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

যাঁরা হারাম মাল ও উপার্জন থেকে তওবা করতে চান, তাঁদের জন্য উক্ত শর্তাবলীর মধ্যে পঞ্চম শর্তটি অতি কঠিন। কিন্তু নাজাতকামীদের জন্য নিজের প্রাণদানও কঠিন নয়।

বলাই বাহুল্য যে, যদি আপনি আপনার হারাম উপায়ে কামানো টাকা ইসলাম আনার পূর্বে উপার্জন করেছেন, তাহলে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর সে সমূহ মাল আপনার জন্য হালাল। কিন্তু যে মাল আপনি মুসলিম হয়ে হারাম উপায়ে উপার্জন করেছেন, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন হলেও পেতে হবে।

সূদী ব্যাংক অথবা বিমা কোম্পানী থেকে সূদে যে অর্থ আপ্সে আপনার হিসাবের খাতায় এসে গেছে কিংবা ফিক্সড্ ডিপোজিটের মাধ্যমে যে টাকা আপনি সঞ্চয় করেছেন, তা থেকে আপনি পবিত্র হন। অবশ্য নাপাক বলে না নিয়ে ব্যাংকওয়ালাদের কাছেই ফেলে আসা ঠিক নয়। কারণ ছেড়ে আসা টাকা উক্ত সূদী কারবারে অতিরিক্ত সহায়তা ছাড়া আরো বহু অজানা অঘটন ও পাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (আর আল্লাহ বলেন, "পাপ ও অন্যায় কাজে তোমরা কেউ কারো সহায়তা করো না।" *(সূরা মায়েদাহ*

২ আয়াত) সুতরাং এর জন্য সঠিক পথ এই যে, তা ব্যাংক থেকে তুলে এনে সেই নিঃস্ব অভাবী, অসহায় প্রভৃতি গরীব মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিন যাদের অবস্থা সেই নিরুপায় লোকদের মত যারা হারাম খেতে পারে। অথবা এমন জনকল্যাণমূলক কাজের খাতে ব্যয় করে দিন, যাতে যাকাত ব্যয় করা চলে। খেয়াল রাখবেন যে, তাতে কোন সওয়াবের নিয়ত রাখলে চলবে না।

বেশ্যাবৃত্তি, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে কামানো টাকাও অনুরূপ খাতে দান করে দিতে হবে এবং তাতেও কোন সওয়াবের নিয়ত রাখলে চলবে না।

হারাম মাল কামিয়ে যদি হালালের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকে, তাহলে হারাম মালের পরিমাণ অনুমান করে অনুরূপ খাতে ব্যয় করে দিতে হবে এবং তাতেও কোন সওয়াবের নিয়ত রাখলে চলবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৬/২৩৬, ২৫৬)*

চুরি, ডাকাতি, ছিন্তাই, সূদ, ঘুস, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে হরফ করা মাল হলে, তা যে কোন প্রকারে তার আসল মালিক অথবা তার ওয়ারেসকে ফেরৎ দিতে হবে। লজ্জা লাগলে অথবা ধরা পড়ার ভয় থাকলে গোপনভাবে তার ব্যাংক একাউন্টে জমা দিয়ে অথবা থলেয় পুরে তার বাড়ি অথবা ঘেরা-বেড়া বাগানের ভিতর ফেলে এসে অব্যাহতি লাভ করতে হবে। পক্ষান্তরে একান্তই যদি মালের মালিক চেনা না যায় অথবা সে মারা যায় এবং তার ওয়ারেস কেউ না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ মাল মালিকের তরফ থেকে উক্তভাবে দান করে দিতে হবে।

অনুরূপ দান করে দিতে হবে অসৎ উপায়ে ব্যবসা করার টাকা।

কারো জমি জবরদখল বা বর্গাদারি করে থাকলে অথবা কৌশল করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে থাকলে তাও তার আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হবে।

বাঁচার উপায় কঠিন মনে হলেও, তাই অবলম্বন করে বাঁচতে হবে। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে গরম লাগে, তাহলে জেনে রাখুন যে, জাহান্নামের আগুন তার চাইতে অনেক গুণ বেশী গরম।

هذا ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.